গীতি-মালিকা।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক বি, এ,

সঙ্কলিত।

গীতি-মালিকা।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক বি, এ,

সঙ্কলিত।

Calcutta

S. K. LAHIRI & CO.,

54 College Street.

1907.

মূল্য ৸০ আনা।

ভূমিকা।

কত যে মধুর তুমি সরস সঙ্গীত রে!"

'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা'! সঙ্গীতের উপর আর বিদ্যা নাই। কোন বিদ্যাই প্রাণের উপর এমন আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে না। মধুর সঙ্গীত কি যেন সন্মোহন মন্ত্রবলে, কি অপরূপ শক্তিতে প্রাণের জ্বালা জুড়াইয়া দেয়, অতীত দুঃখ দুর্দ্দশার কষ্টময় স্মৃতির উপর আবরণ ফেলিয়া দেয়, আবার কভু বা বহুকাল পরিত্যক্ত সুখের ছায়াপাতে হৃদয় ভরিয়া ফেলে। সঙ্গীতের মোহিনী মায়ায় মানুষ কখনও হাসে, কখনও গম্ভীর ভাব ধারণ করে, কখনও যেন তাহার প্রাণের অন্তস্তল হইতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস বহির্গত হয়, কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারে না; আবার কভু বা মুগ্ধ হইয়া গীত মাধুরী উপভোগ করে, অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া নিরুদ্ধ প্রবাহ গণ্ডদেশ ভাসাইয়া ফেলে।

কথিত আছে, গোলকধামে লক্ষ্মীসহ উপবিষ্ট নারায়ণের নিকট নটনাথ মহাদেব বাদ্যযন্ত্রে কণ্ঠ মিলাইয়া সঙ্গীত করিতেছিলেন; তানলয়পরিশুদ্ধ দেবাদিদেব-কণ্ঠনিঃসৃত সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত যখন মূর্চ্ছনা তুলিয়া উর্দ্ধে উঠিল, অমনি রাগ রাগিণী মূর্ত্তিমান হইয়া আবির্ভূত হইল;

দেবকণ্ঠ-সুধায় বৈকুণ্ঠভবন পরিপূর্ণ হইয়া গেল, আর অমনি মুগ্ধ কমলাকান্ত চরণ হইতে পতিত-পাবনী মন্দাকিনীর পূতধারা বহির্গত হইল।

কথিত আছে।

"বৃন্দাবন কেলিকুঞ্জে মূরলী রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি ফুটিত কুসুম, যমুনা যেত উজান !"

কথিত আছে, অর্ফিউসের প্রাণোন্মাদকারী সঙ্গীত-সুধায় মোহিত হইয়া যমরাজ তাঁহার মৃত পত্নীর প্রাণদান করিয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। তাই কথায় বলে "গানাৎ পরতরং ন হি।"

বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্ব প্রকার সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়া এ পর্য্যন্ত কোন পুস্তক প্রকাশিত নাই। অনেকে সুকণ্ঠ, কিন্তু দূরদেশে অবস্থিতি নিবন্ধন আধুনিক কবিগণের উত্তম সঙ্গীতনিচয় সংগ্রহ করিতে পারেন না; তৎপর কোন্ গানটী কে রচনা করিয়াছেন ইহা প্রায় জ্ঞাত হওয়া যায় না; এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমরা আধুনিক ও পুরাতন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রচলিত গীতাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিলাম। ইংরাজদিগের দেশে কত রকম করিয়া তাহারা এক একটি সঙ্গীত প্রচার করে। আমরা তাই একটি একটি করিয়া গান বাছিয়া, বিবেচনা করিয়া এই সংগ্রহে প্রকাশিত করিলাম। প্রিয়-জনকে উপহার দিবার উপযুক্ত করিয়া মূদ্রিত করা ইহল।

যে সমস্ত সুকবি ও সঙ্গীতজ্ঞ মহোদয়দিগের সঙ্গীত এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল, তাঁহাদের সকলেরই নাম যথা-সাধ্য সংগ্রহ করিয়া গীতের নিম্নে দিয়াছি, সে জন্য পুনরায় তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বারে বারে 'অজ্ঞাত বা অপরিজ্ঞাত' না লিখিয়া, যে সব গানের রচয়িতার নাম সংগ্রহ করিতে পারিলাম না তাহা-দের নিম্নে কিছু লিখা হইল না, পাঠক বুঝিয়া লইবেন।

স্থানে স্থানে মূদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গেল, পাঠক অনুগ্রহ করিয়া সে ক্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। অলমতি-বিস্তরেণ।

কলিকাতা
পৌষ ১৩১৩।

সংগ্রহকার

সূচিপত্র।

প্রথম লাইন বর্ণমালানুসারে	পৃষ্ঠা।
অকূল ভব-সাগরে তার হে তার হে	৬৪
অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি প্রণমি চরণে তব	৬৭
অঞ্চলের মণি এসরে নীলমণি	১৫৩
অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি	৫৮
অতীত গৌরব বাহিনি মম বাণি গাহ আজি হিন্দুস্থান	৩
অনেক দিয়েছ নাথ, বাসনা তবু পুরিল না	৬৬
অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে ভুলনা রে তাঁয়	৫৩
অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ	৬৬
অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সরল ব্যাকুলান্তরে	৫৭
অলি বার বার ফিরে যায়	১৫৯
অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়	৯৬
অয়ি ভুবন মনোমোহিনি	২
অয়ি সুখময়ী উষে কে তোমারে নিরমিল	৫২
অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা	৫০
আগে চল্ আগে চল্ ভাই	৩৪
আজি বাঙ্গলা দেশের হৃদয় হ'তে	২৪
আদর ক'রে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে	১২২
আস্তে জীবন জীবের জীবন যাই হে যমুনা জীবনে	১৩৯
আমরা বিলাত ফের্তা ক'ভাই	১৭৮
আমরি কি পায় পায় কানাই বলাই যায়	১৩৮
আমাদের ব্যবসা পৌরহিত্য	১৮০
আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে	১১৫
আমায় দে মা পাগল ক'রে	৮৪
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না	২২

প্রথম লাইন বর্ণমালানুসারে	পৃষ্ঠা।
আমার প্রাণ ভরা প্রেম বিফলে গেল	১৫৮
আমার মন ভুলালে যে কোথা আছে সে	৬০
আমার মনের সাধ রহিল মনে	৬৫
আমার যে যাতনা অযতনে, মৰ্ম্ম জানে, জানে প্রাণে	১৬১
আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল	১৬৩
আমার সোনার বাংলা	২৭
আমিই শুধু রইনু বাকি	১২৯
আমি এক মুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে	৯৭
আমি ঐ ভয়ে মুদি না আঁখি, দুখ বল্‌ব কি	১৩২
আমি নিশি দিন তোমায় ভালবাসি	১৬৯
আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে	৭৯
আমি সাধে কাঁদি	২০৫
আমি হে তব কৃপার ভিখারী	৭০
আয় মা সাধন সমরে	১২১
আর কত দূরে আছ প্রভু, প্রেম পারাবার	৮৩
আর কত দূরে সে আনন্দ ধাম	৬৮
আর কারে ডাক্‌ব মা গো	৮৬
আর ত ব্রজে যাব না ভাই	১৪৬
আহা, কত অপরাধ করেছি	১৩৬
আহা কি মধুর নিশি, দশদিশি হাসি হাসি	১৬৪
উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী	৮
উহু সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচুর	১৯৪
একই ঠাঁই চলেছি ভাই ভিন্ন পথে যদি	১০৭
একটা নতুন কিছু কর	১৭৭

প্রথম লাইন বর্ণমালানুসারে	পৃষ্ঠা।
কে সং সাজালে বল তাই শুনি	১২৩
কেড়ে লও কেড়ে লও আমারে কাঁদায়ে	৮৮
কোটি কণ্ঠ গাইছে তোমার অপার মহিমা	৬৩
কোথা আছ দেখ এসে মহামতি রামমোহন	২০১
কোথা আছ প্রভু, এসেছি দীনহীন	৭২
কোথা তুমি, কোথা তুমি বিশ্বপতি	৯২
কোন্ দেশেতে তরুলতা	৩৮
কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে	১৩৬
খোল মা প্রকৃতি খোল মা দুয়ার	৯৫
গাইয়ে গণপতি জগবন্দন	১১১
গাওরে মধুর নাম করুণা সিন্ধু ভক্তিধাম	১০৪
গাও হে তাঁহার নাম রচিত যাঁর বিশ্বধাম	৫৯
গা তোলো গা তোলো বাঁধ মা কুন্তল	১৩৩
গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে	৫৬
ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরিনু বহুত দেশ	১৭০
ঘাটে ব'সে আছি আনমনা যেতেছে বহিয়া সুসময়	৯৪
চন্দন-চর্চ্চিত নীল-কলেবর পীতবসন বনমালী	১৫৪
চল্ রে চল্ সবে ভারত-সন্তান	৩১
চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন	১১৩
ছি ছি! তুমি কেমন সন্ন্যাসী	১৭১
ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাখী	১৬৫
জগত পিতা তুমি বিশ্ব-বিধাতা	৮০
জাগো জাগো কুল-কুণ্ডলিনী	১২৫
জাগো পুরবাসি, ভগবত প্রেম-পিয়াসি	২০৬

প্রথম লাইন বর্ণমালানুসারে | পৃষ্ঠা।

গীতি-মালিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জাতীয় সঙ্গীত।

তিলোককামোদ—ঝাঁপতাল।

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং

শস্য শ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং

ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং

সুখদাং বরদাং মাতরং।

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে

দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,

অবলা কেন মা এতবলে!

বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং

রিপুদল-বারিণীং মাতরং।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,

তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে;

জাতীয় সঙ্গীত।

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমল-দল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভৈরবা—কাওয়ালী।

অয়ি ভুবন-মনো-মোহিনি!
অয়ি নির্ম্মল-সূর্য্য-করোজ্জ্বল-ধরণি!
জনক-জননী-জননি!
নীল-সিন্ধুজল ধৌত-চরণতল,

অনিল বিকম্পিত শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনি !
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে,
জ্ঞান, ধর্ম্ম, কত পুণ্য-কাহিনী ;
চির-কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা,
পুণ্য-পীযুষ-স্তন্য-বাহিনি !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১৯০০ সনের জাতীয় মহা-সমিতিতে গীত)

মিশ্র খাম্বাজ—তাল ফেরতা।

অতীত-গৌরব-বাহিনি মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !
মহাসভা-উন্মাদিনি মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !
কর বিক্রম-বিভব-যশঃ সৌরভ-পূরিত সেই নামগান !
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান !

জাতীয় সঙ্গীত।

হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান!"
(হিন্দু গায়কগণ) হর হর হর জয় হিন্দুস্থান!
(পার্সি ঐ) দাদার হোরমজ্‌দ্ হিন্দুস্থান!
(মুসলমান ঐ) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান!
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান!
ভেদ-রিপুবিনাশিনি মম বাণি! গাহ আজি ঐক্যগান!
মহাবল-বিধায়িনি মম বাণি! গাহ আজি ঐক্যগান!
মিলাও দুঃখে, সৌখ্যে, সখ্যে, লক্ষ্যে, কায় মনঃ প্রাণ!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!

হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান।
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান!"
(হিন্দু-গায়কগণ) হরি হরি হরি জয় হিন্দুস্থান!
(ইসাই ঐ) জয় জীহোবা হিন্দুস্থান।
(মুসলমান ঐ) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান!
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান!

সকল-জন-উৎসাহিনি মম বাণি! গাহ আজি
নূতন তান!

মহাজাতি-সংগঠনি মম বাণি! গাহ আজি নূতন তান!
উঠাও কর্ম্ম-নিশান, ধর্ম্ম-বিষাণ, বাজাও চেতায়ে প্রাণ!

বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান !
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান !"
(হিন্দু জৈন প্রভৃতি গায়কগণ) জয় জয় ব্রহ্মাণ হিন্দুস্থান !
(শিখ ঐ) অলখ নিরঞ্জন হিন্দুস্থান !
(পার্সি ঐ) দাদার হোরমজ্‌দ্‌ হিন্দুস্থান !
(মুসলমান ঐ) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান !
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান !

শ্রীমতী সরলা দেবী।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মিলে সবে ভারত-সন্তান,
একতান মন-প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।

ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন অদ্রি অভ্রভেদী হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত-খনি কত মণি রত্নের নিধান !

জাতীয় সঙ্গীত।

হো'ক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়
গাও ভারতের জয় !
রূপবতী সাধ্বীসতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা !
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত ললনা।
হো'ক ভারতের জয়
ইত্যাদি।

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ।
হো'ক ভারতের জয় ইত্যাদি।

বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী ;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।
হো'ক ভারতের জয় ইত্যাদি।

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,

পৃথুরাজ আদি বীরগণ ?

ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল ধূমকেতু,

আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন ।

হো'ক ভারতের জয় ইত্যাদি ।

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,

যতোধর্ম্মস্ততো জয় !

ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল

মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে নিশ্চয় ।

হো'ক ভারতের জয় ইত্যাদি ।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর ।

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা ।

বন্দি তোমায় ভারত-জননি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি !

বর পুত্রের তপ-অর্জ্জিত গৌরব-মণি-মালিনি !

কোটি সন্তান আঁখি-তর্পণ হৃদি-আনন্দ-কারিণি !

মরি বিদ্যামুকুট-ধারিণি !

যুগ-যুগান্ত তিমির অন্তে হাস, মা, কমলবরণি !

আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী

নব জীবনের পসরা বহিয়া আসিছে কালের তরণী,

হাস, মা, কমল-বরণি !

এসেছে বিদ্যা, আসিবে ঋদ্ধি, শৌর্য্যবীর্য্যশালিনি !
আবার তোমায় দেখিব, জননি, সুখে দশদিকপালিনী ;
অপমান ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ খর্পর-কর-বালিনি !
অয়ি শৌর্য্যবীর্য্যশালিনি !

শ্রীমতী সরলা দেবী।

মিশ্র—কাওয়ালী।

উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি জগতজনপূজ্যা।
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড় গো ছাড় শোক-শয্যা. কর সজ্জা,
পুন কমল-কনক-ধন ধান্যে।
জননী গো লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে,
কাঁদিছে তব চরণ তলে,
বিংশতি কোটি নরনারী গো !
কাণ্ডারী নাহিক কমলা, দুখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পনদর্শে,
তোমার অভয় পাদ-পর্শে, নব হর্ষে,
পুন চলিবে তরণী সুখ লক্ষ্যে।
জননী গো লহ তুলে বক্ষে ইত্যাদি।
ভারত শ্মশান কর পূর্ণ, পুন কোকিল-কূজিত-কুঞ্জে,
দ্বেষ হিংসা করি চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে।

জাতীয় সঙ্গীত।

দূরিত করি পাপপুঞ্জে, তপোপুঞ্জে,
পুন বিমল কর ভারত পুণ্যে।
জননী গো লহ তুলে বক্ষে ইত্যাদি।

শ্রীঅতুল প্রসাদ সেন।

লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

কত কাল পরে, বল ভারত রে!
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে।
নিজ বাসভূমে, পরবাসী হলে,
পরু দাস-খতে সমুদয় দিলে।
পর হাতে দিয়ে ধন রত্ন সুখে,
বহ লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর ভাসন আসন, আনন রে,
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর দীপ শিখা, নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।
ঘুচি কাঞ্চন ভাজন, সৌধশিরে,
হ'লো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে।

খনি-খাত খুঁড়ে, খুজিয়ে খুজিয়ে,
পুঁজি পাত নিলে জুটিয়ে লুটিয়ে !

নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে,
পরিবর্ত্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে।

মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গ সুখে,
তুমি আজও দুখে, তুমি কালও দুখে।

নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে,
ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে।

বিধি বাদী হলে, পরমাদ রটে,
পরমাদ হরে হিত বোধ ঘটে।

কি ছিলে কি হলে, কি হতে চলিলে,
অবিবেক বসে কিছু না বুঝিলে।

নয়নে কি সহে এ কলঙ্ক দুখ,
পর রঞ্জন অঞ্জনে কাল মুখ।

নিজ শোণিতশোষি, পরে পুষিলে,
তুষিতে কুলশীল স্বধর্ম্ম দিলে।

পর বেশ নিলে পর দেশ গেলে,
তবু ঠাঁই মিলে নাহি দাস বলে।

লভিয়ে বল বুদ্ধি পরের বসে,
হত জীবন চা অহিফেন চষে।

শিখিলে যত জ্ঞান, নিশীথে জেগে,
উপযুক্ত হ'লো পর সেবা লেগে।
হলো চাকুরি সার, যথায় তথায়,
অপমান সদা কথায় কথায়।
শুনিবে বল কে, তব আপন কে,
পরদাস দশায় বধির সবে।
অহ! কে কহিবে এ সুদীর্ঘ কথা,
সম সিন্ধু অপার, অগাধ ব্যথা।

* * * *

পশু সঙ্গে চরে, নর ভূমিতলে,
শুধু উন্নত এক মহত্ত্ব বলে।
যদি মানুষ, মানুষ নাহি হলে
ফল লাভ কি মানুষ নাম নিলে।
নরলক্ষণহীন, নরাঙ্গ পরি,
কি হবে তনু ভার লয়ে বিচরি।
যদি কারু হতে কিছু নাহি হবে,
কর জীবন ধারণে ক্ষান্ত সবে।
ডুবি যাক্ জলে, তব বাস যথা,
ভুলি যাক্ সবে তব নাম কথা।

কভু যেন কেহ নাহি পায় কবে,
খুঁজি ভারত নামক দেশ ভবে।

গোবিন্দ চন্দ্র রায়।

নট-বেহাগ—পোস্তা।

নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা।
সোনার প্রতিমা, আজি শোকে মলিনা।
কুঞ্জে কুঞ্জে যার কোকিলকণ্ঠে খেলিত সুধা তরঙ্গে,
সে কবি নিকুঞ্জ আজি, শ্মশান সমানা।
বীর রাগমদে যেই তানে গর্জ্জিত ভারত,
আজি সে দীপক রাগ, শ্রবণে শুনি না।

শ্রীকালী প্রসন্ন ঘোষ।

ভৈরবী—রূপক।

কে এসে যায় ফিরে ফিরে,
আকুল নয়ন নীরে ?
কে বৃথা আশা ভরে চাহিছে মুখ'পরে ?
সে যে আমার জননীরে।
কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মাণি ?

কাহার ভাষা হায় ভুলিতে সবে চায় ?
সে যে আমার জননীরে।
ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি,
চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন সন্তান, করিছে অপমান,
সে যে আমার জননীরে।
বিরল কুটীরে বিষন্ন
কে বসে সাজায়ে অন্ন ?
সে স্নেহ উপহার, রুচে না মুখে আর !
সে যে আমার জননীরে !

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

যমুনা লহরী।

নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা
তট শালিনী সুন্দরী যমুনে ! ও।
কত কত সুন্দর নগরী তীরে,
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ ছবি
অনুকারিছে নভ-অঙ্গন ও।
যুগ যুগ বাহী প্রবাহ তোমারি
দেখিল কত শত ঘটনা ও।

তব জল বুদ্বুদ সহ কত রাজা,
পরকাশিল লয় পাইল ও।
কল কল ভাষে বহিয়ে কাহিনী
কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি মরম পরশে কথা,
ভূত সে ভারত গাথা ও!
তব জল কল্লোল সহ কত সেনা
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি শব-নীরব রে যমুনে সব
গত যত বৈভব কালে ও।
শ্যাম-সলিল তব লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব কুরুকুল শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ গজ ভারে
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

* * *

আহা! কত কাল, রবে এ জীবিত,
তটিনি! তট তব শোভি ও।
ভূষণ হইয়ে, তব জল নীলে,
ব্যঞ্জিতে মন অভিলাষে ও।
হবে কোনকালে হত ঘোর কালে,
পরিমিত সুর পরমায়ু ও।

রহিবে শেষে,　　　এ গৃহ দেশে,
আকাশে শুধু বায়ু ও।
যদি এই শেষ,　　　রবে সব শেষ
জীবন স্বপন প্রভাতে ও।
তনু মন ক্ষয়িয়ে　　দুখ শত সইয়ে
চরিছে লোক কি আশে ও।
গোবিন্দ চন্দ্র রায়।

ভৈরবী—একতালা।

দিনের দিন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষীণ।
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল ক্রমে,
চন্দ্র সূর্য্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা-রাহু-মুখে লীন।
অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্‌নি কৈল দৃষ্টিহীন।

জাতীয় সঙ্গীত।

তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভুষি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন!

তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সূতা, জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র, সস্ত্র বিকায় না ক আর,
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন।

আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,
ধর্‌বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ,
বাকল টেনা ডোর কপিন্।

ছুঁচ্ সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দিয়াশালাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।

শ্রীমনোমোহন বসু।

ঝিঁঝিট—একতালা।

একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক,
জগত জনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গলে যাক্
মুখ তুলে আজি চাহ রে।

দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভূলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজলি,
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহ রে।

বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে,
দশদিক সুখে হাসিবে।

সে দিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে!

আপনার মায় মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভা'য়ে হৃদয়ে রাখিলে
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে,
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।

সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্ব্বাদ,
না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী-মিশ্র—আড়া।

সেথা আমি কি গাহিব গান।
যেথা গভীর ওঙ্কারে, সাম ঝঙ্কারে,
কাঁপিত দূর বিমান
যেথা স্বর সপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্র কমলাসীনা,
রোধি তটিনী জল-প্রবাহ
তুলিত মোহন তান
যেথা আলোড়ি চন্দ্রালোক শারদ,
করি হরিগুণ-গান নারদ,
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন,
টলাইত ভগবান।
যেথা যোগীশ্বর পুণ্য পরশে
মূর্ত্ত্য রাগ উদিল হরষে,
মুগ্ধ কমলা-কান্ত চরণে,
জাহ্নবী জনম পান।

যেথা বৃন্দাবন কেলি-কুঞ্জে,
মুরলী রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান।
আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ!

শ্রীরজনী কান্ত সেন।

জয়জয়ন্তী।

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ,
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি তরে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাইবে গান!
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল,
তোমারি কার্য্য সাধিবে,
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন,
তোমারি পাপ নাশিবে।
যদিও হে দেবি! শোণিতে আমার,
কিছুই তোমার হবে না,

তবু ওগো মাতা পারি তা ঢালিতে,
এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে,
নিভা'তে তোমার যাতনা।
যদিও জননি, যদি ও আমার,
এ বীণার কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা একটি সন্তান
জাগি উঠে শুনি এ বীণা তান !

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বেহাগ।

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
ততই বাঁধন টুট্‌বে—
মোদের ততই বাঁধন টুট্‌বে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুট্‌বে—
ততই মোদের আঁখি ফুট্‌বে।
আজ্‌কে যে তোর কাজ করা চাই
স্বপ্ন দেখার সময় ত নাই ;
এখন ওরা যতই গর্জ্জাবে ভাই,
তন্দ্রা ততই ছুট্‌বে—
মোদের তন্দ্রা ততই ছুট্‌বে।

ওরা ভাঙ্‌তে যতই চাবে জোরে,
গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা,
ততই যে ঢেউ উঠ্‌বে—
ওরে ততই যে ঢেউ উঠ্‌বে।
তোরা ভরসা না ছাড়িস্ কভু
জেগে আছেন জগত-প্রভু ;
ওরা ধর্ম্ম যতই দল্‌বে, ততই
ধূলায় ধ্বজা লুঠ্‌বে—
ওদের ধূলার ধ্বজা লুঠ্‌বে।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

খাম্বাজ।

বিধির বাঁধন কাট্‌বে তুমি
এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমন শক্তিমান্!
আমাদের ভাঙ্গা গড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান—
তোমাদের এমন অভিমান!
চিরদিন টান্‌বে পিছে,
চিরদিন রাখ্‌বে নীচে,

এত বল নাইরে তোমার—
সʼবে না সেই টান!
শাসনে যতই ঘেরো
আছে বল দুর্ব্বলেরো
হও না যতই বঁড়,—
আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে
তোরাও বাঁচ্‌বি নেরে;
বোঝা তোর ভারি হলেই—
ডুব্‌বে তরীখান!

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

আমায় বোলো না, গাহিতে বোলো না!
এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা!
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুক ফাটা দুখে, গুমরিছে বুকে,
গভীর মরম বেদনা!
এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা!

এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা কয়ে, মিছে যশ ল'য়ে,
মিছে কাজে নিশি যাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে, জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে,
সকল প্রাণের কামনা !
এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা।
শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

মিশ্র-বারোঁয়া—ঢিমেতেতালা।

নম বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী,
যুগে যুগে জননী লোক-পালিনী।
সুদূর নীলাম্বর প্রান্তসঙ্গে,
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে ;
চুমি' পদধূলি, বহে নদীগুলি
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিণী !
তাল-তমাল-দল নীরবে বন্দে,
বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে,
আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙ্গালিনী !

জাতীয় সঙ্গীত।

কিসের দুঃখ মাগো, কেন এ দৈন্য,
শূন্য শিল্প তব, বিচূর্ণ পণ্য ?
হা অন্ন, হা অন্ন, কাঁদে পুত্রগণ!
ডাক মেঘ-মন্দ্রে সুষুপ্ত সবে,
চাহ দেখি সেথা জননী-গরবে,
জাগিবে শক্তি, উঠিবে ভক্তি,
জান না আপনায় সন্তানশালিনী।

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

বিভাস—একতালা।

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে
কখন্ আপনি,
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হ'লে জননি!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোণার মন্দিরে!
ডান হাতে তোর খড়গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ!
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট-নেত্র আগুণ বরণ!

ওগো মা, তোমার কি মূরতি আজি দেখিরে,
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোণার মন্দিরে !
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি ;
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ তলে
রৌদ্র বসনী !
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে ইত্যাদি।

যখন অনাদরে চাইনি মুখে,
ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা,
আছে ভাঙ্গা ঘরে একলা পড়ে
দুখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ
কোথা সে তোর মলিন হাসি ;
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল
ঐ চরণের দীপ্তিরাশি !
ওগো মা, তোমার কি মূরতি আজি দেখিরে !

আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে
ভাসাও ধরণী ;
তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে
হৃদয়-হরণী !

জাতীয় সঙ্গীত।

ওগো মা—

তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে

সোণার মন্দিরে।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

মিশ্র-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়,
গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃ ভূমির জয়!
জয় জয় জয়, মাতৃ ভূমির জয়!
জন্মভূমির জয়, স্বর্ণভূমির জয়,
পুণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমির জয়।
লক্ষমুখে ঐক্যগাথা রটাও জগন্ময়!
সুখ স্বস্তি স্বাস্থ্য স্বার্থ দিলাম তোমার পায়,
যত দিন, মা, তোমার বক্ষ জুড়ায়ে না যায়,
কে সুখে ঘুমায়, কে জেগে বৃথায়?
মায়ের চক্ষে অশ্রুধারা, সে কি প্রাণে সয়।
নূতন উষায় গাহে পাখী নূতন জাগান সুর,
উঠ রাণী কাঙ্গালিনী দুঃখ হ'ল দূর,

অলস আঁখি মেল, মলিন বসন ফেল,
উঠ মাগো! জাগো জাগো, ডাকে পুত্রচয়।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

বাউলের সুর।

আমার সোণার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী॥
ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে
(মরি হায় হায় রে)
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি॥
কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে
নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কাণে
লাগে সুধার মত
(মরি হায় হায় রে)

জাতীয় সঙ্গীত।

মা, তোর বদন খানি মলিন হ'লে
আমি নয়নজলে ভাসি ॥

তোমার এই খেলা ঘরে,
শিশুকাল কাটিল রে।

তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি
ধন্য জীবন মানি।

তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে
(মরি হায় হায় রে)

তখন খেলা ধূলা সকল ফেলে
তোমার কোলে ছুটে আসি ॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়া ঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা,
তোমার পল্লি বাটে,
তোমার ধানে ভরা আঙ্গিনাতে
জীবনের দিন কাটে,
(মরি হায় হায় রে)

ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী ॥

ওমা, তোর চরণেতে
দিলাম এই মাথা পেতে,
দেগো তোর পায়ের ধূলো সে যে আমার
মাথার মাণিক হবে।
ওমা, গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে,
(মরি হায় হায় রে)
আমি পরের ঘরে কিন্‌ব না আর
ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি ॥
শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ইমন্‌-ভূপালী—একতালা।

মন্দ কুসুম-গন্ধ-বহন পবন-হিল্লোলে,
গরিমাময়ী মা তোমারি যশোমালিকা দোলে
যশোমালিকা গলে।
হরিদ্বার দূর বারিধি পরিধি আজিকে মিলায়ে তান,
গাহিছে তব কীর্ত্তিগীতি পূরিয়া দিশা বিমান ;
হবে, মঙ্গল তব হর্ষে,
মা গো, ধ্বনিত বর্ষে বর্ষে,
কত দীনহৃদি ক্ষীণ-গীতি-লহরী তুলিছে কল্লোলে ॥

জাতীয় সঙ্গীত।

উদার সিন্ধু মধুর ইন্দু প্রকৃতি-মহিমা চঞ্চল,
নীলিমাম্বরে হিমশিখরে চল-জলদ-লীলাঞ্চল,
হেথা, সকলি উচ্চ সুমহান্,
রবে সন্তান কি মা হীনপ্রাণ ?
তারা পন্থা চিনিয়া এসেছে ফিরিয়া শান্ত কর তুলে কোলে ॥
বিন্দু বিন্দু সলিলে সিন্ধু, অনন্তের ছায়া সে যে গো,
এই ক্ষুদ্র প্রাণী-সমুদ্র তুচ্ছ কভু নহে গো,—
ওমা ! তোমারি অতীত গর্ব্বে,
আজি স্ফীতবুক সুতসর্ব্বে,
মাগো শোন ঐ গান, উঠে তোরই নাম, পৃথ্বী পূরিত
সে রোলে ॥

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ভৌমিক।

ভৈরবী—একতালা।

তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা।
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্চলা
সৌম্য-মধুর দিব্যাঙ্গনা শান্ত-কুশল দরশা ॥
দূরে হের চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্য পুলক গীতি-মুখর কলুষ-হর-তরঙ্গা ;
ধায় মত্ত হরষে, সাগর পদ পরশে
কূলে কূলে করি পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা ॥

ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ, কুসুম-গন্ধ বহিয়া,
আর্য্য-গরিমা কীর্ত্তি-কাহিনী মুগ্ধ জগতে কহিয়া,
হাসিছে দিগ্-বালিকা, কণ্ঠে বিজয়-মালিকা,
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য হরষা ॥
ওই হের স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূরব-গগনে,
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি' ডাকিছে সুপ্তি-মগনে ;
নিদ্রালস নয়নে, এখনও রহিবে শয়নে ?
জাগাও বিশ্ব পুলক-পরশে বক্ষে তরুণ ভরসা ॥

শ্রীরজণী কান্ত সেন।

শঙ্করা—কাওয়ালী।

চল্‌রে চল্ সবে ভারত-সন্তান,
মাতৃভূমি করে আহ্বান !
বীর দর্পে পৌরুষ গর্ব্বে,
সাধ্‌রে সাধ্ সবে দেশেরি কল্যাণ
পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য
কে করে মোচন ?
উঠ জাগো সবে বল মাগো,
তব পদে সঁপিনু পরাণ !

এক তন্ত্রে কর তপ,
এক মন্ত্রে জপ ;
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক,
এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ দেশান্তে যাও রে আন্‌তে
নব নব জ্ঞান,
নব ভাবে নবোৎসাহে মাতো,
উঠাও রে নবতর তান।
লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন
না করি দৃক্‌পাত ;
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়
তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি
হিন্দু মুসলমান ;
এক পথে এক সাথে চল,
উড়াইয়ে একতা-নিশান।
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—একতালা।

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা ;

জাতীয় সঙ্গীত।

আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে,
তবুও প্রাণের ঘুচেছে ব্যথা।
এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে,
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন কি মোহন বলে,
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা।
আমি শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে,
পুণ্য-দেব-স্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী,
পঞ্চনদকুলে একই প্রথা।
আর দেখিনু যতেক ভারত সন্তান,
একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান,
আসিছে যেন গো তেজোমূর্ত্তিমান,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।
ঘরে ভারত রমণী সাজাইছে ডালি,
বীর শিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি যত বালা গাঁথি বনমালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয়-গাথা॥

শ্রীমতী কামিনী রায়

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
জয় মা বলে ভাসা তরী।
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি,
প্রাণপণে ভাই ডাক্ দে আজি ;
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নেরে,
খুলে ফেল সব দড়াদড়ি।
দিনে দিনে বাড়্‌ল দেনা,
ও ভাই, করলি নে বেচা কেনা,
হাতে নাইরে কড়াকড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে,
মুখ দেখাবি কেমন ক'রে,—
ওরে দে খুলে দে, পাল তুলে দে,
যা হয় হবে বাঁচি মরি।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বেহাগ।

আগে চল্, আগে চল্ ভাই,
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই ?
আগে চল্ আগে চল্ ভাই !

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় করে'　　　　পাঁজি পুথি ধরে'
সময় কোথা পাবি বল ভাই ?
আগে চল্ আগে চল্ ভাই !

অতীতের স্মৃতি　　　　তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
(এ যে) স্বপ্নের সুখ, সুখের ছলনা.
আর নাহি তাহে প্রয়োজন !
দুঃখ আছে কত,　　　　বিঘ্ন শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত
চলিতে হইবে পুরুষের মত
হৃদয়ে বহিয়া বল ভাই !
আগে চল্, আগে চল ভাই !

দেখ যাত্রী যায়　　　　জয়গান গায়,
রাজপথে গলাগলি।
এ আনন্দ-স্বরে　　　　কে রয়েছে ঘরে,
কোণে করে দলাদলি ?
বিপুল এ ধরা চঞ্চল সময়,
মহাবেগবান মানব হৃদয়,

জাতীয় সঙ্গীত।

যারা বসে আছে তারা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল ভাই,
আগে চল্, আগে চল্ ভাই!

পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও
নিয়ে যাও সাথে ক'রে,
কেহ নাহি আসে একা চলে যাও
মহত্ত্বের পথ ধরে।
পিছু হ'তে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন,
মিছে নয়নের জল ভাই!
আগে চল্, আগে চল্ ভাই!

চিরদিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথ-পাশে;
যারা চলে যায় কৃপা-চক্ষে যায়,
পদ-ধূলা উড়ে আসে।
ধূলি শয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার, চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল ভাই,
আগে চল্, আগে চল্ ভাই!

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বাউলের সুর।

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায় ছাড়্‌বো না, মা!
আমি তোমার চরণ করবো শরণ,
আর কারো ধার ধারবো না, মা!
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর,
হৃদয়ে তোর রতন-রাশি;
জানি গো তোর মূল্য জানি
পরের আদর কাড়্‌বো না, মা!
আমি তোমায় ছাড়্‌বো না, মা!
মানের আশে দেশ বিদেশে
যে মরে সে মরুক্ ঘুরে;
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা
ভুল্‌তে সে যে পারবো না, মা!
আমি তোমায় ছাড়বো না, মা!
ধনে মানে লোকের টানে
ভুলিয়ে নিতে চায় সে আমায়
ওমা, ভয় যে জাগে শিয়র বাগে
কারো কাছেই হারবো না, মা!
আমি তোমায় ছাড়বো না, মা!

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

মিশ্র-ভৈরবী—একতালা।

কোন্ দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই
দল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোণার ফসল,
সোণার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ
আমাদেরি বাংলা রে !

কোথায় ডাকে দয়েল শ্যামা
ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন ভাষা মরমে পশি
আকুল করি তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুন্‌তে পাব
বাউল সুরের মধুর গান ?

চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন দেশের দুর্দ্দশায় মোরা
সবার অধিক পাইরে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়
বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মাদের পিতৃপিতামহের
চরণ-ধূলি কোথা রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ
আমাদেরি বাংলা রে !

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দত্ত।

সংকীর্ত্তন।

তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের স্থধু ভাত ;
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব, মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষার চেলে কাজ নাই, সে বড় অপমান ;
মোটা হ'ক সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান ;
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান।

জাতীয় সঙ্গীত।

মিহি কাপড় পর্‌বো না আর, যেচে পরের কাছে ;
মায়ের ঘরের মোটা কাপড়, প'রলে কেমন সাজে ;
দেখ্‌তো প'রলে কেমন সাজে।
ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতি, আজ্‌কে সুপ্রভাত ;
কসে লাঙ্গল ধর ভাই রে, কসে' চালাও তাঁত
কসে' চালাও ঘরের তাঁত ॥
শ্রীরজনী কান্ত সেন।

সংকীর্ত্তন।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়,
মাথায় তুলে নেরে ভাই !
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী তার সাধ্য নাই।
সেই মোটা সূতার সঙ্গে
মায়ের অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই
আমরা এম্‌নি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
ওই দুঃখী মায়ের ঘরে
তোদের সবার প্রচুর অন্ন নাই ;
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান, মোজা,
কিনে কর্‌লি ঘর বোঝাই।

জাতীয় সঙ্গীত

আয়রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই!
পরের জিনিস কিনব না,
যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

তুই মা মোদের জগত-আলো।
সুখে দুখে হাসি মুখে
আঁধারে দীপ তুমি জ্বালো!
মা ব'লে মা ডাক্‌লে তোরে
সারাটি প্রাণ উঠে ভ'রে,
বেসেছি মা তোরেই ভালো,
তোরেই যেন বাসি ভালো!
ওই কোলে মা পাই যদি ঠাঁই,
জনম জনম কিছু না চাই,
থাক্‌না ওদের গৌরবরণ,
হোলেমই বা আমরা কালো!
পরের পোষাক খুলে' ফেলে'
ফির্‌লাম ঘরে ঘরের ছেলে,

জাতীয় সঙ্গীত।

আঁখির নীরে মোদের শিরে
আশীষ-ধারা আজি ঢালো।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

বাউলের সুর।

যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না—
তবে তুই ফিরে যা না!
যদি তোর ভয় থাকে ত করি মানা॥
যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে,
ভুল্‌বি যে পথ পায়ে পায়ে;
যদি তোর হাত কাঁপে ত নিবিয়ে আলো
সবায় কর্‌বি কানা।
যদি তোর ছাড়্‌তে কিছু না চাহে মন
করিস্ ভারী বোঝা আপন;
তবে তুই সইতে কভু পার্‌বি নে রে
বিষম পথের টানা।
যদি তোর আপন হ'তে অকারণে
সুখ সদা না জাগে মনে,
তবে কেবল তর্ক ক'রে সকল কথা
কর্‌বি খানা খানা।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বাউলের সুর।

নিশিদিন ভরসা রাখিস্
ওরে মন হবেই হবে ;
যদি পণ ক'রে থাকিস্
সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন হবেই হবে।

পাষাণ সমান আছে পড়ে,
প্রাণ পেয়ে সে উঠ্‌বে ওরে,
আছে যারা বোবার মতন—
তারাও কথা কবেই কবে।
ওরে মন হবেই হবে।

সময় হলো সময় হলো,
যে যার আপন বোঝা তোল,
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস্
সে দুঃখ তোর সবেই সবে।
ওরে মন হবেই হবে।

ঘণ্টা যখন উঠ্‌বে বেজে,
দেখ্‌বি সবাই আস্‌বে সেজে,
এক সাথে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে।
ওরে মন হবেই হবে।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বাউলের সুর।

ওরে, ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্
এই বেলা তুই দিয়ে দে না!
ওরে, মানের তরে প্রাণ্‌টি দিবার
এমন সুযোগ আর হ'বে না।
যখন দুদিন আগে দুদিন পরে তফাৎ মাত্র এই,
তখন অমূল্য এই মানব জনম বৃথা দিতে নেই,—
ওরে ক্ষ্যাপা!
মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন দেরে মায়ের তরে;
অমর জীবন পাবি রে ভাই, জগৎ মায়ের ঘরে।
কি দিয়েছিস্, লিখ্‌বে যখন পরকালের খাতা,
তখন, তোরেই দানে হবে আলো, বইএর প্রথম পাতা—
ওরে ক্ষ্যাপা!

শ্রীসতীন্দ্র মোহন বাগ্‌চী।

বেহাগ।

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
ততই বাঁধন টুট্‌বে—
মোদের ততই বাঁধন টুট্‌বে।

ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুট্‌বে—
ততই মোদের আঁখি ফুট্‌বে।
আজ্‌কে যে তোর কাজ করা চাই,
স্বপ্ন দেখার সময় ত নাই;
এখন ওরা যতই গর্জ্জাবে ভাই,
তন্দ্রা ততই ছুট্‌বে—
মোদের তন্দ্রা ততই ছুট্‌বে।
ওরা ভাঙ্গ্‌তে যতই চাবে জোরে
গড়্‌বে ততই দ্বিগুণ করে;
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা,
ততই যে ঢেউ উঠ্‌বে—
ওরে ততই যে ঢেউ উঠ্‌বে।
তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু,
জেগে আছেন জগৎ প্রভু;
ওরা ধর্ম্ম যত দল্‌বে, ততই
ধূলায় ধ্বজা লুঠ্‌বে—
ওদের ধূলায় ধ্বজা লুঠ্‌বে।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ভৈরবী।

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মা গো,
তোমায় ভালবেশে।
জানিনে তোর ধন রতন
আছে কি না রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে।
কোন বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে উঠে রে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো,
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদ্‌ব নয়ন শেষে।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

(সান্ধ্য সমিতিতে গেয়)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সন্ধ্যা সমীরে ধীরে ধীরে একটি দিবস পালায় রে।
অতীত তিমিরে সিন্ধু গভীরে চঞ্চল জীবন মিশায় রে।
নব নব আশা, নূতন পিয়াসা, জাগিবে হৃদয়ে রে,—
নব শকতি বলে সঁপিব সকলে, জীবন স্বদেশ সেবায় রে!
আজি শুভদিনে সুখ সন্‌মিলনে, কত সুখ কত প্রীতি রে,
আজি ভাই ভাই মিলি   দিব প্রীতি কোলাকুলি
ত্যজি সব অন্তর রে,—
ত্যজি সব আশা সুখ পিপাসা, দিব পরম চরণে,
আজি যেই ভাবে মিলিয়াছি সকলে,
বিধি যেন এমনি মিলায় রে!
শ্রীরজনী কান্ত সেন।

বাউলের সুর।

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা!
তোমাতে বিশ্বময়ীর
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা।

তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামল বরণ কোমলমূর্ত্তি
মর্ম্মে গাঁথা।
তোমার কোলে জনম আমার,
মরণ তোমার বুকে ;
তোমার 'পরেই খেলা আমার
দুঃখে সুখে।
তুমি অন্নমুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা
মাতার মাতা।
অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা,
তবু, জানিনে যে কি বা তোমায়
দিয়েছি মা !
আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে,
ওমা বৃথা আমায় শক্তি দিলে
শক্তিদাতা !

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ঝিঁঝিট—একতালা।

বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান!

বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান!

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান!

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক
এক হউক হে ভগবান!

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

আসোয়ারী—ঝাঁপতাল।

জাগো সকলে (এবে) অমৃতের অধিকারী।
নয়ন খুলিয়ে দেখ করুণা-নিধান, পাপতাপহারী
পূরব অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রচারে
বিহগ যশ গায় তাঁহারি॥
হৃদয়-কপাট খুলি দেখরে যতনে,
প্রেমময় মূরতি জন-চিত্তহারী;
ডাকো রে নাথে, বিমল প্রভাতে,
পাইবে শান্তির বারি॥
শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর

ললিত—আড়া।

অয়ি সুখময়ি উষে! কে তোমারে নিরমিল?
বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল?
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখাল এই হাসি, কেবা সে যে হাসাইল?
ভুবন মোহিত করি গাহিছ বিপিনে কারে
বল কে সে, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যারে?
কমল নয়ন মেলি কার পানে চেয়ে আছ,
কার তরে ঝরিতেছে প্রেম-অশ্রু নিরমল?

এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন,
তব দরশন মাত্র পাইল নব-জীবন;
বারেক আমারে তুমি দেখাও দেখাও দেখি তাঁরে,
হেন সঞ্জীবনী শক্তি যে তোমারে প্রদানিল ?
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

আলেয়া - কাওয়ালী।

অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলনারে তাঁয়।
থাকিলে তাঁহার সঙ্গে পাপ তাপ দূরে যায়।
হৃদয়ের প্রিয়ধন তাঁর সমান কে,
সেই সখা বিনে সুখ শান্তি দিবে কে তোমায় ?
ধন জন জীবন সব তাঁরি করুণা,
তাঁর করুণা মুখে বলা নাহি যায়;
এত যাঁর করুণা তাঁরে কি ভুলিবে,
তাঁরে ছাড়িয়ে ভব-সাগরে ত্রাণ কোথায় ?
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সুরটমল্লার—একতালা।

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে,
ভ্রম কেন অকারণে ?

আসোয়ারী—ঝাঁপতাল।

জাগো সকলে (এবে) অমৃতের অধিকারী।
নয়ন খুলিয়ে দেখ করুণা-নিধান, পাপতাপহারী।
পূরব অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রচারে
বিহগ যশ গায় তাঁহারি॥
হৃদয়-কপাট খুলি দেখরে যতনে,
প্রেমময় মূরতি জন-চিত্তহারী;
ডাকো রে নাথে, বিমল প্রভাতে,
পাইবে শান্তির বারি॥
শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ললিত—আড়া।

অয়ি সুখময়ি উষে! কে তোমারে নিরমিল?
বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল?
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখাল এই হাসি, কেবা সে যে হাসাইল?
ভুবন মোহিত করি গাহিছ বিপিনে কারে
বল কে সে, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যারে?
কমল নয়ন মেলি কার পানে চেয়ে আছ,
কার তরে ঝরিতেছে প্রেম-অশ্রু নিরমল?

এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন,
তব দরশন মাত্র পাইল নব-জীবন ;
বারেক আমারে তুমি দেখাও দেখাও দেখি তাঁরে,
হেন সঞ্জীবনী শক্তি যে তোমারে প্রদানিল ?

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

আলেয়া—কাওয়ালী।

অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলনারে তাঁয়।
থাকিলে তাঁহার সঙ্গে পাপ তাপ দূরে যায়।
হৃদয়ের প্রিয়ধন তাঁর সমান কে,
সেই সখা বিনে সুখ শান্তি দিবে কে তোমায় ?
ধন জন জীবন সব তাঁরি করুণা,
তাঁর করুণা মুখে বলা নাহি যায় ;
এত যাঁর করুণা তাঁরে কি ভুলিবে,
তাঁরে ছাড়িয়ে ভব-সাগরে ত্রাণ কোথায় ?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সুরটমল্লার—একতালা।

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে,
ভ্রম কেন অকারণে ?

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ,
সব তোর পর কেহ নয় আপন,
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন,
ভুলিছ আপন জনে ?
সত্যপথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন
গোপনে অতি যতনে ;
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ,
পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোষণ,
পরম যতনে রাখ সে প্রহরী
শম দম দুইজনে ॥
সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শ্রান্ত হ'লে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথ ভ্রান্ত হ'লে সুধাইবে পথ,
সে পান্থ-নিবাসীগণে ;
যদি দেখ পথে ভয়ের আকার,
প্রাণ পণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথের রাজার প্রবল প্রতাপ,
শমন ডরে যাঁর শাসনে ॥

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী

কেদারা—কাওয়ালী।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।
অনিত্য যে দেহ মন জেনে কি জান না।
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবার ভাবিলে না।
এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তমোগুণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না॥

রাজা রামমোহন রায়।

বিভাস—আড়াঠেকা।

তুমি কার কে তোমার কারে বলরে আপন।
মহামায়া নিদ্রাবসে দেখিছ স্বপন।
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।
তেমতি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পলাবে তারা কে করে বারণ॥
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ,
কোথা বা রহিবে তব প্রাণ-প্রিয় জন।
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন॥

রাজা রামমোহন রায়।

রামকেলি—আড়া।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে ;
তথাপি বিষয়ে মত্ত সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হলো এত,
বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুজনে॥
এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধন জন বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দর্শনে।
অতএব নিরন্তর চিন্ত সত্য পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হ'লে কি ভয় মরণে॥

রাজা রামমোহন রায়।

রামকেলি—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ
দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিম-কলেবর ;
অতএব সাবধান ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর॥

রাজা রামমোহন রায়।

কেদারা—চৌতাল।

যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে ?
ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দ রসপান,
প্রীতি ব্রহ্মে যার সেই জাগে।
ধন্য সাধু সুখী সেই, যে আপন মন-আসনে,
রাখিতে তাঁরে পারে।
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, পাপ ত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া,
যাঁর, তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুরবী—আড়া।

অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সরল ব্যাকুল অন্তরে।
হৃদয়ের ধন সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে।
এই যে সংসার ধাম, নহে নিরাপদ স্থান,
যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমেষে হরণ করে।
মুক্তিপথে নিরন্তর, হও সবে অগ্রসর,
সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য পশ্চাতে চেওনা ফিরে॥

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

পুরবী—আড়া।

দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন।
উত্তরিতে ভব-নদী করেছ কি আয়োজন!
আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখনা তায়,
ভুলিয়ে মোহ মায়ায়, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান।
নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও,
ভব কর্ণধার যিনি, পাপ-সন্তাপ-হরণ॥

রাজা রামমোহন রায়।

বাহার—ঝাঁপতাল।

অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি।
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা;
সকল তরু রাজি ফুল ফলে গাওরে।
বিহঙ্গকুল গাও আজি মধুরতর তানে।
গাও জীব জন্তু আজি যে আছ যেখানে;
জগত পুরবাসী সবে গাও অনুরাগে।
মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে;
ডাক নাথ, ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি॥

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর

খাম্বাজ—চৌতাল।

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।
জ্যোতি যাঁর গগনে গগনে,
কীর্ত্তি ভাতি অতুল ভুবনে,
প্রীতি যার পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নবরাগে।
যাঁর নাম পরশ-রতন,
পাপ হৃদয়-তাপ-হরণ,
প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপে, ভকত হৃদয়ে জাগে;
অন্তহীন নির্ব্বিকার,
মহিমা যাঁর হয় অপার,
যাঁর শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি বচন হারে॥

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

মহিমা-জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা।

ভৈরব—কাওয়ালী।

তুমি কি গো পিতা আমাদের।
ওই যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের।
ওই যে নয়নে তব, অরুণ কিরণ নব,
বিমল চরণ তলে ফুল ফুটে প্রভাতের।

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

ওই কি স্নেহের রবে ডাকিছ মোদের সবে,
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়ে?
হৃদয়ের ফুল গুলি যতনে ফুটায়ে তুলি
দিবে কি বিমল করি প্রসাদ সলিল দিয়া?

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—পোস্তা।

আমার মন ভুলালে যে, কোথা আছে সে।
সে দেখে আমি দেখিনে, ফিরে চাই আশে পাশে।
পেলাম পেলাম দেখ্‌লাম তাঁরে
এই সে বলে ধরি যারে,
বুঝি সে নয় সে হ'লে পরে
আর কি মন ফিরে আসে?
বল্‌ দেখিরে তরুলতা,
জগৎজীবন আছেন কোথা,
তোরা পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা
তাই তোদের কুসুম হাসে?
বল্‌রে বল্‌ বিহঙ্গকুল,
তোরা কার প্রেমে হ'য়ে আকুল,
থেকে থেকে ডেকে ডেকে,
উড়ে যাস কার উদ্দেশে?

বল্ দেখিরে হিমাচল,
তুই কিসে এত সুশীতল,
ঝরিতেছে অশ্রুজল,
কার অনুরাগে মিশে ?
পেয়ে বুঝি রত্নবর
সিন্ধু নাম ধরেছিস্ রত্নাকর,
তাই উত্তাল তরঙ্গ তুলে,
নৃত্য করিস উল্লাসে ?
বিষ্ণু রাম চট্টোপাধ্যায়।

আশা—ঠুংরি।

দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী।
দুঃখ সুখে সমবন্ধু এমন কে, শোক-তাপ-ভয়হারী।
সঙ্কট পূরিত ঘোর ভবার্ণবে তারে কোন্ কাণ্ডারী ;
কার প্রসাদে দূর-পরাহত, রিপুদল-বিপ্লবকারী।
পাপদহন-পরিতাপ-নিবারী, কে দেয় শান্তির বারি,
ত্যজিলে সকলে অন্তিমকালে কে লয় কর প্রসারি ॥
শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর

আলেয়া—ঝাঁপতাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর প্রভু, হব নাক পথহারা।

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

যেথা আমি যাইনাক তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন-জলে ঢাল গো কিরণধারা।
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কুল-কিনারা।
কখনো বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি,
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাউলের স্থর—একতালা।

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।
তত্ত্ব তার না পাই বেদ পুরাণে॥
তুমি জনক কি জননী ভাই কি ভগিনী
হৃদয়-বন্ধু কিম্বা পুত্র কন্যা;
তোমার এ নহে সম্ভব (হে), এ কি অসম্ভব
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে (কিসের জন্য)॥
প্রভু, শাস্ত্রে শুনতে পাই আছ সর্ব্ব ঠাঁই
কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে;
তুমি হবে কেউ আমার (হে), আপনার হ'তে আপনার,
আপনার না হ'লে মন কি টানে (তোমার পানে)॥

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

পুরবী—একতালা ।

কোটি কণ্ঠ গাইছে তোমার অপার মহিমা লোক লোকান্তরে।
জয় জয় নাদে করিছে বন্দনা জড় জীব স্থির নর সমস্বরে।

অযুত অগণ্য রবি শশী তারা,
না পায়ে সন্ধান ঘু'রে হ'ল সারা,
ধূমকেতু যত হ'য়ে পথহারা,
ভ্রমে ব্যোমে ব্যোমে আকুল অন্তরে ॥
অনন্ত গগনে ঘন মেঘাবলী,
করে অন্বেষণ জ্বালিয়া বিজলী,
ভীম বজ্ররবে ডেকে ডেকে সবে
বেড়ায় কাঁদিয়া আকাশ উপরে ॥
ছুটিয়া ছুটিয়া ধায় নদ নদী,
স্ফীতবক্ষে কেঁদে উঠে মহোদধি
হিমানী গলিয়া পড়ে নিরবধি,
তোমা তরে গিরি কন্দরে কন্দরে ॥
বনে বনে ফিরে বিহগ দম্পতী,
তোমার বিরহে ওহে বিশ্বপতি,
ফুল ফল ডালি ল'য়ে বসুমতী,
দেয় ঢালি ওই চরণে সমাদরে ॥

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল।

প্রার্থনা ও পরিদেবনা।

ভৈরবী—একতালা।

তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক্ মোর, মোহ কালিমা ঘুচায়ে॥
লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানিনা কখন ডুবে যাবে কোন অকুল গরল পাথারে;
তুমি বিশ্ব-বিপদ-হন্তা, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণ-তলে নিয়ে এস মোর মত্ত বাসনা গুছায়ে।
আছ, অনলে অনিলে চির নভোনীলে, ভূধর সলিল গহনে,
আছ, বিটপি লতায় জলদের গায় শশী তারকায় তপনে,
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, বসে আঁধারে মরিগো কাঁদিয়ে,
দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে॥

শ্রীরজনী কান্ত সেন।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

অকূল ভব সাগরে তার হে তার হে।
চরণ তরি দেহি, অনাথ নাথ হে।
সন্তাপ নিবারণ, দুর্গতি বিনাশন,
দুর্দ্দিন তিমির হর, পাপ তাপ নাশ হে।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আমার মনের সাধ রহিল মনে।
মনে করি হেরি তারে, আঁখি ভরি হৃদ্-মাঝারে,
কেমন মোহ-আঁধার ঘেরে নয়নে।
মনে করি ভাবি তাঁরে ভুলিয়ে পাপ সংসারে,
সংসার ভাবনা আসি ফিরায় মনে।
কবে সেই প্রেম-শশী, উদিবেন হৃদে আসি,
উথলিবে সুখ-সিন্ধু ভাসায়ে প্রাণে।
কবে ভাসি আঁখি জলে, ডাকিব প্রাণেশ বলে,
সঁপে দিব প্রাণ মন ওই চরণে॥

আলেয়া—একতালা।

দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি শুদ্ধ প্রীতি,
তুমি মঙ্গল আলয়, (তুমি মঙ্গল আলয়)।
ধৈর্য্য দেহ বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ,
বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদ আশ্রয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—চৌতাল।

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে।
তাঁরে যেই হৃদি ধ্যায়ে সেই পায় অচল শরণ।

এক প্রথম তেজঃ সেই, একেরি অসংখ্য কিরণ,
কতই মঙ্গল জ্ঞান ধরম প্রীতি, কান্তি ছায় ভুবন।
গায় তাঁহারে সপ্তলোক, মধ্যে সেই বিশ্বালোক,
অন্ত কেহ নাহি পায়।
যাচি চরণারবিন্দ, দেহি মে কৃপা আনন্দ,
আর কার দ্বারে যাব, তুমি সবার দারিদ্র্যভঞ্জন॥
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আসাবরি—কাওয়ালী।

অনেক দিয়েছ নাথ, আমার বাসনা তবু পূরিল না;
দীন-দশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না;—
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না।
দিয়েছ জীবন মন প্রাণ প্রিয় পরিজন,
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর,
শ্যামশোভা ধরণী।
এত যদি দিলে সখা আরো দিতে হবে হে,
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না॥
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধুন—ঠুংরি।

অন্ধ জনে দেহ আলো, মৃত জনে দেহ প্রাণ।
তুমি করুণামৃত-সিন্ধু কর করুণা-কণা দান।

শুষ্ক হৃদয় মম, কঠিন পাষাণ সম,
প্রেম-সলিল ধারে, সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান॥
যে তোমারে ডাকে নাহে, তারে তুমি ডাক ডাক,
তোমা হ'তে দূরে যে যায়, তারে তুমি রাখ রাখ।
তৃষিত যে জন ফিরে, তব সুধা-সাগর তীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে সুধা করাও হে পান॥
তোমারে পেয়েছিনু যে, কখন হারানু অবহেলে,
কখন ঘুমাইনু হে, আঁধার হেরি আঁখি মেলে।
বিরহ জানাইব কায়, সান্ত্বনা কে দিবে হায়,
বরষ বরষ চলে যায়, হেরিনি প্রেম বয়ান—
দরশন দাও হে দাও হে দাও কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভজন—ঝাঁপতাল।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি প্রণমি চরণে তব,
প্রেম ভক্তি ভরে শরণ লাগি।
দুর্ম্মতি দূর করি শুভমতি দাও হে,
এই বরদান ভগবান মাগি।
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে,
ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে।

দীন-বৎসল তুমি তার নিজ সেবকে,
তব অভয় মূরতি ভয় নিবারে।
বিষয় মহার্ণবে মগন হয়ে ডাকিছে,
দীনহীনে প্রভু রাখো রাখো।
তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব-সঙ্কটে.
কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো॥
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিন্ধু—মধ্যমান।

আর কত দূরে সে আনন্দ ধাম ? (বল বল হে)।
যার তরে নিরবধি আকুল পরাণ।
কতবার মানস পটে দেখিলাম এই নিকটে
দেখিতে দেখিতে কোথায় হ'ল অন্তর্দ্ধান।
ক্রমে দিন হ'ল অন্ত, দেহ মন পরিশ্রান্ত.
তথাপি হ'লনা কিছু উপায় বিধান ;
তবে কি ইহ জীবন বিফলে হবে পতন,
কপট ক্রন্দনে দিন হবে অবসান।
কবে নাথ আনন্দ মনে, তোমার পুণ্য আশ্রমে,
দিবানিশি সাধুসঙ্গে করিব বিশ্রাম॥
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

কাফি—ঝাঁপতাল।

তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে ;
আর কেহ নাহি যে
বিপদ ভয় বারে, আঁধারে যে তারে।
এক তুমি অভয় পদ'জগত সংসারে,
কেমনে বল দীন জন ছাড়ে তোমারে ?
করিয়ে দুখ অন্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখনি মন আঁখি তব, জ্যোতি নেহারে ;
জীবন-সখা তুমি বাঁচি না তোমা বিনা,
তৃষিত মন প্রাণ মম ডাকে তোমারে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাফি—ঝাঁপতাল।

সুন্দর তোমার নাম, দীন শরণ হে !
বরিষে অমৃত ধার,
জুড়ায় শ্রবণ, ও প্রাণ রমণ হে !
এক তব নাম-ধন অমৃত-ভবন হে,
অমর হয় সেই জন যে করে কীর্ত্তন হে।
গভীর বিষাদ-রাশি নিমেষে বিনাশে,
যখনি তব নাম সুধা, শ্রবণে পরশে ;
হৃদয় মধুময়, তব নাম গানে,
হয় হে হৃদয় নাথ, চিদানন্দ ঘন হে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

কাফি—যৎ।

আমি হে তব কৃপার ভিখারী।
সহজে ধায় নদী সিন্ধু পানে,
কুসুম করে গন্ধ দান;
মন সহজে সদা চাহে তোমারে,
তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।
প্রাসাদ কুটীরে এক ভানু বিরাজে,
নাহি করে কোন বিচার,
তেমতি নাথ তোমার কৃপা হে, বিশ্বময় বিস্তার
অবারিত তোমার দুয়ার।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূলতান—আড়ঠেকা।

যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশা পথ নিরখিয়ে।
তুমি ত্রিভুবন-নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে।
হৃদয় কুটীর-দ্বার, খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার, এসে কি জুড়াবে হিয়ে।

বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

মূলতান—আড়া।

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম,
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম, কাঁপেছে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

খাম্বাজ জংলা—ঠুংরি।

দীনহীন জনে, পাপী পরাধীনে,
নাথ তোমা বিনে কে আর নিস্তারে।
তুমি দুঃখ বারী পাপ তাপ হারী
ভবের কাণ্ডারী, জগত প্রচারে।
তার নিজ গুণে পাপী তাপী জনে,
এসেছি তাই শুনে, তোমারি দুয়ারে।
কাটি মোহ পাশ, নাশি ভয় ত্রাস,
রক্ষ জগদীশ! ডাকি বারে বারে।

বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

গুজ্‌রাটী ভজন—একতালা।

কোথা আছ প্রভু!　　এসেছি দীনহীন,
আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে।
অতি দূরে দূরে　　ভ্রমিছি আমি হে,
প্রভু প্রভু বলে ডাকি কাতরে।
সাড়া কি দিবে না,　　দীনে কি চাবে না
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে?
পথ যে জানিনে　　রজনী আসিছে
একেলা আমি যে এ বন মাঝারে;
জগত-জননী　　লহ লহ কোলে,
বিরাম মাগিছে ভ্রান্ত শিশু এ,
পিয়াও অমৃত　　তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে।
ত্যজি যে তোমারে　　গেছিল চলিয়ে,
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে,
আর সে যাবে না　　রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে।
এস তবে প্রভু!　　স্নেহ নয়নে,
এ মুখ পানে চাও ঘুচিবে যাতনা,
পাইব নব বল　　মুছিব অশ্রুজল,
চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড় হংস-সারঙ্গ—চৌতাল।

(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন
দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ, তাঁর জগত-মন্দিরে।
অনাদি কাল অনন্ত গগন, সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন, আনন্দ নন্দ নন্দ রে।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি,
পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ, কতই গন্ধ, কত গীত কত ছন্দ রে।
বিহগ গীত গগন ছায়, জলদ গায়, জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায় গাহে গিরিকন্দরে।
কত কত শত ভকত প্রাণ
হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহ বন্ধরে।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আশা-ভৈরবী—ঠুংরি।

বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
উর্দ্ধমুখে নরনারী।

না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ,
না থাকে শোক পরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সরল হোক্,
বিঘ্ন দাও অপসারি।
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান অভিমান,
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে,
জয় জয় হৌক তোমারি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাফি—একতালা।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে,
তোমারে দেখিতে দেয় না।
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে,
তোমায় যবে পাই দেখিতে;
হারাই হারাই সদা হয় ভয়,
হারাইয়ে ফেলি চকিতে।
কি করিলে বল পাইব তোমারে,
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে,
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ,
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

আর কারো পানে চাহিব না আর
করিব হে আমি প্রাণ-পণ,
তুমি যদি বল এখনি করিব,
বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আশা—ঠুংরি।

বলিহারী তোমার চরিত মনোহর, গায় সকল জগতবাসী।
প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণনিধান পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী।
না ছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি,
ঘোর দিগন্ত প্রসারি;
ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল,
জয় জয় মহিমা তোমারি।
রবি চন্দ্রোপরি জ্যোতি তোমার হে,
আদি জ্যোতি কল্যান;
জগত পিতা, জগত পালক,
তুমি সর্ব্বমঙ্গল-নিদান॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূলতান—আড়াঠেকা।

না চাহিতে দিয়েছ সকল। (বিভু !)
এই যে ইন্দ্রিয়গণ সাধিতেছে প্রয়োজন,
দিয়েছ প্রার্থনা বিনা উপযুক্ত বুদ্ধিবল।
সঞ্চার না হ'তে আমি, সৃজন করিলে তুমি,
মাতার হৃদয়ে স্তন, মধুর অনিল জল।
না গড়িতে এ রসনা, গড়িলে সুমিষ্ট নানা,
ফল শস্য যত কিছু নিবারিতে ক্ষুধানল।
এ পাষাণ অন্তরে, তোমারে পাবার তরে,
অযাচিত কৃপাগুণে রোপিয়াছ জ্ঞান বল

ভৈরবী বিভাস—একতালা।

ওহে দীননাথ কর আশীর্ব্বাদ,
এই দীনহীন দুর্ব্বল সন্তানে।
যেন এ রসনা, করে হে ঘোষণা,
সত্যের মহিমা জীবনে মরণে।
তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি,
চিরভৃত্য হ'য়ে রব আজ্ঞাকারী ;
নির্ভয় অন্তরে, বল্‌ব দ্বারে দ্বারে,
মহাপাপী তরে দয়াল নামের গুণে।

অকপট হৃদে তোমারে সেবিব,
পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব ;
যা হবার তাই হবে, প্রাণ যায় যাবে,
তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ এ জীবনে।
নিত্য সত্যব্রত করিব পালন,
মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন,
ভয়-বিপদকালে, ডাক্‌ব পিতা বলে,
লইব শরণ ওই অভয় চরণে ।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ।

মিশ্র জয়জয়ন্তী—একতালা ।

তুমি বন্ধু তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার।
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার।
তুমিই ত আনন্দ লোক,
জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ হরণ তোমার চরণ, অসীম শরণ দীন জনার ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

কাফি—যৎ।

তার তার হরি দীনজনে।
ডাক তোমার পথে করুণাময়,
পূজন-সাধন-হীন জনে।
অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ,
পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ,
মরণ মাঝারে শরণ দাও হে,
রাখ এ দুর্ব্বল ক্ষীণ জনে।
ঘেরিল যামিনী নিভিল আলো,
বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো,
পথ নাহি প্রভু পাথেয় নাহি,
ডাকি তোমারে প্রাণপণে।
দিক্‌হারা সদা মরি যে ঘুরে,
যাই তোমা হ'তে দূর সুদূরে,
পথ হারাই রসাতল পুরে,
অন্ধ এ লোচন মোহ ঘনে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ললিত—আড়া।

শান্তি-নিকেতন ছাড়ি, কোথা শান্তি পাবে বল।
সংসারে শান্তির আশা, মরীচিকায় যথা জল।

কভু সুখ পারাবার, কভু হয় হাহাকার,
জীবন যৌবন ধন, সকলই অতি চঞ্চল।
আজ পুত্রের আলিঙ্গন, কা'ল তারে বিসর্জ্জন,
আজ প্রিয় প্রেমালাপ, কাল বিলাপ কেবল;
সংসারের এই দশা, কোথায় শান্তির আশা,
শান্তি সুখ চাহ যদি, সেই আনন্দ-ধামে চল।

———

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

যদি এক বিন্দু প্রেম পাই, (প্রেমসিন্ধু হে !)
তবে কি তোমারে ছেড়ে আর কোথা যাই।
থাকি চিরদিন তোমার অধীন,
ধন মান সম্ভ্রম কিছু নাহি চাই।
সকলি সহিতে, অসাধ্য সাধিতে,
পারি তব প্রসাদে কিছু না ডরাই।
সংসার-বন্ধন, করিয়ে ছেদন,
আনন্দে নিশিদিন তব গুণ গাই॥

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

———

আলেয়া—যৎ

আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে।
যদি ডাকে সে একবার আমায় কাতর প্রাণে।

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

দিবানিশি জেগে থাকি,
আমায় কখন কে ডাকে তাই দেখি,
শুনিলে ক্রন্দন আর থাক্‌তে পারিনে।
কে কোন্‌ ভাবে চায় আমারে,
আমি জানি সব থেকে অন্তরে,
কপট বিলাপে অনুতাপে ভুলিনে।
অহঙ্কারী পাপী যারা,
আমার দেখা পায় না তারা,
দীন জনের বন্ধু আমি সকলে জানে॥
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

আশা—ঠুংরী।

জগত পিতা তুমি বিশ্ব বিধাতা!
আমরা তোমারি, কুমার কুমারী,
তুমি হরি সব সুখ দাতা।
রাজরাজেশ্বর সর্ব্ব-ভুবনপতি,
পতিত-পাবন দীনবন্ধু,
অনাথ-গতি তুমি, অনাদি ঈশ্বর,
করুণা কর কৃপাসিন্ধু।
সঙ্কট-মোচন, অভয় চরণ তব,
বন্দে সুর-নর-বৃন্দে;
জনম দিয়েছ যদি, শরণ দিতে হবে,
শীতল চরণার বৃন্দে॥

আশা-ভৈরবী—ঠুংরি।

মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেম-সুধা,
চলরে ঘরে লয়ে যাই।

সেথা যে কত লোক, পেয়েছে কত শোক,
তৃষিত আছে কত ভাই;
ডাকরে তাঁর নামে, সবারে নিজধামে,
সকলে তাঁর গুণ গাই।

দুখি কাতর জনে, রেখ রে রেখ মনে,
হৃদয়ে সবে দেহ ঠাঁই।

সতত চাহি তাঁরে ভোলরে আপনারে,
সবারে কররে আপন;
শান্তি আহরণে, শান্তি বিতরণে,
জীবন কররে যাপন।

এত যে সুখ আছে, কে তাহা শুনিয়াছে,
চলরে সবারে শুনাই,—
বলরে ডেকে বল "পিতার কাছে চল,
হেথায় শোক তাপ নাই।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিশ্র কেদারা—একতালা।

যাদের চাহিয়া তোমারে ভূলেছি,
তারা ত চাহেনা আমারে।
তারা আসে তারা চলে যায় দূরে,
ফেলে যায় মরু মাঝারে।
দুদিনের হাসি দুদিনে ফুরায়
দীপ নিভে যায় আঁধারে।
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন,
ডেকে ডেকে মরি কাহারে।
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই,
আপনার মন ভুলাতে,
শেষে দেখি হায় সব ভেঙ্গে যায়,
ধূলা হ'য়ে যায় ধূলাতে ;
সুখের আশায় মরি পিপাসায়,
ডুবে মরি দুখ পাথারে ;
রবি শশী তারা কোথা হয় হারা,
দেখিতে না পাই তোমারে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী।

আর—

কত দূরে আছ, প্রভু, প্রেম পারাবার,
শুনিতে কি পাবে মৃদু বিলাপ আমার ?
তোমারি চরণ আশে, ধীরে ধীরে নেমে আসে,
ভকতি প্রবাহ, দীন ক্ষীণ জলধার।
কঠিন বন্ধুর পথ, পলে পলে বাধা শত'
অচল হইয়া, প্রভু, পড়ে বার বার !
নীরস নিঠুর ধরা, শুষে লয় বারি-ধারা,
কেমনে দুস্তর মরু হ'য়ে যাবে পার ?
বড় আশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে,
এক বিন্দু বারি দিবে চরণে তোমার;
পরিশ্রান্ত পথহারা, নিরাশ দুর্ব্বল ধারা—
করুণা-কল্লোলে, তারে ডাক একবার !

শ্রীরজনী কান্ত সেন।

ইমনকল্যান—তেওরা।

সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ,
দুখ জ্বালা সেই পাশরে,
সব দুখ জ্বালা সেই পাশরে।

তোমার জ্ঞানে, তোমার ধ্যানে,
তব নামে কত মাধুরী,
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে,
প্রভু, তুমি জানাও যারে সেই জানে।
শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

ভীমা-ভৈরবী—একতালা।
আমায় দে মা পাগল ক'রে।
আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।
নূতন বিধানের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,
ওগো ভক্তচিত্ত-হরা, ডুবাও প্রেম-সাগরে।
তোমার পাগ্‌লা গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ ভরে ;
ঈশা মুষা শ্রীচৈতন্য, প্রেম ভরে অচৈতন্য,
হায়! কবে হব মা ধন্য মিশে তার ভিতরে॥
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝ্‌তে পারে ;
তুমি প্রেমে উন্মাদিনী, পাগলের শিরোমণি,
প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে॥
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

ভৈরবী—একতালা।

তোমারি ইচ্ছা হৌক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে জেনেও জানিনে,
ঐ মঙ্গল-রূপ ভুলি তাই শোক সাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভা সুখ পূর্ণ,
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা অনুগামী।
মোহ-বন্ধ ছিন্ন কর কঠিন আঘাতে,
অশ্রু-সলিল-ধৌত হৃদয়ে থাক দিবস-যামী।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সিন্ধু বিজয়—তেওরা।

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব্ব শোভন, ভব-জলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়।
শোক তাপিত জন সবে চল,
সকল দুঃখ হবে মোচন ;
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে,
প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ
না জানি কি ধ্যানে মগন ;

স্তিমিত লোচন কি অমৃত রস,
পানে, ভুলিল চরাচর।
কি সুধাময় গান গাহিছে সুরগণ,
বিমল বিভুগুণ বন্দনা,
কোটি চন্দ্র তারা উলসিত,
নৃত্য করিছে অবিরাম॥
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সিন্ধু—পোস্তা।

আর কারে ডাক্‌ব মা গো,
ছেলে কেবল মাকে ডাকে।
আমি এমন ছেলে নই মা তোমার,
ডাক্‌বো মা গো যাকে তাকে।
শিশু যে 'মা' বই বলে না,
মা বই ত শিশু জানে না,
মা ছাড়া কভু থাকে না,
আমি থাক্‌বো দেখে কাকে।
জগত জননী হও, পুত্র ভার মাগো লও,
মাগো আব্দার সও, তাইতো তনয় তোমায় ডাকে।
মা যদি সন্তানে মারে, শিশু কাঁদে মা মা করে,
ঠেলে দিলে গলা ধরে, কাঁদে মা যত বকে॥
মহারাজা মহাতাপ চন্দ্র বাহাদুর।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ওহে ভক্তসখা হরি ভগবান।
প্রেম-পিপাসু দীন জনে কর প্রেম দান।
প্রেমসিন্ধু তুমি লীলা-রসময়, পরাণ-বল্লভ সর্ব্ব রসাশ্রয়,
তব প্রেম বিনা এ হৃদয় পাষাণ সমান।
যে প্রেমে গৌর-শশী, সুপুত্র ঈশা-মশি,
হারাইয়াছিল ভেদাভেদ জ্ঞান;
সেই প্রেম এক বিন্দু, পিয়াও করুণাসিন্ধু,
শত্রুকে ভালবাসিতে পারি যেন দিয়ে প্রাণ॥

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

ঝিঁঝিট—একতালা।

ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখরে মায়ের হাসি।
কিবা মৃদু মন্দ সুধাগন্ধ ঝরে তাহে রাশি রাশি।
অরূপ রূপের ছটা, বিচিত্র বরণ ঘটা,
ঘোরালো রসালো করে দিক আলো,
শোভা হেরে মন উদাসী।
কুসুমে প্রাণ পাগল করে, পরশে ত্রিতাপ হরে,
মা হাসে ফুলের ভিতরে, তাই ফুল এত ভালবাসি।

তরুকুঞ্জে পুষ্পবনে, নিরখিয়ে নিরঞ্জনে,
ভাসে যোগানন্দে, হাসে প্রেমানন্দে,
যোগী ঋষি তপোবনবাসী।
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

মূলতান—যৎ।

কেড়ে লও কেড়ে লও আমায়ে কাঁদায়ে।
হৃদয় নিভৃতে, নাথ, যাহা আছে লুকায়ে।
ধন জন যৌবন, পাপপূর্ণ এই মন,
যার লাগি যেতে নারি তোমার ঐ আলয়ে।
এ সব নাশ হে তুমি, কৃপাকরি হৃদয় স্বামী,
দাও হে জনমের মত, তব প্রেমে মাতায়ে॥
কালানাথ ঘোষ।

খাম্বাজ—একতালা।

তোমার গেহে পালিছ স্নেহে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমার দান, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে,
জনম দিয়েছ জননী ক্রোড়ে;
বেঁধেছ সখার প্রণয়-ডোরে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।

তোমার বিশাল বিপুল ভবন,
করেছ আমার নয়ন লোভন,
নদী গিরি বন সরস শোভন, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
হৃদয়ে বাহিরে স্বদেশে বিদেশে,
যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
জনম মরণে শোকে আনন্দে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কীর্ত্তন।

ওহে জীবন বল্লভ, ওহে সাধন দুর্ল্লভ!
আমি মর্ম্মের কথা অন্তর ব্যথা, কিছুই নাহি কব;
শুধু জীবন মন চরণে দিনু, বুঝিয়া লহ সব;
আমি কি আর কব।
এই সংসার-পথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে, প্রেম-মূরতি তব;
আমি কি আর কব।
আমি সুখ দুঃখ সব তুচ্ছ করিনু, প্রিয় অপ্রিয় হে;
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব;
আমি কি আর কব।
অপরাধ যদি করে থাকি পদে, না কর যদি ক্ষমা,
তবে পরাণ-প্রিয় দিয়ো হে দিয়ো, বেদনা নব নব;
আমি কি আর কব।

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

তবু ফেলনা দূরে দিবস শেষে ডেকে নিয়ো চরণে,
তুমি ছাড়া আর কি আছে আমার, মৃত্যু আঁধার ভব ;
আমি কি আর কব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আনন্দ-ভৈরবী—কাওয়ালী।

এস হে গৃহ-দেবতা,
এ ভবন পুণ্য প্রভাবে কর পবিত্র।
বিরাজ জননী সবার জীবন ভরি'
দেখাও আদর্শ মহান্ চরিত্র।
শিখাও করিতে ক্ষমা, কর হে ক্ষমা,
জাগাইয়ে রাখ মনে তব উপমা,
দেহ ধৈর্য্য হৃদয়ে,
সুখে দুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত।
দেখাও রজনী দিবা, বিমল বিভা,
বিতর পুরজনে শুভ্র প্রতিভা,
নব শোভা কিরণে,
কর গৃহ সুন্দর রম্য বিচিত্র।

সবে কর প্রেমদান পূরিয়ে প্রাণ,
ভুলায়ে রাখ সখা, আত্ম-অভিমান,
সব বৈরী হবে দূর,
তোমার চরণ করি জীবন মিত্র।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইমন—তেওরা।

তোমারি রাগিনী জীবন-কুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!
তোমারি আসন হৃদয়-পদ্মে,
রাজে যেন সদা রাজে গো!
তব নন্দন-গন্ধ-নন্দিত ফিরি সুন্দর ভুবনে,
তব পদ-রেণু মাখি ল'য়ে তনু,
সাজে যেন সদা সাজে গো!
সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গল মন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে তব সঙ্গীত ছন্দে,
তব নির্ম্মল নীরব হাস্য হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব,
লাজে যেন সদা লাজে গো!
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জিলক্‌-বারোঁয়া—সুরফাঁকতাল।

প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর,
তুমি দেহ মোরে কথা, তুমি দেহ মোরে সুর।
তুমি যদি থাক মনে বিকচ কমলাসনে,
তুমি যদি কর প্রাণ, তব প্রেমে পরিপূর।
তুমি দেহ মোরে কথা, তুমি দেহ মোরে সুর।
তুমি শোন যদি গান আমার সম্মুখে থাকি,
সুধা যদি করে দান তোমার উদার আঁখি।
তুমি যদি দুখ'পরে রাখ কর স্নেহভরে,
তুমি যদি সুখ হ'তে দম্ভ করহ দূর!
তুমি দেহ মোরে কথা তুমি দেহ মোরে সুর!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা।

কোথা তুমি কোথা তুমি বিশ্বপতি!
বৃথা বিশ্বময় খুঁজে বেড়াই।
তারা বলে সব দেখেছে তোমারে,
আমি কই নাহি দেখিতে পাই
সিংহশিশু করে মেষ-রক্তপান
বলী বলহীনে করে অপমান,
তুমি সর্ব্বশক্তি, তুমি ন্যায়বান,
দূরে কি বসিয়ে দেখিছ তাই।

ধনীর আস্পর্দ্ধা, কপটের জয়,
ধর্ম্মের পতন তবে কেন হয় ;
তুমি যদি প্রভু দেব দয়াময়,
এ নিয়ম তরে তবে কে দায়ী ?
তার চেয়ে বলি শোক দুঃখ জরা
পীড়ন পেষণ অবিচার ভরা,
আপনি চলেছে অরাজক ধরা
এ রাজ্যের রাজা কেহ ত নাই।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

ভৈরবী—একতালা।

বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি
সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি।
সরল সুপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব্ব দমিতে, খর্ব্ব করিতে কুমতি।
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে, জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে, চিত্তের চির-বসতি ;
তব কাজ শিরে বহিতে, সংসার-তাপ সহিতে,
ভব কোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি।

তোমার বিশ্বছবিতে, তব প্রেমরূপ লভিতে,
গ্রহ তারা শশী রবিতে, হেরিতে তোমার আরতি ;
বচন মনের অতীতে, ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভ ক্ষতিতে, শুনিতে তোমার ভারতী ॥
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—একতালা।

সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ,
তখনো, হে নাথ, প্রণমি তোমায়, গাহি বসে তব গান।
অন্তরযামী, ক্ষম সে আমার, শূন্য মনের বৃথা উপহার,
পুষ্প-বিহীন পূজা আয়োজন, ভক্তি বিহীন তান।
ডাকি তব নাম শুষ্ককণ্ঠে, আশা করি প্রাণপণে,
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা, যদি নেমে আসে মনে ;
সহসা একদা আপনা হইতে, ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
এই ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান ॥
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুরবী—একতালা।

ঘাটে বসে আছি আন্‌মনা, যেতেছে বহিয়া সুসময় ;
সে বাতাসে তরী ভাসাব না, যাহা তোমা পানে নাহি বয়।

দিন যায় ওগো দিন যায়, দিনমণি যায় অস্তে,
নিশার তিমিরে দশদিক ঘিরে, জাগিয়া উঠিছে শতভয়।
ঘরের ঠিকানা হ'ল না গো, মন করে তবু যাই যাই,
ধ্রুবতারা তুমি যেথা জাগো, সে দিকের পথ চিনি নাই।
এতদিন তরী বাহিলাম, সে সুদূর পথ বাহিয়া,
শতবার তরী ডুবু ডুবু করি, সে পথে ভরসা নাহি পাই।
তীর-সাথে হের শত ডোরে, বাঁধা আছে মোর তরীখান,
রসি খুলে দেবে কবে মোরে, ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।
কবে অকূলে খোলা হাওয়া, দিবে সব জ্বালা জুড়ায়ে,
শুনা যাবে কবে ঘন ঘোর রবে, মহা-সাগরের কলগান॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—একতালা।

খোল মা প্রকৃতি খোল মা দুয়ার
কর আবরণ উন্মোচন।
তোমার মন্দিরে তোমার ঈশ্বরে
করিব অর্চ্চন বন্দন।
লহরে লহরে তুলিয়া তান,
গাইছে বিহগ তাঁর গুণগান,
শুনিয়া সে গান, ভেসে যায় প্রাণ,
আর কি মানে বারণ?

প্রভাতী-কুসুমে ভরিয়া ডালি,
অরুণ-কনক-প্রদীপ জ্বালি,
পূজিছ যাঁরে দিবে কি মা তাঁরে
(আমার) ভক্তি-অশ্রু-চন্দন ?
কি জানি তাঁহারে কি বলে পূজিব,
কি ধ্যান ধারিব,
কি বর যাচিব, কিবা উপহার হবে যোগ্য তাঁর,
আমি দীন অকিঞ্চন—
দেবগণ যাঁর অন্ত নাহি পায়,
বলে "কোথা তুমি, কোথায়, কোথায় ?"
(বল) কোন্ ভাষায় কোন্ কথায়
(আমি) করিব তাঁর আরাধন !

কালীনাথ ঘোষ।

ছায়ানট—একতালা।

অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায়, তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায়, তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়।
নদী তট সম কেবলি বৃথাই,
প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া, ঢেউগুলি কোথা যায়

যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে,
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে,
তবে নাহি ক্ষয় সবি জেগে রয় তব মহামহিমায়।
তোমাতে রয়েছে শত শশী ভানু,
হারায় না কভু অণু পরমাণু,
আমারি ক্ষুদ্র হারাধনগুলি রবে না কি তব পায়॥

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

আলেয়া—যৎ।

(কীর্ত্তন ভাঙ্গা)

আমি এক মুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে!
আর কোন্ মা আছে, এমন ক'রে পালিতে জানে?
কি স্বদেশে, কি বিদেশে, মা আমার সর্ব্বদা পাশে,
প্রাণে ব'সে কহেন কথা মধুর বচনে।
আমি তো ঘোর অবিশ্বাসী, ভুলে থাকি দিবানিশি,
মা আমার সকল বোঝা বহেন যতনে।
এ অনন্ত সিন্ধুজলে, মা আমায় রেখেছেন কোলে,
কত শান্তি কত আশা দিতেছেন প্রাণে।
হায় আমি কি করিলাম, এমন মায়ে না চিনিলাম,
না সঁপিলাম প্রাণ-মন এমন চরণে॥

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

বাউলের সুর—একতালা।

কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় তাই।
আমি জেনেছি হে পাপী তাপীর
তোমা বিনা গতি নাই।

মনে সাধ বড় হে জীবনের জীবন,
সদা হৃদয়-মাঝে প্রেম-ফুলে নাথ পূজিব চরণ ;
ঘুচাও পাপের জ্বালা, পুরাও আশা,
তোমার গুণ নিয়ত গাই।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

শান্ত হ'রে মম চিত্ত নিরাকুল, শান্ত হ'রে ওরে দীন
হের চিদম্বরে, মঙ্গলে সুন্দরে, সর্ব্ব চরাচর লীন।
শুনরে নিখিল-হৃদয় নিস্পন্দিত,
শূন্যতলে উথলে জয়-সঙ্গীত,
হের বিশ্ব চির-প্রাণ-তরঙ্গিত, নন্দিত নিত্য নবীন।
নাশি বিনাশ বিকার বিশোচন,
নাহি দুঃখ সুখ তাপ ;
নির্ম্মল নিষ্ফল নির্ভয় অক্ষয়, নাহি জরাজ্বর পাপ।

চির আনন্দ বিরাম চিরন্তন,
প্রেম নিরন্তর, জ্যোতি নিরঞ্জন,
শান্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন, সান্ত্বন অন্তবিহীন ॥

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

আলেয়া-জয়জয়ন্তী—একতালা।

কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিনু হায়!
সীমান্ত-রেখা, নাহি যায় দেখা, সিন্ধুতে বিন্দু মিশায়।
অনন্তের টানে, অনন্তের পানে,
ধায় প্রাণ-নদী বাধা নাহি মানে,
বাঁধা আছি যার সনে প্রাণে প্রাণে, তাঁহারেই প্রাণ চায়।
সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
নিবিড় নিস্তব্ধ নীরব আঁধার,
তার মাঝে জ্যোতির্ম্ময় নিরাকার চমকে চপলাপ্রায়;
কেহ নাহি হেথা, তুমি আর আমি
অনন্ত বিজনে, হে অনন্ত-স্বামী,
কোথায় রাখিব, বল কি করিব, লইয়া আমি তোমায়!
কাঁপাইয়া মহানাদে বিশ্বধামে,
"আমি আছি" রব উঠে অবিরাম,
"তুমি আছ," "তুমি আছ প্রাণারাম"
আত্মারাম দেহ সায় ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরমার্থ সঙ্গীত।

খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা।

কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
কবে বলিতে হরিনাম শুনিতে গুণগ্রাম
অবিরাম নেত্রে ব'বে অশ্রুধার॥
কবে স্তুরসে রসিক হইবে রসনা
জাগিতে ঘুমাতে ঘুষিবে ঘোষণা,
কবে হব যুগল মন্ত্রে উপাসনা,
বিষয় বাসনা ঘুচিবে আমার॥
কত দিনে হবে সর্ব্বজীবে দয়া,
কত দিনে যাবে গর্ব্ব মোহ মায়া,
কতদিনে হ'বে খর্ব্ব মম কায়া,
নত হব লতা যে প্রকার;
কত দিনে হবে জ্ঞানোদয় মম,
কত দিনে যাবে কাম-ক্রোধ তম;
কতদিনে হব তৃণাদির সম,
রজেতে লুণ্ঠিত হব অনিবার॥

কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
কবে যাবে আমার ভরম সরম,
কবে যাবে আমার ধরম করম,
কতদিনে যাবে লোকাচার ;
কবে পরশমণি করব পরশন
লৌহ-দেহ আমার হইবে কাঞ্চন,
কতদিনে হবে দুঃখ বিমোচন,
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার ॥
কত দিনে শুদ্ধ হবে মম মন,
কবে যাবে আমার এ ভব ভ্রমণ,
কতদিনে যাব মধুর বৃন্দাবন,
যথা ইষ্ট নিষ্ঠ পরিবার ;
কতদিনে ব্রজের প্রতি কুলি কুলি
কাঁদিয়ে বেড়াব স্কন্ধে ল'য়ে ঝুলি,
কণ্ঠ কয় কবে পিব করতুলি.
অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনার ॥
নীলকণ্ঠ অধিকারী ।

কীর্ত্তন—একতালা ।

শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীচরণারবৃন্দ.
মকরন্দ পান কর মনোভৃঙ্গ ।
বিষয় কেতকী কাননে ভ্রম কি,
সেই বনে ভ্রম যে বনে ত্রিভঙ্গ ॥

বৃন্দাবন প্রেম-সরোবর মধ্য,
অনন্ত রূপিনী কোটি গোপী-পদ্ম,
পদ্মমধ্যে নীলপদ্ম রাধাপদ্ম,
ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা যাঁর মৃণাল-সঙ্গ ॥
ব্রজের মধুর কৃষ্ণ মধুর মূরতি
মধুর শ্রীমতী বামে বিহরতি,
রাখ রতি মতি ঐ মধুর ভাব প্রতি
মন মধুপুরে যেতে দিও না ভঙ্গ ;
গুন্ গুন্ স্বরে গাও রাধা-কৃষ্ণের গুণ,
মধু পাবে যাবে ভবের ক্ষুধাগুণ,
বাড়িবে সদ্‌গুণ, ত্যজিবে বিগুণ,
নির্গুণ গোবিন্দ গায় গুণ-প্রসঙ্গ ॥
গোবিন্দ অধিকারী।

মহর্ষি নারদ বীণার প্রতি

দেওগিরি—কাওয়ালী।

বিফলে দিন যায় রে বীণে, শ্রীহরি সাধনা বিনে।
অসার খলু সংসারে সারাৎসার নাম শুনা বীণে!
বৃথা গুণ গুণ রবে, কি গুণ গাও সগৌরবে,
নির্গুণে আর কে তারিবে, গুণাতীত গুণ বিনে?

জ্ঞান বীণে অনুরাগ, জ্ঞান কত রাগিনী রাগ,
ভক্তি রাগে যুক্তকর, রাগে যেন ঘটে বিরাগ;
মূলকথা শুন মন দিয়ে, মূলমন্ত্র মিশাইয়ে,
মূলতানে আলাপ করিয়ে, মজ বিশ্বমূল তানে॥
দীপক বাসনা জ্বলে, যেন জ্বলে প্রেমানলে,
নির্ব্বানে পাইবে মুক্তি, মল্লারে আনহ জলে;
ত্যজিয়ে মনের ভ্রান্তি, মিশাইয়ে জয়জয়ন্তী,
যখন জয় জলদ-কান্তি, জয় হবে যম নিদানে॥
মধুসূদন কিন্নর।

দেবগিরি—কাওয়ালী।

শোন্‌রে বীণে! কি শুন্‌বিনে, মোরে নাম কি শুনাবিনে?
ছেড়ে কুবোল সদাই কেবল, হরিবল বীণে! বল্‌বিনে।
যখন বন্ধন করবে তোরে
তারে তারে ডাকৃবি তাঁরে
জাননা ভব দুস্তরে, কে তারে আর তিনি বিনে?
যতন করে বীণে তোরে,
রেখেছি এই করে ক'রে,
চিন্‌লিনে সে বেণুকরে, যে দীনেরে কৃপা করে;
যারে ধ্যানে না পায় ভব,
বীণে, যদি তাঁরে ভাব,
সূদন বলে তবে ভব-পারে যেতে আর ভাবিনে॥
মধুসূদন কিন্নর।

খাম্বাজ—একতালা।

গাওরে মধুর নাম, করুণা-সিন্ধু ভক্তিধাম,
জীব-জীবন অনাদি কারণ, কেশব মধু-মথন শ্যাম।
নাচরে সকলে হরি হরি ব'লে, অনা'সে তরিবি এ ভব সলিলে,
শ্রীহরি-কাণ্ডারী দিবেন চরণ তরী,
(ঐ দেখ নাচে বাহু তুলে আয় বলে)
জাগরণে ধ্যানে শয়নে স্বপনে ভাবরে ভাবরে বঙ্কিম-ঠাম॥
বিশ্ব-পালন দুষ্ট-দলন, দারুণ শমন-ভয়-নিবারণ,
ভুল না রসনা, যাবে ভব যন্ত্রণা,
(এক বার হরি হরি বল বদনে)
ভাব সে শ্রীহরি মজ হরি প্রেমে, শ্রীহরি পুরাবেন মনস্কাম॥
শ্রীঅঘোর চন্দ্র আচার্য্য।

খাম্বাজ—একতালা।

নীল আকাশে ধীর বাতাসে কূজন ভাষে বিহাগ ভাষে।
ভাসিতে ভাসিতে বিভোর চিতে,
কোথা যাস পাখি, আয় না পাশে॥
মন পাখী মোর তোর মত রে,
ছড়াইতে চায় সুর কত রে,
কিন্তু নারে নয়ন ঝরে, বাঁধা মোহ আশা ফাঁসে॥
বলে দেরে পাখি, ফাঁস কাটে কিসে,

পরমার্থ সঙ্গীত।

মন পাখি পারে কিসে যেতে ভেসে,
না ভাসিলে পরে হরি হরি স্বরে,
মন মোর নারে যেতে হরি পাশে ॥

রাজকৃষ্ণ রায়।

ধানি-মিশ্র—একতালা।

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই,
কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই ॥
কে খেলায় আমি খেলিবা কেন,
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন.
এ কেমন ঘোর—হবে নাকি ভোর
অধীর অধীর যেমতি সমীর, অবিরাম গতি নিয়ত ধাই ॥
জানিনা কেবা এসেছি কোথায়,
কেনবা এসেছি কেবা নিয়ে যায়!
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায় হাসে কাঁদে গায়, এই আছে আর তখনি নাই ॥
কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল,—

পরমার্থ সঙ্গীত।

প্রবাহের বারি রহিতে কি পারি,
যাই যাই কোথা, কূল কি নাই?
করহে চেতন, কে আছে চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন?
যে আছ চেতন, ঘুমা'ওনা আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার;
কর তমো নাশ হও হে প্রকাশ—
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়, তব পদে তাই শরণ চাই

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

ভৈরবী—পোস্তা।

মন আমার দিন কাটালি. মূল খোয়ালি,
ভাল ব্যাসাত করলি ভবে!
একলা এলে, একলা যাবে, মুখ চেয়ে কার ঘুরছ তবে?
কে তুমি বল্‌ছো আমি
দেখ্‌ ভেবে আর ভাব্‌বি কবে,—
ভাঙ্গবে মেলা, ঘুচ্‌বে খেলা,
চিতার ছাই নিশানা রবে॥

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

ভৈরবী-মিশ্র—একতালা।

একই ঠাঁই চলেছি ভাই ভিন্ন পথে যদি ;
জীবন জলবিম্ব সম মরণ হ্রদ-হৃদি।

দুঃখ মিছে কান্না মিছে,
দুদিন আগে দুদিন পিছে,

একই সেই সাগরে গিয়ে, মিশিবে সব নদী।

একই ঘোর তিমির আছে ঘেরিয়া চারি ধারে,
জ্বলিছে দীপ নিভিছে দীপ সেই অন্ধকারে ;

অসীম ঘোর নীরবতায়,
উঠিয়া গীত থামিয়া যায়,

বিশ্বজুড়ি একই খেলা, চলেছে নিরবধি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা।

যত খেলা ছিল সকলি ফুরাল,
হিসাব নিকাশ কররে জীব।
সময় যে যায় ডাক বিধাতায়,
এ অন্তিমে যদি চাস রে শিব।
পিতা মাতা দারা সুতা সুতে রাখি,
যখনি মুদতে, হইবে দু-আঁখি,

রহিবে না ফাঁকি, হিসাবের বাকী,
ধনবান কিবা হো'স গরীব ॥
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

ভৈরবী—কার্‌ফা।

কি ছার! আর কেন মায়া? কাঞ্চন কায়া ত রবে না!
দিন যাবে দিন রবে না ত কি হবে তোর তবে,
আজ পোহালে, কা'ল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে?
সাধ কখনও মেটে না ভাই, সাধে পড়ুক বাজ;
বেলা বেলি চল্‌রে চলি, সাধি আপন কাজে।
কেউ কারু নয়, দ্যাখ না চেয়ে, কবে ফুট্‌বে আঁখি?
আপন রতন বেছে নে চল, হরি বলে ডাকি।
শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

প্রলয় বা গভীর সমাধি।

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর ॥
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম, ছবি বিশ্ব চরাচর।
অস্ফুট মন আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে,
উঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর।

ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ ;
সে ধারাও বন্ধ হ'ল শূন্যে শূন্য মিশাইল,
বাঙ্মনসোগোচরম্, বোঝে প্রাণ বোঝে যার ॥

স্বামী বিবেকানন্দ।

খাম্বাজ—চৌতাল।

স্মৃষ্টি।

এক, রূপ-অরূপ-নাম-বরণ-অতীত আগামী-কালহীন।
দেশহীন সর্ব্বহীন নেতি নেতি বিরাম যথায়।
সেথা হ'তে বহে কারণ ধারা,
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজলা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি, অহমহমিতি সর্ব্বক্ষণ।
সে অপার ইচ্ছা সাগর মাঝে
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ কতই শক্তি
কত গতি স্থিতি কে করে গণন ?
কোটি চন্দ্র কোটি তপন,
লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন,
করি দশদিক জ্যোতি মগন।

তাহে ওঠে কত জড় জীব প্রাণী,
জরা ব্যাধি দুঃখ জনম মরণ,
সেই সূর্য্য তারি কিরণ, যেই সূর্য্য সেই কিরণ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ।

বাউলের সুর।

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়।
ভক্ত হতে ইচ্ছা যার তার আগে শাক্ত হতে হয়।
শক্তি হইলে প্রকাশ, সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাশ,
মান অপমান বলিদান দিয়ে কর রিপুজয়।
রিপুজয় হ'লে হয় জ্ঞানের বৃদ্ধি,
তখন অনায়াসে হবে ভূতশুদ্ধি
সিদ্ধি হয় তখন, নইলে মন অ আ ই ঈ করতে হয়।
সিদ্ধি হ'লে মন বৈষ্ণব লক্ষণ,
তখন হিংসা আদি হবে রে বারণ,
বিবেকী যখন হবে মন তখন রে ভক্তির উদয়।
কাঙ্গাল বলিছে ভক্তি হয় যখন,
ওরে ভেদজ্ঞান না থাকে তখন,
যার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, সে জগত দেখে ব্রহ্মময় ॥

হরিনাথ মজুমদার।

ভজন—কাওয়ালী।

গাইয়ে গণপতি জগবন্দন।
শঙ্কর সুমন ভবানীকা নন্দন।
সিদ্ধি সদন গজবদন বিনায়ক,
কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভব-নায়ক।
মোদক প্রিয় মুদি মঙ্গল দাতা;
বিদ্যা-বারিধি বুদ্ধি বিধাতা।
মাঙ্গহি তুলসীদাস করজোরে,
বসহু রাম সিয়া মানসে মেরে।

তুলসীদাস ঠাকুর।

—

বিভাস-মিশ্র—কাওয়ালী।

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে।
তবে কি মা অমন ক'রে, তুমি লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌তে।
আমি নাম জানিনে, ডাক জানিনে,
জানিনে মা কোন কথা বল্‌তে;
তোমায় ডেকে দেখা পাইনে তাইতো,
আমার জনম গেল কাঁদ্‌তে।
আমি দুখ পেলে মা তোমায় ডাকি,
আবার সুখ পেলে চুপ করে থাকি ডাক্‌তে,
তুমি মনে বসে মন দেখ মা,
আমায় দেখা দেওনা তাইতে॥

ডাকার মত ডাকা শিখাও
না হয় দয়া করে দেখা দেও আমাকে,
আমি তোমার খাই মা তোমার পরি,
কেবল ভুলে যাই নাম করতে ॥
কাঙ্গাল যদি ছেলের মত,
তোমার ছেলে হ'ত, তবে পারতে জানতে,
কাঙ্গাল জোর করে কোল কেড়ে নিত,
নাহি সরতো বললে সরতে ॥
হরিনাথ মজুমদার।

বিভাস-মিশ্র—কাওয়ালী।

এত ভালবাস থেকে আড়ালে।
আমি কেঁদে মরি, ধরতে নারি
(তোমায়) দুটি হাত বাড়ালে।
ছিলাম যখন মার উদরে,
ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে হায়রে ;—
তখন আহার দিয়ে বাতাস দিয়ে,
তুমি আমারে বাঁচালে।
আবার যখন ভুমিষ্ট হইলাম,
মায়ের কোমল কোলে আশ্রয় পেলাম হায়রে ;
মায়ের স্তনের রক্ত হে দয়াময়,
তুমি ক্ষীর ক'রে যে দিলে ॥

দিলে বন্ধু বান্ধব দারা সুত,
ও নাথ এ সব কৌশল তোমারি ত হায়রে,
প্রভু ধন-ধান্য সহায় সম্পদ,
পেলাম তোমার কৃপাবলে ॥

নাথ, তোমার দয়ায় সকল পেলাম,
কিন্তু তোমায় এক দিন না দেখিলাম, হায়রে
তুমি কোথায় থাক কেন এসে,
আমি কাঁদ্‌লে কর কোলে ॥

আমি কাদ্‌লে বসে হতাশ হ'য়ে,
তুমি চোখের জল দাও মুছাইয়ে হায়রে,
আবার কথা ক'য়ে প্রাণের মাঝে,
কত উপদেশ দেও বোলে ॥

হরি, দেখা নাহি দিবে আমায়,
এই ইচ্ছা যদি ছিল তোমার হায়রে,
ও নাথ তবে কেন শাকের ক্ষেত,
তুমি দেখালে কাঙ্গালে ॥

কীর্ত্তন—একতালা।

চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।
অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।

পরমার্থ সঙ্গীত।

নবরাগে রঞ্জিত, কোটি-শশী-বিনিন্দিত,
বিজলি চমকে সেরূপ আলোকে,
পুলকে শিহরে জীবন ॥
হৃদি কমলাসনে, ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে প্রেম নয়নে অপরূপ প্রিয়দর্শন ;
চিদানন্দরসে ভক্তিযোগাবেশে হও রে চির-মগন ॥

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

বাউলের সুর—একতালা।

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর ;
ও তার থাকে না ভাই আত্মপর।
প্রেম এম্‌নি রত্নধন, কিছু নাইক তার মতন,
ইন্দ্রপদকে তুচ্ছকরে প্রেমিক হয় যে জন ;
ও সে হাস্যমুখে সদাই থাকে হৃদয় জুড়ে সুধাকর ॥
প্রেমিক চায়নাকো জাতি, চায়না সুখ্যাতি,
ভাবে হৃদয় পূর্ণ, হয়না ক্ষুণ্ণ, রট্‌লে অখ্যাতি,
ও তার হস্তগত সুখের চাবি, থাক্‌বে কেন অন্য ডর।
প্রেমিকের চাল্‌টে বে-আড়া, বেদ-বিধি ছাড়া,
আঁধার কোণে চাঁদ গেলে তার মুখে নাই সাড়া ;
ও সে চৌদ্দ-ভুবন ধ্বংস হলেও
আসমানেতে বানায় ঘর ॥

বাউলের সুর—একতালা।

সহজে হওয়া যায় না বৈরাগী।
ছেড়ে বিলাস বাসনা, বিষয় কামনা,
হ'তে হবে প্রেমানুরাগী।
হয়ে শান্ত দান্ত নির্ভয় নিশ্চিন্ত জিতেন্দ্রিয় পরম যোগী,
করে মহাযোগ সাধন (রে) আত্ম-বিসর্জ্জন,
ব্রহ্মলোভে হতে হয় লোভী।
আপনারে ভুলে, পরের মঙ্গলে,
থাকিতে হইবে উদ্যোগী;
জগতের সুখে আনন্দিত হ'য়ে,
নিজে হ'তে হবে সর্ব্বত্যাগী।

মূলতান—একতালা।

আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে,
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে, নানান্ মুনি বলে,
সংশয়ে তাই দুলিহে।
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কাণের কাছে সবাই করিছে বিবাদ,
শত লোকের শত বুলি হে।

কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি,
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
পাইনে চরণ-ধূলি হে।
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়,
আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব, এ কি হোল দায়,
একা যে অনেক গুলি হে।
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁধার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে
চরণেতে লহ তুলিহে।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

বাউলের স্থর।

হরি, দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা, জেনে বার্ত্তা, ডাক্‌ছি হে তোমারে।
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে,
(ওহে আমায় কি পার কর্‌বে নাহে)
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে।
শুনি কড়ি নাই যার, তুমি কর তারে পার,
আমি দীন ভিখারী নাইকো কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে।

পরমার্থ সঙ্গীত।

আমার পথের সম্বল, দয়াল নাম্‌টি কেবল,
(তাই দয়াল বলে ডাকি তোমায় হে)
ফিকির কেঁদে আকুল, পড়ে অকূল সাঁতারে পাথারে।

ফিকির চাঁদ।

সিন্ধু—মধ্যমান।

হরি তোমায় ভালবাসি কই!
কই আমার সে প্রেম কই।
যে যাহারে ভালবাসে, সে বাঁধা তার প্রেম-পাশে,
আমি যদি বাস্‌তাম্ ভাল, জানতাম্ না আর তোমা বই
আমার যে অশ্রুবিন্দু, তায় প্রেম নাই এক বিন্দু,
(আমি) সংসার পীড়নে কাঁদি
লোকের কাছে প্রেমিক হই

ভৈরবী-মিশ্র—আড়াঠেকা।

একটু আলো একটু আঁধার
একটু সুখ একটু ব্যথা।
না কহিতে হায় ফুরাইয়ে যায়,
একটু প্রাণের একটু কথা!

একটু হাসি একটু ক্রন্দন,
একটু হৃদির একটু স্পন্দন,
অম্‌নি শূন্য এ নাটিকা, পড়ে যবনিকা,
মরুভূমি ধূ ধূ যথা॥
শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

মূলতান—একতালা।

মুক্তি যদি চাও ভক্তি ভরে গাও,
নামে প্রাণ মাতাও দিবা বিভাবরী।
কর্ম্মসূত্রে এই কর্ম্মক্ষেত্রে এসে
কর্ম্ম কর সদা স্মরি হৃষিকেশে,
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে,
আনন্দ বদনে বল হরি হরি॥
শুদ্ধ মনে সদা শ্রীহরি-প্রসঙ্গে
কর আলাপন সাধুজন সঙ্গে,
এ জীবন-তরী হরি প্রেম-তরঙ্গে
ভাসাও দেখি দীন ধর্ম্ম-হাল ধরি॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কালী-বিষয়ক সঙ্গীত।

প্রসাদী-স্থর—একতালা।

মন তোমার ভাবনা কেনে,
একবার কালি ব'লে ব'সরে ধ্যানে।
জাঁকজমকে কর্‌লে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে,
তুমি লুকিয়ে তাঁরে কর পূজা জান্‌বে নারে জগজ্জনে॥
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে,
তুমি মনোমন্ন প্রতিমা গড়ি, বসাও হৃদি-পদ্মাসনে॥
আলচাল আর পাকাকলা, কাজ কিরে তোর আয়োজনে,
তুমি ভক্তি-স্থধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্ত কর আপন মনে॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কিরে তোর সে রোসনাইয়ে,
তুমি মনোময় মানিক্য জ্বেলে, দেও না জ্বলুক নিশিদিনে॥
মেষ মহিষ ছাগলাদি, কাজ কিরে তোর বলিদানে,
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে, বলি দেও ষড়-রিপুগণে॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোলে, কাজ কিরে তোর সে বাজনে,
তুমি জয় কালী বলি দেও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে॥

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী-সুর—একতালা।

মন তোমার ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না॥
ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জান না,
কেমনে দিতে চা'স বলি মেষ মহিষ আর ছাগলছানা॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা,
কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা।
জগতকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা,
কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়
আলোচাল আর বুট ভিজানা॥
জগত পালিছেন যে মা, সাদরে তাও কি জান না,
প্রসাদ বলে ও মূঢ় মন ঐ পদ কেন সার কর না।

রামপ্রসাদ সেন।

আলেয়া—একতালা।

তারিণি, দিলে না দিলে না দিন।
আমি তারা তারা তারা জপি সারাদিন।
নানা উপসর্গে দিন যায় মা দুর্গে
পরিবার বর্গের, পরিশোধে ঋণ॥
গেল না গেল না বিষয় বাসনা,
হ'ল না মলিনা পর উপাসনা,

শঙ্করী সর্ব্বাণী শিবে শিবাসনা,
রটে না রসনায় ভ্রমে একদিন ॥
দ্বিজদাস অভিলাষী এই তারা,
পূর্ণানন্দে পূর্ণ কর নয়ন তারা,
সদানন্দে রেখো সদানন্দ-দারা,
নিরানন্দ কারায় সারা হ'ল দীন ॥

বিপ্রদাস তর্কবাগীশ।

মূলতান—একতালা।

আয় মা সাধন সমরে।
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে ॥
আরোহণ করি পুণ্য-মহারথে,
ভজন পূজন দুটী অশ্ব জুড়ি তাতে,
দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান, ভক্তি ব্রহ্মবাণ
বসে আছি ধরে ॥
দেখ্‌বো আজি রণে, শঙ্কা কি মরণে,
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তিধন ;
বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী,
এবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত রসিক চন্দ্র বলে, মা তোমারই বলে,
জিনিব তোমারে সমরে ॥

রসিকচন্দ্র রায়।

কালাংড়া—ঠুংরি ।

আদর ক'রে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে ।
তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে ॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, (এস) তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি
রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে ডাকে ॥
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, তারে নিকট হ'তে দিও নাকো,
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, সে যেন সাবধানে থাকে ॥
কমলাকান্তের মন, ভাই আমার এক নিবেদন,
দরিদ্র পাইলে ধন, সে কি অন্যের স্থানে রাখে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ।

মূলতান—একতালা ।

মনের বাসনা যদি গাবে গান ।
যদি বোধ থাকে উদ্ভব লয়ের স্থান,
তবে ত্রাণ কর মা তারা বলে, তারা নামে ছাড় তান
বসন্তের হ'য়ো না বস, বাহার বিষম বিরস
নটখটে ক'র নারে যোগ তান,
অহং রাগ পরিহর, গৌরী আলাপন কর,
জয়-জয়ন্তী বল একবার জুড়াই প্রাণ,
ক্রমে শ্রীরাগ জন্মিবে হবে বাগীশ্বরীর অধিষ্ঠান ॥

দেশের মায়াতে মন ভূলনা রে মূলতান
কর সদা শঙ্করাভরণে ধ্যান,
ভৈরবে না দিবে বাদ, কামোদ কেদারে সাধ
উদয় হবে রে আপনি কল্যান,
তখন ব'লে তারা তারস্বরে কোমল হবে প্রাণ ॥

ছায়ানটের সভার এসে, আদর কেন মালকোষে
পরজে সদা কর আপন জ্ঞান,
ছাড় আসার ব্যবহার, হিন্দোলে ভুল না আর
ললিত আলাপে ধর তান,
এবার সিন্ধুতে পার পেলে পরে থাকেরে গোবিন্দের মান ॥

গোবিন্দ চন্দ্র চৌধুরী ।

টোরী-ভৈরবী—কাওয়ালী ।

কে সং সাজালে বল তাই শুনি। (আমার এমন মাকে)
মা যে শম্ভু রমণী, সংসার সংশয় সংহার কারিণী ;
শিবে শঙ্কটহরা সঙ্কোচ-ভয় দূরকরা,
স্বয়ং শঙ্করী তাই শঙ্কর-মরম-সঙ্গিনী ॥

স্বয়ং স্বয়ম্ভূ যাঁর স্বরূপ গঠিতে নারে,
সেই শম্ভুদারা গড়া কুম্ভকারে কি পারে,

কালী-বিষয়ক সঙ্গীত।

তুমি অন্নপূর্ণা মা, শ্মশানে শ্যামা,
কৈলাসেতে উমা তুমি বৈকুণ্ঠে রমা,
ধর বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণুরূপ,
সৃজন লয় পালনে।
তুমি জগতের মাতা, জগত জনানুগতা,
অনুগত জনের কৃপা-কল্প-লতা,
তুমি আধ রাধা আধ কৃষ্ণ
সাজিলে বৃন্দাবনে॥

কৃষ্ণানন্দ স্বামী

কাফি-সিন্ধু—কাওয়ালী।

তনয়ে তার তারিণী। (ও মা তারা)
ত্রিবিধ তাপে তারা, নিশিদিন হ'তেছি সারা,
বার বার বৃথা আর, কাঁদাও না অনিবার,
অধম তনয়ের দুঃখ নাশ দুঃখ-নাশিনী॥
রাঙ্গাফলে ভুলিব না মা আমি এবার,
খাইয়ে দেখেছি তার নাহি যে কোন সুতার,
সে যে পূরিত গরলে, খাইলে কুফল ফলে,
খেলে জ্ঞান হারাই, পাছে তোমায় ভুলে যাই,
মা হ'য়ে তনয়ের মুখে দিও না আর জননী॥

আমার আমার করে মত্ত হই অনিবার,
ইন্দ্রিয়াদি দারাসুত সকলে ভাবি আমার,
কিন্তু আমি কোন খানে, খুঁজিয়ে না পাই ধ্যানে,
কোন পথে গেলে সেই 'আমি' মিলে দে মা বলে,
দীন রামে আর ভ্রমে রেখ না নিস্তারিণী ॥

শ্রীরামচন্দ্র দত্ত।

প্রসাদীর সুর—একতালা।

ম'লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাই মা গেঁটে ॥
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে,
আমি দিন-মজুরী নিত্য করি, মা পঞ্চভূতে খায়গো লুটে ॥
পঞ্চভূত, ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহালেঠে,
তারা কারো কথা কেউ শুনে না,
দিন ত আমার গেল কেটে ॥
যেমন অন্ধ জনে হারা দণ্ড, পুন পেলে ধরে এঁটে
আমি তেমনি ধারা ধরতে চাই মা কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী কর্ম্ম-ডুরি দেনা কেটে,
প্রাণ যাবার বেলা এই ক'রো মা,
যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে ॥

রামপ্রসাদ সেন।

সিন্ধু—একতালা।

এমন দিন কি হবে তারা।
যে দিন তারা তারা বলে, দুনয়নে পড়্‌বে ধারা ॥
হৃদি-পদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা ॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্যবেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে,
আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির ভরা ॥

রামপ্রসাদ সেন।

খাম্বাজ-মিশ্র—আড়া।

বারে বারে যে দুখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
সে ত দুখ নয় মা, দয়া তব, জেনেছি মা দুঃখহরা ॥
সন্তান মঙ্গল তরে, জননী তাড়না করে,
তাই বহি সুখে শিরে দুখের পশরা ॥
আমি তোমার পোষাপাখী, যা শিখাও মা তাই শিখি,
আমায় শিখায়েছ তারা বুলি, তাই ডাকি মা তারা তারা ॥

শ্রীরামচন্দ্র দত্ত।

পরজ-মিশ্র—পোস্তা।

মা, তোমার এ কোন দেশী বিচার।
আমি ডেকে বেড়াই পথে পথে,
দেখা দেওনা একটী বার॥
মদ খেয়ে বেড়াস ধেয়ে, কে জানে কেমন মেয়ে,
কোলের ছেলে দেখ্‌লি নি চেয়ে;
আমিও মাতবো মদে, মা ব'লে ডাক্‌বো না আর॥
শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমিই শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা গেল চলে, রৈল যা তা' কেবল ফাঁকি॥
আমার বলে ছিল যারা,
আর ত তারা দেয় না সাড়া,
কোথায় তারা কোথায় তারা কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি॥
বল্ দেখি মা সুধাই তোরে,
আমার কিছু রাখ্‌লি নেরে,
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন প্রাণেতে বেঁচে থাকি।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাফি-মিশ্র—একতালা।

ওমা, কেমন মা কে জানে।
মা বলে মা ডাক্‌ছি কত বাজে না মা তোর প্রাণে।
মা মা বলে ডাক্‌বো না আর,
লাগে কিনা দেখব তোমার,
বাবা বলে ডাকব' এবার, প্রাণ যদি না মানে॥
পাষাণী পাষাণের মেয়ে,
দ্যাখে না কো একবার চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে, বেড়ায় সে শ্মশানে॥

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

গৌরী—একতালা।

পাগ্‌লি আমার মা, (আমার পাগল বাবা।)
আমি তাদের পাগ্‌লি মেয়ে,
আমার মায়ের নাম শ্যামা॥
বাবা ববম্ বলে, মদ্ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢ'লে,
শ্যামার এলোকেশ দোলে;
রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর গাজে ঐ নূপুর বাজে শোন না॥

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

জংলা—একতালা।

সে কি এম্‌নি মেয়ের মেয়ে।
যাঁর নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে॥
স্বষ্টিস্থিতি প্রলয় করে কটাক্ষে হেরিয়ে,
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে॥
যে চরণে স্মরণ লয়ে দেবতা বাঁচেন দায়ে,
দেবের দেব মহাদেব যাঁর চরণে লোটায়ে॥
প্রসাদ বলে রণে চলে রণময়ী হ'য়ে,
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে হুঙ্কার ছাড়িয়ে॥

রামপ্রসাদ সেন।

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে।
দয়াহীনা না হ'লে কি লাথি মারে নাথের বুকে॥
দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ নাই মা তোমাতে,
গলে পর মুণ্ডমালা, পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা মা বলে যত ডাকি, শুনেও ত মা শুন নাকি,
সবাই এমনি লাথি খেকো, তবু দুর্গা বলে ডাকে॥

নবকিশোর মোদক।

জংলা—একতালা।

মন যদি মোর ভুলে।
তবে বালির শয্যায় কালী নাম দিও কর্ণমূলে॥
এ দেহ আপনার নয়, রিপু সঙ্গে টলে,
আন্‌রে ভোলা জপের মালা ভাসাই গঙ্গা জলে॥
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলার প্রতি বলে,
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে॥

মহারাজ রামকৃষ্ণ রায়॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

আমি ঐ ভয়ে মুদিনা আঁখি, দুখ বল্‌ব কি।
নয়ন মুদিলে পাছে তারা হারা হয়ে থাকি॥
একদিন ঘুমায়েছিলাম, স্বপ্নে তারে হারাইলাম,
সেই অবধি আমি তারে, নয়নে নয়নে রাখি॥

———

আগমনী।

ললিত—একতালা।

যাও যাও গিরি, আনগে গৌরী,
উমা অভিমান করেছে।
আমি শুনেছি শ্রবণে নারদের বচনে
উমা মা মা বলে কেঁদেছে॥

স্বুবর্ণ প্রতিমা গৌরী আমার,
ভাঙ্গড় ভিখারী জামাতা তোমার,
গৌরীর আভরণ, অঙ্গের ভূষণ,
ভোলা তাও বেঁচে ভাঙ্গ খেয়েছে ॥
ভাঙ্গড়ে ভাঙ্গড়ে প্রণয় বড়,
ভোলা ত্রিভুবনের ভাঙ্গ করেছে জড়,
সিদ্ধি রাশি রাশি ধুস্তুর মিশা'য়ে,
তাও উমার মুখে তুলে দিয়েছে ॥

রামপ্রসাদ।

অহং—একতালা।

গা তোলো গা তোলো বাধ মা কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।
যুগল শিশু লয়ে কোলে, 'মা কই আমার' বলে,
ডাক্‌ছে মা তোর শশধর-বদনী ॥
ত্রিভুবনে ধন্যে ত্রিভুবনে অন্যে,
তোর মেয়ের তুলনা নাই গো রাণী ;
আমরা ভাবিতাম ভবের প্রিয়ে, আজি শুনি তোর মেয়ে,
তোর উমা নাকি ভবের ভয়হারিণী।
ধরলি যে রত্ন উদরে, তোর মত সংসারে,
রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী ॥

কালী-বিষয়ক সঙ্গীত।

মা, তোমার ঐ তারা চন্দ্রচূড়-দারা,
চন্দ্রদর্প-হরা চন্দ্রাননী,
এমন রূপ দেখি নাই কার, মনের অন্ধকার,
হরে মা তোর হর-মনমোহিনী ॥

দাশরথী রায়।

সাহানা—যৎ।

ওমা কেমন করে পরের ঘরে,
ছিলি উমা বল্‌মা তাই।
কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে মরে যাই ॥
মা'র প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে,
জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে, বল্‌বো হরে,
উমা আমার ঘরে নাই ॥

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ

বিজয়া।

রাণীর উড়ে গেল প্রাণ,
হ'ল নবমীর নিশা অবসান।
সপ্তমী অষ্টমী নবমী গেল,
দশমীর নিশি প্রভাত হ'ল।

গঙ্গাধর আসিয়ে শিয়রে দাঁড়য়ে,
শিঙ্গায় দিচ্ছে তান ॥
দাশরথী রায়।

সাহানা—যৎ।

তুমি ত মা ছিলে ভুলে, আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা, জানে না মা আমা বই ॥
ভাঙ্গ খেয়ে মা সদাই আছে,
থাক্‌তে হয় মা কাছে কাছে,
ভাল মন্দ হয়গো পাছে, সদাই মনে ভাবি তাই ॥
দিতে হয় মা মুখে তুলে,
নয়তো খেতে যায়গো ভুলে,
ক্ষ্যাপার দশা ভাবতে গেলে, আমাতে আর আমি নাই ॥
ভুলিয়ে যখন এলাম চলে,
ওমা ভেসে গেল নয়ন-জলে,
এক্‌লা পাছে যায় গো চলে, আপন হারা এমন কই ॥
শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

বিভাস—একতালা।

সারা বরষ দেখিনে, মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।
নয়ন তারা হারিয়ে আমার অন্ধ হ'ল নয়ন-তারা।

কালী-বিষয়ক সঙ্গীত।

এলি কি পাষাণী ওরে,

দেখ্‌বো তোরে আঁখি ভ'রে,

কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী-মিশ্র—আড়াঠেকা ।

কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে।

ফেলিস্ না মা ধূলো কাদা মেখেছি ব'লে ॥

সারা দিন্‌টা ক'রে খেলা, ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা,

(আমার) খেলার সাথী, যে যার মত গিয়েছে চ'লে ॥

কত আঘাত লেগেছে গায়, কত কাঁটা ফুটেছে পায়,

কত পড়ে গেছি গেছে সবাই, চরণে দলে ॥

কেউ ত আর চাইলে না ফিরে, নিশার আঁধার এলো ঘিরে,

(তখন) মনে হ'ল মায়ের কথা, নয়নের জলে ॥

শ্রীরজনী কান্ত সেন।

মনোহরসাই ভাঙ্গা—জলদ-একতালা

আহা, কত অপরাধ করেছি,

আমি তোমার চরণে, মাগো!

তবু, কোল ছাড়া মোরে করনি,

আমায় ফেলে চলে গেলে না গো ॥

আমি, চলিয়া গিয়েছি আসি বলে,
তুমি, বিদায় দিয়েছ আঁখিজলে,
কত, আশীষ করেছ বলেছ "বাছারে,
যেন সাবধানে থেকো ;
আর, পড়িলে বিপদে, যেন প্রাণ ভ'রে
"মা, মা" বলে ডেকো ॥"
যবে, মলিন হৃদয়, তপ্ত,
লয়ে, ফিরিয়াছি অভিশপ্ত,
বলেছি 'মা আমি করিয়াছি পাপ
ক্ষমা ক'রে পায়ে রাখো ;"
তুমি, মুছি আঁখি জল, বলিয়াছ 'বল্
আর ও পথে যাব নাকো।"
আমি পড়িয়া পাতক শয়নে,
চাহি, চারিদিকে দীন নয়নে,
প্রলাপের ঘোরে কত কটু বলি,
মা তবু নাহি রাগো ;
আমি দেখি বা না দেখি, বুঝি বা না বুঝি,
সতত শিয়রে জাগো ॥

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত।

আ মরি কি পায় পায় কানাই বলাই যায়,
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
বাজে ঐ শিঙ্গাবেণু গগনে গোক্ষুর রেণু
দশদিক আধারে মগন॥
আগে ধায় বৎস পাল, পিছে ধায় ব্রজবাল,
হৈ হৈ তুলি ঘনরোল;
চৌদিকে পড়িল সারা বাজিল প্রভাতী কাড়া,
ব্রজবাসী আমোদ বিভোর॥

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

মিশ্র—একতালা।

বনের ফুল মিষ্টি বড় ও ভাই কানাই একটু খা না।
খেতে খেতে লাগ্‌ল মিঠা, যত্ন করে তাই ত আনা।
এঁটো ফল ধরায় বেঁধে,
এনেছি দেখ বড় সাধে,
প্রাণের সাথীর প্রেম উপহার, সোহাগ ভরে তুলে নেনা
ক্ষিদের জ্বালায় জ্বল্‌ছে কানাই,
মুখে তুলে ফল দেনা ভাই,
এঁটো ফল প্রাণ পুরে খাই চাইনা আমি সোণা দানা॥

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

মূলতান—আড়াঠেকা।

আন্‌তে জীবন জীবের জীবন যাই হে যমুনা জীবনে।
জীবন পাবে ব্রজের জীবন ছিদ্র-কলসী জীবনে॥
কুম্ভে যদি রহে বারি আসিব হে ব্রজে ফিরি,
নতুবা হে কালবারি, ঝাঁপ দিব যমুনা জীবনে॥
তব নাম স্মরণ করি শুভ কার্য্যে যাত্রা করি,
দেখো হরি, যেন অরি, না হাসে এই বৃন্দাবনে॥

দাশরথী রায়।

মিশ্র-সিন্ধু—মধ্যমান।

ননদিনী ব'লো নগরে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে॥
কাজ কি গোকুল, কাজ কি গো কুল,
ব্রজকুল সব হ'ক প্রতিকূল,
আমিত সঁপেছি গো কুল, অকুল-কাণ্ডারীর করে॥
কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে,
কাজ কেবল সেই পীতবাসে,
সে যার হৃদয়ে বাসে, সে কি বাসে বাস করে॥

মধুসূদন কিন্নর

সিন্ধু-খাম্বাজ—মধ্যমান।

সেই কালরূপ সদা পড়ে মনে।
ভুলিতে যতন করি, যাতনাতে মরি প্রাণে ॥
গৃহেতে হইলাম দোষী, প্রতিবাদী প্রতিবাসী,
আমি তাই কালরূপ ভালবাসি, অভিলাষী নিশিদিনে
যার লাগি এত জ্বালা, তারি রূপ জপমালা,
কি গুণ করিল কালা, হেলা হ'ল কুলমানে ॥

শ্রীধর কথক।

বেহাগ—একতালা।

সখি, শ্যাম না এলো।
অলস অঙ্গ শিথিল কবরী
বুঝি বিভাবরী অমনি পোহাল ॥
শর্ব্বরী ভূষণ খদ্যোতিকা তারা,
ঐ দেখ সখি, আভাহান তারা,
নীলকান্ত মণি হলো জ্যোতিহারা,
তাম্বুলের রাগ অধরে মিশাল ॥
দেখ সখি ঐ শশাঙ্ক কিরণ,
উষার প্রভায় হ'ল সঙ্কীরণ,
সঘনে বহিছে প্রাতঃ সমীরণ,
কুসুম-হার শুকাল ॥

শিখি সুখে রব করিছে শাখায়,
পুলকিত হেরি ঐ অভ্র সখায়,
পতিবিচ্ছেদোন্মুখী নারী পায়,
কুমুদিনীর হাস্য বদন লুকাল ॥
বিহঙ্গম আদি করে উন্মোদন,
বন্ধু দরশনে চিত্ত বিনোদন,
আমার কপালে বিরহ বেদন,
বুঝি নিদারুণ বিধাতা ঘটাল ॥
তাপিত হৃদয়ে রমাপতি কয়,
এ বিরহ রাই তোমা বলে নয়
হ'ল বৃক্ষচয় অশ্রুধারাময়,
শর্ব্বরীর সুখ-বিলাস ফুরাল ॥
রমাপতি বন্দোপাধ্যায়।

বেহাগ—একতালা।

সখি, শ্যাম এল।
নিকুঞ্জ পূরিল মধুপ-ঝঙ্কারে,
কোকিলের স্বরে গগন ছাইল।
সুলক্ষণ চিহ্ন নাচিছে বামাঙ্গ,
আনন্দে স্পন্দিত হ'তেছে অপাঙ্গ,
পুলকিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ,
কুরঙ্গ কুরঙ্গী আনন্দে ধাইল।

মলয় অনিল প্রলয় রহিত,
বিরহে বিহরে প্রলয় সহিত,
সহসা হইতে অহিত রহিত,
তারে কে শিখাল।
এই হ'তেছিল চাতকের ধ্বনি,
জল দে জল দে বলিয়া অমনি,
আজি বুঝি তার দুখের রজনী,
ও সজনি, পোহাইল।
ফলিল তাহার আশা তরুবর,
হেরিয়ে নবীন নীল-জলধর,
আশাংশু চকোর সুধাংশু কিঙ্কর,
বিধিকৃত কাল বিধুরে পাইল।
প্রণয়-ভাজন রমাপতি কয়,
নিশান্তরে রাই, প্রভাত নিশ্চয়,
তাহাই দুঃখান্তে সুখের উদয়,
বিয়োগ নিশির ভোগ ফুরাল।

রমাপতি-পত্নী।

মিশ্র-ইমন—কাওয়ালী।

এখনও তারে চোখে দেখিনি,
শুধু বাঁশি শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।

শুনেছি মূরতি কালো,
তারে না দেখাই ভালো,
সখি বল, আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি ?
শুধু স্বপনে এসেছিল সে,
নয়ন কোণে হেসেছিল সে,
সেই অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই,
আঁখি মেলিতে ভেবে সারা হই,
কানন পথে যে খুসি সে যায়,
কদম তলে যে খুসি সে চায়,
সখি বল, আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাব কি ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(পরমহংসদেবের প্রিয় সঙ্গীত)

মিশ্র—দাদ্‌রা।

শ্যামের নাগাল পেলাম না লো সই,
আমি কি সুখে আর ঘরে রই।
শ্যাম যে আমার নয়নের তারা,
তিলেক আধ না দেখ্‌লে সই হই দিশেহারা,
আমি শ্যামের লাগি ভেবে ভেবে দিশেহারা হ'য়ে রই।
শ্যাম যখন সই বাজায় গো বাঁশী,
আমি তখন যমুনাতে জল ল'তে আসি

কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত।

আমার কাঁকের কলসী কাঁকে রইল
শ্যামের বদন পানে চেয়ে রই॥
শ্যাম যদি মোর হ'ত মাথার চুল,
আমি যতন করে বাধতুম বেণী, দিয়ে বকুল ফুল,
আমি বনপোড়া হরিণের মত ইতি উতি চেয়ে রই

আলেয়া—কাওয়ালী।

বাঁশী কুল নাশিল আমার।
অবিরাম রাধা নাম করি অনিবার॥
দিবানিশি বাঁশী বাজে লোক মাঝে মরি লাজে,
তার গঞ্জনা হৃদে বাজে দুঃখ অনিবার॥
কি দোষ করেছি তার, তাই করে হেন ব্যবহার,
গুরু গঞ্জনা ভার, দুঃখ মোর সার॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

কাঁহা জীবন ধন বৃন্দাবন প্রাণ,
কাঁহা মেরি হৃদয় কি রাজা।
শূন্য হৃদয় পুরী আও আও মুরারী
মোহন বাঁশরী বাজা।
নয়ন সলিলে বসন তিতাওয়ল,
সাধ কি সাগর হিয়া'পর শুকাল,
সিরতাজ মেরি শিরমে আয়া

নয়ন কি রোষ্‌নি নয়ন ছোড়কে
ঘুরত ফিরত কাঁহা ফাঁকে ফাঁকে
হাঁ-হাঁ পিয়া বঁধু এ কোন্ সাজা ॥
শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত।

মিশ্র-সিন্ধু— মধ্যমান।

রথ রাখ বংশী-বদন, হেরি চাঁদবদন।
রথ রাখ কথা রাখ, একবার দেখি একবার দেখ,
রাই রাই বলে ডাক, ও কথাটি মিঠে যেমন ॥
হৃদিরথ মনোরথ ছিল আশা চাকা,
দুনয়ন অশ্ব ছিল, কলঙ্ক পতাকা,
মন তাহে ছিল সারথী, তুমি ছিলে সে রথের রথী
সম্প্রতি এ রথের প্রতি বৈমুখ হ'লে কি কারণ ॥
হৃদি-রথ শূন্য ক'রে কেন অন্য রথে
রথ কেঁদে আকুল হ'ল দেখে মুনির রথে,
রথ যেতে চায় তোমার রথে, রথ তুলে নেও তোমার রথে,
সুদন কয় মথুরার পথে, আজি রথে রথ করিব অর্পণ ॥
মধুসূদন কিন্নর।

খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা।

ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে তাই এসেছি মধুপুরে।
তোমরা গিয়ে ব্রজধামে মাকে মা বলিয়ে ডেকরে ভাই,

(মায়ের আর কেহ নাই) (মা বলে জুড়াতে জীবন)
কেহ নাই এ ত্রিসংসারে মা বলিতে যশোদারে,
তোমরা সবে ব'লো গিয়ে ভাইরে ॥
দাঁড়িয়ে কদম্বমূলে, বাজিও বাঁশী কুতূহলে,
ব্রজ গোপীর মনভূলে, চাহে গাভীদলে,
আর ব'লো আমার দুখিনী মায়েরে,
(আর আস্‌বে না রে) (মা, তোর সাধের গোপাল)
(সে যে মা পেয়েছে) (সে যে বাপ পেয়েছে)
তোমরা সবে ব'লো গিয়ে ভাইরে ॥
সান্যাল।

কীর্ত্তন—একতালা।

আর ত ব্রজে যাব না ভাই যেতে প্রাণ আর নাহি চায়।
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে' তাই এসেছি মথুরায় ॥
বাপ পেয়েছি, মা পেয়েছি ছেলে খেলা ভুলে গেছি,
তোমরা কজন মা বলে' ভাই, ভুলিয়ে রেখ মা যশোদায়,
ননী খেও, গোঠে যেও, প্রেম বিলায়ো গোপিকায় ॥
এই চূড়া নে, এই ধড়া নে, জন্মের মত বিদায় দে,
আমার মত বাঁকা হ'য়ে দাঁড়িও রে কদমতলায় ;
বাজিও বাঁশী বাঁশীর রবে ব্রজগোপীর প্রাণ জুড়ায় ॥
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

ঝিঁঝিট—একতালা।

শুনলো শুনলো বালিকা, রাখ কুসুম মালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরনু সখি, শ্যামচন্দ্র নাহিরে।
দুলই কুসুম মঞ্জরী, ভ্রমর ফিরই গুঞ্জরি,
অলস যমুনা বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে॥
শশী-সনাথ যামিনী বিরহ-বিধুর কামিনী
কুসুম-হার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে;
অধর উঠই কাঁপিয়া সখি করে কর আপিয়া,
কুঞ্জ-ভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাইছে॥
মৃদু সমীর সঞ্চলে হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
বালি হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহিরে;
কুঞ্জপানে হেরিয়া অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্য কুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে॥

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

পাহাড়ী—যৎ।

এসরে কানাই, কোথা আছ ভাই,
মরে রে রাখাল, দেখ না দেখ না।
আয়রে গোপাল ব্রজের রাখাল,
তোমা বিনা আর কিছুতো জানে না

চারিদিকে ঘেরি, দিব করতালি,
গোঠে গিয়ে খেলি, এস বনমালী,
লয়ে বনফল, চক্ষে বহে জল,
ওরে কানু তোরে আর কি পাব না॥
হাম্বারবে ধেনু ডাকিছে তোমায়,
সকাতরে চায় দূর যমুনায়,
তৃণ না পরশে, আঁখি-জলে ভাসে,
তুমি কি বেদনা বুঝ না বুঝ না॥

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

সাওন-মল্লার—ঢিমে-তেতালা।

এখনও এ প্রাণ আছে সই।
এলে সখি দেখা হ'ত, কালা এল কই॥
যদি লো না দেখা হ'লো, দেখা হ'লে বলো বলো,
দেখিতে সাধ ছিল মনে, জানি না যে কৃষ্ণ বই॥
ব্রজে যদি আসে কালা, গেঁথে দিও বনমালা,
বাজাতে বলো গো বাঁশী, রাধা বলে রসমই॥

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রেম ব্রত আজ আমার হ'ল উদ্‌যাপন।
কৃষ্ণায় নম বলে সখি, আহুতি দিব এ প্রাণ ॥
এ ব্রতের যে পদ্ধতি, সকলি ত জান দূতি,
রাখ আমার এ মিনতি, কঁর তারি আয়োজন ॥
ব্রত ফলে পাব কান্ত, বাসনা ছিল একান্ত,
এখন হ'লো দক্ষিণান্ত, ক্ষান্ত হওরে পাপ মন ॥
রিপু ছয় কাষ্ঠ করিব, মদনে আহুতি দিব,
দক্ষিণান্তে বর লব, যেন না ঝরে নয়ন ॥

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

খাম্বাজ—একতালা।

কেন এত ফুল তুলিলি সজনি,
যতন করিয়ে ভরিয়ে ডালা।
মেঘাবৃত হ'লে কহলো সজনি,
পরে কি রজনী তারার মালা।
আর না কভু গাঁথি ফুলহার,
কেন লো হরিলি ভূষণ লতার,
অলি বঁধু তার কে আছে রাধার
হতভাগিনী ব্রজের-বালা ॥

কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত।

আর লো এ মালা দোলাবি কার গলে,
আর না নাচিবে তমালের মূলে,
আর না আসিবে কদম্বের তলে,
মনোমোহন বনমালীয়া ॥
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

কীর্ত্তন—একতালা।

যখন নব অনুরাগে হৃদয়ে লাগিল দাগ,
বিচারিলাম আগে পাছের কাজে।
(যা যা কর্ত্তে হবে গো, আমার বঁধুর লাগি)
প্রেম ক'রে রাখালের সনে, ফির্‌তে হবে বনে বনে,
ভুজঙ্গ কণ্টক পথ মাঝে।
(আমায় যেতে যে হবে গো,
রাই ব'লে বাজিলে বাঁশী)
হইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি,
যাতায়াত করিয়ে শিখিতেম ;
(আমায় যেতে যে হবে গো, কণ্টক-কানন মাঝে)
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল করিয়ে অতি পিছল,
চলাচল করিয়ে শিখিতেম।
(আমায় ফিরতে যে হবে গো,
শ্যামের লাগি পিছল পথে)

এনে বিষ-বৈদ্যগণ করিয়ে অতি যতন,
তন্ত্রমন্ত্র শিখেছিলেম কত;
(কত যতন না করে গো, ভূজঙ্গ দমন লাগি)
বঁধুর লাগি করলেম যত, সকলি হইল হত,
হত-বিধি নষ্ট কইল যত।
(আমার সকল না গেল গো, কপাল দোষে ॥)

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

বেহাগ—একতালা।

রাজা নন্দের প্রতি যশোদা

ওহে ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকাল ?
যেন সে চঞ্চল চাঁদে অঞ্চল ধ'রে কাঁদে,
জননী দে ননী, দে ননী বলে।
ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলেম চাঁদ
অঞ্চলে মুছালেম চাঁদের বদন-চাঁদ
তবু চাঁদ কাঁদে চাঁদ বলে;
যে চাঁদের নিছনি কোটী কোটী চাঁদ
সে কেন কাঁদে বলে চাঁদ চাঁদ
বল্‌লেম চাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাঁদ,
কত চাঁদ আছে তোর চরণ তলে॥

কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত।

নীল কলেবর ধূলায় ধূসর,
বাছার বিধুমুখে কতই মধুর স্বর,
সঞ্চারিয়ে ডাকে বা বলে;
কাঁদে যত বাছা বলি ক্ষীর সর,
আমি অভাগিনী বলি সর সর,
বল্‌লেম নাহি অবসর কেবা দিতে সর,
তখন সর্ সর্ বলে ফেলিলাম ঠেলে॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

জংলা—একতালা।

কি হবে কি হবে, হোল কি, একি দায়।
কায়া ছায়া দেখে রাণী গোপাল বলে ধরতে যায়॥
গগনেতে দেখে শশী, বলে আমার কাল শশী;
এনে দে ঐ প্রাণের শশী, বলে রাণী মূর্চ্ছা যায়॥
জলে দেখে নালকমল, বলে আমার 'কাল-কমল',
জলে কেন কাল-কমল গেল রোহিণী;
ধেয়ে গিয়ে সরোবরে, কাল-কমল লয়ে করে,
বলে এনেছি ধরে, যেন পাগলিনী প্রায়॥

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

আলেয়া—একতালা।

অঞ্চলের মণি, এসরে নীলমণি
দেখিতে তোরে দেহে আছে প্রাণ।
পরাণ বিদরে, মা ব'লে ডাকরে,
আয়রে করি কোলে হেরি চাঁদ বয়ান॥
তোমা বিনা আর, কে আছে আমার.
শূন্য ব্রজপুরি নেহারি আঁধার,
শোন অনিবার, উঠে হাহাকার,
রোদনের ধার বহে রে উজান॥

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

খাম্বাজ-মিশ্র—কাওয়ালী।

কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, আমার কৃষ্ণ ধনে এনে দাও।
আমি কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী, কৃষ্ণ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও॥
(আমার) কৃষ্ণ নিয়ে গিয়েছিলে, কোথা কৃষ্ণ রেখে এলে,
কৃষ্ণ বলে সদাই ভাসি নয়নের জলে;
আমার প্রাণ গিয়াছে মথুরায়
(প্রাণ) আর কি দেহে থাকতে চায়,
কৃষ্ণ বলে কত ডাকি কৃষ্ণ কোলে তুলে দাও;
(নহে) যাব কৃষ্ণ আনিবারে, দুখিনীরে সঙ্গে নাও।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

চন্দন-চর্চ্চিত নীল কলেবর, পীতবসন বনমালী।
মণিময় কুণ্ডল, ঝলমল মণ্ডিত, গণ্ডযুগস্মিতশালী॥
চন্দ্রক-চারু ময়ূর-শিখণ্ডক, মণ্ডলবলয়িতকেশম্।
প্রচুর-পুরন্দর-ধনুরণুরঞ্জিত-মেদুরমুদির সুবেশম্॥
শ্যামল মৃদুল কলেবর মণ্ডলমধিগত গৌর দুকূলম্।
নীলনলিনমিব পীতপরাগ পটলভর বলয়িত মূলম্॥
জয়দেব গোস্বামী।

বিভাস-মিশ্র—ঝাঁপতাল।

তমাল পাশে কনকলতা হেরে নয়ন জুড়াল রে।
কিম্বা নব-নীরদ বামে দামিনী হেসে দাঁড়াল রে॥
শ্রীচরণ সরোজে কত,
ভ্রমিতেছে মধুব্রত,
শশধর সশঙ্কিত, পদ-নখর-আশ্রিত,
পুলকে পুরিল চিত, শমন ভয় ফুরাল রে॥
শ্রীমতিলাল রায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রেম সঙ্গীত।

ভৈরবী-মিশ্র—একতালা।

যাচ্ছে ব'য়ে প্রেমের সিন্ধু উঠ্ছে পড়্ছে প্রেমের ঢেউ
কেউ বা খাচ্ছে হাবুডুবু, ভেসে চলে যাচ্ছে কেউ।
কারো বক্ষে এ প্রেম আনে, অবিচ্ছিন্ন পরম সুখ,
মর্ম্মদাহে রহে এ প্রেম কারো বক্ষে জাগরুক।
প্রেমে লিপ্সা প্রেমে ঈর্ষা প্রেমে পুণ্য পরিণয়,
কারো ভাগ্যে বিষের ভাণ্ড, কারো ভাগ্যে সুধাময়;
প্রেমের টানে টেনে আনে জনার্দ্দনে ধরায় জীব,
পাগল উদাস শ্মশানবাসী প্রেমে ভোলা সদাশিব॥
কেউ বা প্রেমে সর্ব্বত্যাগী কেউ বা চাহে উপভোগ,
কারো পক্ষে প্রেম আসক্তি কারো পক্ষে মহাযোগ;
প্রেমে জন্ম প্রেমে মৃত্যু প্রেমে সৃষ্টি প্রেমে নাশ,
প্রেমের শব্দ উঠে মর্ত্তে, প্রেমে স্তব্ধ নীলাকাশ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি করে লোকের কথায়।
সেই মম প্রাণ-ধন মন যারে চায়।

উপজিলে প্রেমনিধি
না মানে নিষেধ বিধি
মন প্রাণ নিরবধি তারি গুণ গায়।

নিধু বাবু।

ভৈরবী—একতালা।

এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন?
এখনো হেরিলে তারে কেনরে উথলে মন?
চোখের দেখা দেখ্‌তে গেলে,
তাও দেখা নাহি মিলে,
দারুণ তাচ্ছীল্য ভরে সে করে যে পলায়ন।
বিরক্তি ভ্রূকুটী রাশি,
হেরি সে ঘৃণার হাসি,
তবুও ভুলিতে তারে নারিনু কেন এখন!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ঝিঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

নাথ ভুল না দাসীরে।
এই অনুরাগ যেন থাকে চিরদিন তরে।
তোমা বিনা অন্য আর, কি ধন আছে আমার,
প্রাণে মরি ও বদন, ক্ষণে না হেরিলে পরে।

কুল মান লাজ ভয়, পরিহরি সমুদয়,
সঁপেছি জনমের মত, এ জীবন তব করে।
নিধু বাবু।

ঝিঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

সে কেনরে করে অপ্রণয়, ও তার উচিত নয় ;
জানি আমি তার সনে, কভু ত বিচ্ছেদ নয়।
কবে কি বলেছি মানে,
আজও কি তার আছে মনে,
তাই ভেবে কি মনে মনে, অভিমানে রইতে হয় !
সখি গো আমার হ'য়ে
ব'লো তারে বুঝাইয়ে,
এ প্রেমের ক্রীড়া-ক্ষেত্রে, দুঃখ সুখ সইতে হয়।
নিধু বাবু।

বেহাগ-মিশ্র—আড়াঠেকা।

ভালবাসিবে বলে ভালবাসি না।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানি না।
বিধুমুখে মধুর হাসি,
দেখ্‌তে বড় ভালবাসি,
তাই তোমারে দেখ্‌তে আসি, দেখা দিতে আসি না॥
নিধু বাবু।

খট্-গৌরী—একতালা।

আমার প্রাণ ভরা প্রেম বিফলে গেল,
দেখিল না কেহ চাহি।
ভাঙ্গা বুকে বল্ কোন মুখে আর,
প্রেমের গান গাহি!
মনোভুলে কেহ যদি কাছে আসে,
হৃদি-তরঙ্গ দেখে মরে ত্রাসে,
ফিরে কূলে তরী বাহি!
এত ভালবাসা দিলে যদি, বিধি,
এ পরাণ খানি ভরিয়া,
আর একটি প্রাণ গড়িলে না কেন
আমারি মতন করিয়া?
এ গুরু-গভীর মরমের ভার,
লইতে বহিতে কে পারে বা আর,
নাহি মোর কেহ নাহি!

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

ভৈরবী-মিশ্র—কাওয়ালী।

ভালবাসে তাই ভালবাসিতে আসে।
আমি যে বেসেছি ভাল সে বাসা সে ভালবাসে।

সে হাসিটি সে মুখের,
সে চাহনি সোহাগের ;
দেখিয়া চিনেছি চাঁদ এ হৃদি-আকাশে ভাসে ;
হাসি হেরে কেঁদে মরি তবু মৃদু মৃদু হাসে।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

আশা-ভৈরবী—কাওয়ালী।

অলি বার বার ফিরে যায়,
বার বার ফিরে আসে
তবে ত ফুল বিকাশে।
কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না,
মরে লাজে, মরে ত্রাসে।
ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ
নিশিদিন রহ পাশে,
ওগো আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও,
হৃদয় রতন আশে।
ফিরে এস ফিরে এস বনামোদিত ফুলবাসে,
আজি বিরহ রজনী ফুল্লকুসুম
শিশির সলিলে ভাসে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মুকুলে রবে, ফুল ফুটিবে কবে,
ধীর সমীর এসে হেসে নাচাবে।
আবেশে প্রেমিক অলি নব রসে ঢলি ঢলি
চরণে নমিয়া শেষে প্রেম জানাবে।
বদন-সরোজ তোর এ ভ্রমরা মনচোর,
চুমিতে আকুলচিতে প্রেম জানাবে;
উথলি উঠিবে মধু চুমিয়া লইবে বঁধু
সোহাগে আকুল-হৃদে প্রেম জানাবে॥
শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

সাহানা—আড়াঠেকা।

কেনরে বনের ফুল এ হাসি অধরে তোর,
হেরিলে সুধার হাসি পরাণ উথলে মোর।
নীরবেতে প্রাণ খুলি বায়ু সনে হেলি-দুলি,
কিসের কহিছ কথা, কার প্রেমে হয়ে ভোর।
বসিয়ে বিজন বনে, গোপনে কাহার সনে,
নীরবে প্রাণের কথা, কহলো সুহাসিনী;
বারে বারে সাধি তোরে, বারেক কহলো মোরে,
কি ভাবে কোথায় আছে, আমার সে মনোচোর।
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

আড়ানা—তেতালা।

কেমনে ভুলিব তারে যে রূপ জাগিছে মনে।
মনেরে ভুলাতে পারি না পারি পোড়া নয়নে।
সকলে বলে আমারে,
সে ভুলেছে ভুল তারে,
সে দিন ভুলিব তারে, যে দিন লবে শমনে।

নলিলাল দাস।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

যাবত জীবন রবে কারে ভালবাসিব না।
ভালবেসে এই হ'লো ভালবাসার কি লাঞ্ছনা।
আমি ভালবাসি যারে, সে কভু বাসে না মোরে.
তবে কেন তারি তরে নিয়ত পাই এ যন্ত্রণা।
ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারে ভালবাসে না!

শ্রীধর কথক।

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

আমার যে যাতনা অযতনে, মন জানে, জানে প্রাণে।
পাছে লোকে হাসে শুনে, তাইতে প্রকাশ করিনে।

প্রথম মিলনাবধি, রহি কত অপবাদী,
আমি নিরবধি সহি প্রাণপণে;
আমায় তবু ত সে তোষে না,
আরও দোষে শুধু অকারণে॥

শ্রীধর কথক।

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

ভালবাসি বলে তারে হেরিতে হয় বাসনা।
তারে হেরিলে হয় মানের উদয়, দ্বিগুণ বাড়ে যাতনা।
অদর্শনে প্রেমের উদয়,
দরশনে কত সুখ হয়,
দেখা হ'লে চোখে চোখে আর সে ভাব রহে না।

নিধু বাবু।

ভৈরবী-মিশ্র—মধ্যমান।

কেন তারি তরে প্রাণ উধাও উধাও করে,
খুলে বল চাঁদে।
হতাশ হৃদয় প'ড়ে কার প্রেম-ফাঁদে।
দিন বহে রে, আশা না মিটিল,
কার তরে দিবানিশি প্রাণ কাঁদে!

ইমনকল্যান—আড়াঠেকা।

আমার কথা কস্‌নে লো সই দেখা হ'লে তারি সনে।
জিজ্ঞাসিলে বলিস্ না হয় বেঁচে আছি প্রাণে প্রাণে।
দিয়েছে যে সব ব্যথা, মরমে রয়েছে গাঁথা,
মনে হ'লে সে সব কথা, প্রাণ ত থাকে না প্রাণে।

নিধু বাবু।

মিশ্র-খাম্বাজ—একতালা।

আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
জনমের শোধ ডাকি মা তোমারে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা
পৃথিবীতে কেহ ভাল ত বাসে না
এ পৃথিবী ভালবাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভালবাসা-বাসি,
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা॥
বড় জ্বালা স'য়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় দাগা পেয়ে কামনা ভুলেছি,
অনেক কেঁদেছি কাঁদিতে পারি না,
বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা;

প্রেম সঙ্গীত।

স্বরগ হইতে জ্বালার জগতে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা।
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

(জেলেখার বিলাপ—মাধবী কঙ্কন)

মিশ্র—মধ্যমান।

ভালবাসা কোন গাছের ফল জান্‌তে বড় সাধ ;
মুখে দিলে অম্‌নি জ্বলে, প্রাণের মাঝে ঘোর প্রমাদ।
চোখের জলে হয়ে সারা, ধরা দেখে বিষে ভরা,
মুখের হাসি বাসি করে, পায়ে পড়ে কেবল কাঁদ।
এমন দশা বানিয়ে দেবে, তবু ভালবাসিতে হবে,
উজান বেয়ে তোড় ছুটাবে, ভেঙ্গে দেবে মনের বাঁধ।
শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত

খাম্বাজ-মিশ্র—কাওয়ালী।

আহা কি মধুর নিশি, দশ দিশি হাসি হাসি
এসেছে তোমারে বঁধু দিতে উপহার।
গগন পাঠায়ে দেছে তারার কিরণমালা,
শশী দেছে ঢেলে সুধাধার।
শিখরিণী দেছে তার শীকর-তরঙ্গ,
অনিল দিয়াছে মধু-সঙ্গ,

জলদ দিয়াছে জল, মধুমাখা আঁখি জল,
চপলা দিয়াছে লীলাহার।
ধরহে ধরহে প্রিয়হে বঁধুহে, সকল হিয়ার বিধু-সার ;
তুমি সকলের বঁধু তুমি সকলের মধু,
তুমি সকলের শুধু সকলি তোমার।
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

গৌরী—মধ্যমান।

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?
হরে মুরারে ! হরে মুরারে !
জলেতে তুফান হয়েছে,—
আমার নূতন তরী ভাস্‌লো সুখে,
মাঝিতে হাল ধরেছে,
হরে মুরারে ! হরে মুরারে !
ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ,
আমার জোয়ার গাঙ্গে জল ঢুকেছে, রোধিবে কে ?
হরে মুরারে ! হরে মুরারে !
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাখী ; (আমার সাধের পাখী)
বল্ কে তোরা রাখ্‌লি ধরে, অবলারে দিস্‌নে ফাঁকি।

বাঁধা ছিল প্রেম শিকলে,
কে তারে নিলে গো ছলে,
কোথা গেল দে গো বলে, হৃদ্‌-পিঞ্জরে ধরে রাখি।
দেখা পেলে একবার,
কভু কি ছাড়িব আর,
চোখে চোখে রাখ্‌ব তারে, আর কি মুদিব আঁখি॥
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বেহাগ-খাম্বাজ—আড়খ্যাম্‌টা।
ও গো শোন কে বাজায়।
বন-ফুলের মালার গন্ধ, বাঁশীর তানে মিশে যায়।
অধর ছুঁয়ে বাঁশী খানি,
চুরি করে হাসি খানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে, প্রাণের পানে ভেসে যায়।
কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি,
বাঁশীর মাঝে গুঞ্জরে,
বকুল গুলি আকুল হ'য়ে বাঁশীর তানে মুঞ্জরে;
যমুনারি কল তান
কাণে আসে কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—ঠুংরি।

কেন কেন বাজে লো বাঁশী!
কেন কেন?
নাচিছে যমুনা কলহাসি'!
ফুলে ফুলে কেন এত কাণাকাণি,
নীড়ে নীড়ে হেন মন-জানাজানি,
কেন কেন?
বন ভরা ভালবাসা বাসি।
বনে বনে বায়ু রভসে সারা,
ফুলে ফুলে অলি হরষে হারা,
ঝরিছে নয়নে পুলক-ধারা;
কেন কেন?
এলায়ে কেন পরিছে কবরী,
শিথিল হেন হইছে গাগরী,
কেন কেন?
উথলে হৃদয়ে সুধারাশি!

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

সিন্ধু-খাম্বাজ—একতালা।

ঐ বুঝি বাঁশী বাজে।
বন মাঝে কি মন মাঝে।

বসন্ত বায়, বহিছে কোথায়,
কোথায় ফুটেছে ফুল ;
বলগো সজনি এ সুখ রজনী
কোন খানে উদিয়াছে।
যাব কি যাবনা মিছে এ ভাবনা
মিছে মরি লোক-লাজে,
কে জানে কোথা সে বিরহ হুতাশে,
ফিরে অভিসার সাজে।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সিন্ধু-ভৈরবী—কাওয়ালী।

কেন বাজাও কাঁকন কন কন কত ছল ভরে,
ওগো ঘরে ফিরে চল কনক কলসে জল ভ'রে।
কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি কর খেলা,
কেন চাহ ক্ষণে ক্ষণে, চকিত নয়নে কার তরে।
হের যমুনা বেলায় আলসে হেলায়, গেল বেলা,
যত হাসি ভরা ঢেউ করে কানাকানি কল-স্বরে ;
হের নদী পরপারে গগন কিনারে মেঘমালা,
তারা হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি মুখপরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

———

গৌড়-সারঙ্গ—ঢিমেতেতালা।

ভালবাসা ভুলি কেমনে।
ভাল বলে ভালবাসি অতি যতনে।
বাসিতে শিখেছি ভাল,
ভালবাসা বাসি ভাল,
ভালবেসে থাকি ভাল, বিভোল মনে।
(কপালকুণ্ডলা।)

গৌরী—কাওয়ালী।

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি অবসর মত বাসিয়ো।
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো।
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া
রব বিরহ শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে,
এসে মুখ পানে চেয়ে হাসিয়ো।
তুমি চিরদিন মধুপবনে,
চির বিকশিত বন-ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজসুখ-স্রোতে ভাসিয়ো।

যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোর স্মৃতি মন হ'তে নাশিয়ো !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কীর্ত্তনের সুর।

ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরিনু বহু দেশ ;
কাঁহা মেরা কান্ত-বরণ, কাঁহা রাজবেশ ?
হিয়াপর রোপিণু পঙ্কজ,
কৈনু যতন ভারি,
কাঁহা গেল পঙ্কজ সই, কাঁহা মৃণাল হামারি ?

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভৈরবী-মিশ্র—দাদ্‌রা।

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডারী হেন, কে যাইবে সঙ্গে।
ভাস্‌ল তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।
গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্কে।

মনে করি কূলে ফিরি বাহি তরী ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক-তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়ে দিনু তরী,
সে কভু দিল না পদ তরণীর অঙ্গে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সিন্ধু-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল ?
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল ?
ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেম-রত্ন মিলে,
কারো ভাগ্যে মৃত্যু ফলে, কারো কলঙ্ক কেবল।
বিদ্যুত-প্রতিম প্রেম, দূর হ'তে মনোরম,
দরশনে অনুপম, পরশনে মৃত্যুফল !
জীবন-কাননে হায়, প্রেম-মৃগ-তৃষ্ণিকায়,
যে জল পাইতে চায়, পাষাণে সে চাহে জল।
আজি যে করিবে প্রেম, মনেতে ভাবিয়া হেম,
বিচ্ছেদ অনলে ক্রমে কালি হবে অশ্রু জল।

শ্রীনবীন চন্দ্র সেন।

টোড়ি-ভৈরবী—দাদ্‌রা।

ছি ছি ! তুমি কেমন সন্ন্যাসী,
ওগো মনোবন-বাসী !

প্রেম সঙ্গীত।

পরেছ গৈরিক বাস, শ্রীঅঙ্গে মেখেছ পাঁশ,
ওষ্ঠে তবু লুকান যে ভুবন-ভুলান হাসি !
তোমার একি এ বিলাস, আর ত করি না বিশ্বাস,
আমি জেনেছি তোমারি আশ,
আমি বুঝেছি তোমারি আশ !
রতনের মায়াদেশে রসে' আছ রাণীর বেশে,
ক্ষ্যাপারে সব দি'য়ে শেষে আমি কি হব উদাসী।

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

যদি বারণ কর তবে আসিব না,
যদি সরম লাগে মুখে চাহিব না।
যদি বিরলে মালা গাঁথা, সহসা পায় বাধা,
তোমার ফুলবনে আসিব না।
যদি থমকি থেমে যাও পথমাঝে,
আমি চমকি চ'লে যাব আন কাজে,
তোমার নদীকূলে ভুলিয়ে ঢেউ তুলে,
আমার তরীখানি ভাসাব না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

নীল বসনা যমুনা ধাইছে, সাগরে মিলিতে সাধে।
কুলু কুলু কলনাদে, ধাইছে মম জীবন-প্রবাহ,
কোথা পাব কালাচাঁদে।
হরষে তটিনী-তটে ফুটে ফুল
মম হৃদি মাঝে শুকা'ল মুকুল,
কালা প্রতিকূল, ভাঙ্গিল দুকূল,
ডুবে মরি সই বিষাদে।

মিশ্র—একতালা।

(অভিমন্যু ব্যূহভেদ করিতে প্রস্থান করিলে উত্তরা)

যায় যায় যায় রে আমার প্রাণের পাখী ঐ উড়ে যায়।
পিঞ্জর আঁধার হ'ল পাখী ত না ফিরে চায়!
রাঙ্গা চরণ-কমলে সুবর্ণ-প্রেম-শৃঙ্খলে,
বেঁধেছিনু প্রেম-শিকলে আকাশ কুসুম প্রায়।
বালিকা বয়স আমার, না পুরিল আশা,
আমার সাধের খাঁচা শূন্য হ'ল, সাঙ্গ হ'ল পাখী পোষা,
যদি উড়ে গেল (আমার হৃদয় পিঞ্জর ছেড়ে)
তবে রইল কেন ভালবাসা!

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন হেরেছিলাম তারে।
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে।
সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন,
সাধে হ'য়ে পরাধীন, নিশিদিবা ভাবে পরে।
কত করি ভুলিবারে, মন তাত নাহি পারে,
যবে যে ভাবনা করে, সে জাগে অন্তরে।
শরমে মরম ব্যথা, নারি প্রকাশিতে কোথা,
জড়ের স্বপন যথা, মরমে মরি গুমরে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মিশ্র—কাওয়ালী।

যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াশা,
চোখের দেখা দিতে এস না।
ভালবেসে যদি দুঃখ পাও সখা,
পায়ে ধরি ভালবেস না।
সারাটি দিন আমি একলা বসিয়া
চেয়ে রব ঐ পথেরি পানে,
সারাটি রজনী একলা জাগিব,
চাদ জাগিবে আমার সনে;

যাহা চাহ আমি দিব ফিরাইয়ে,
স্মৃতি টুকু সুধু নিও না।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিশ্র-খাম্বাজ—একতালা।

এমন যামিনী মধুর চাঁদিনী
সে শুধু গো যদি আসিত!
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা
সে শুধু যদি ভালবাসিত!
এ মধু বসন্ত এত শোভা হাসি
এ নব-যৌবন এত রূপরাশি;
সকলি উঠিত পুলকে বিকশি
সে শুধু গো যদি চাহিত!
মিথ্যা বিধি তুমি মিথ্যা তব সৃষ্টি,
বৃথা এ সৌন্দর্য্য নাহি যদি দৃষ্টি,
যদি হলাহলে ভরা প্রেম সুধাবৃষ্টি
কেন তবে প্রাণ তৃষিত।
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

মিশ্র—দাদ্‌রা।

হেসে নেও দুদিন বই ত নয়।
কার কি জানি কখন সন্ধ্যা হয়!

প্রেম সঙ্গীত।

ফোটে ফুল গন্ধ ছোটে তায়,
তুলে নেও এখনি সে ঝরে যাবে হায়,
গা ঢেলে দেও মধুর মলয় বায়,
এলে মলয় পবন কদিন রয় !

আসে যায় আসে ফের জোয়ার
যৌবন আসে যায় সে কিন্তু ফেরে না ক আর,
পিয়ে নেও যত মধু তার,
আহা যৌবন বড় মধুময় !

আছেত জীবন ভরা দুখ
আসে তায় প্রেমের-স্বপন দুদণ্ডেরই সুখ,
হারা'ও না হেলায় সে টুক্,
ভালবাস ভূলে ভাবনা ভয়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রহস্য সঙ্গীত।

একটা নতুন কিছু কর।

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
নাক গুলো কাটো, কাণ গুলো ছাটো,
পা গুলো সব উঁচু ক'রে মাথা দিয়ে হাঁটো,
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো,
কিম্বা চিৎপাত হ'রে পা গুলো সব ছোড়ো;
ঘোড়া গাড়ী ছেড়ে এখন উটের ওপর চড়ো;
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

ডাল ভাতের দফা, কর সবাই রফা,
কর শীগ্‌গির ধুতি-চাদর-নিবারিণী সভা;
প্যাণ্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে,
ধুতি চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে;
কাঁচকলা ছাড়ো এবং রোষ্ট্, চপ্ ধরো;
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

কিম্বা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো,
হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে আমেরিকায় ছোটো,
আমরা যেন নেহাইৎ খাটো হয়ে না যাই, দেখো,

খুব খানিক চেঁচাও, কিম্বা খুব খানিক লেখো;
Bain' Mill ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো;
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

আর কিছু না পারো, স্ত্রীদের ধোরে মার,
কিম্বা তাদের মাথায় তুঁলে নাচো—ভালো আরো;
একেবারে নিভে যাচ্চে দেশের স্ত্রীলোক,
বি এ, এম এ, ঘোড়সোয়ার, যা কিছু একটা হোক;
যা হয় একটা করো কিছু রকম নতুন তরো,
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর,
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির,
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব,
মর্ব্বে না হয় মর্ব্বে,—একটা নতুন হবে খুব;
নতুন রকম বাঁচো, কিম্বা নতুন রকম মরো;
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

বিলাত ফের্ত্তা।

আমরা বিলাত ফের্ত্তা ক ভাই
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই;

তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।
আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি,
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি "বেয়ারা" আর
মুটেদের ডাকি "কুলি"।
"রাম" "কালীপদ" হরিচরণ"
নাম এসব সেকেলে ধরণ,
তাই নিজেদের সব "ডে" "রে" ও "মিঠার"
করিয়াছি নাম করণ;
আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিষ্টার নামে 'রটি'
যদি "সাহেব" না বেলে "বাবু" কেহ বলে
মনে মনে ভারি চটি।
আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর;
আমরা হ্যাট বুট আর প্যাণ্ট কোট পোরে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর;
আমরা বিলাতি ধরণে হাসি;
আমরা ফরাশি ধরণে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।

আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই ;
আমরা স্ত্রীকে ছুরি কাঁটা ধরাই ;
আমরা মেয়েদের জুতো মোজা, দিদিমাকে
জ্যাকেট কামিজ পরাই।

আমাদের সাহেবিয়ানার বাধা,
এই যে রংটা হয় না সাদা,
তবু চেষ্টার ক্রুটী নেই—'ভিনোলিয়া'
মাখি রোজ গাদা গাদা।

আমরা বিলেত ফের্ত্তা কটাই
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই,
আমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ঐ
সাহেবগুলোই চটাই।

আমরা সাহেবি রকমে হাটি
স্পীচ্ দেই ইংরিজি খাঁটি,
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

পুরোহিত

আমাদের ব্যাবসা পৌরহিত্য,
আমরা অতীব সরলচিত্ত,

হিত যাহা করি জানেন গোসাঞী
(তবে) হরি যজমান-বিত্ত।
আমাদের রুজি এ পৈতে গাছি,
রোজ, যত্নে সাবানে কাচি ;
আর তালতলা চটি পেন্সন দিয়ে,
ঠন্‌ঠনে নিয়ে আছি।
দেখ্‌ছ আর্কফলাটি পুষ্ট,
যত নচ্ছার ছেলে দুষ্ট,
কি বিষ-নয়নে ঐটে দেখেছে
কাট্‌তে পেলেই তুষ্ট।
বাবা, দিয়েছিল বটে টোলে,
কিন্তু, ঐ অনুস্বারের গোলে,
"মুকুন্দং সচ্চিদানন্দ" অবধি
প'ড়ে আসিয়াছি চলে।
যদিও ছুঁইনি সংস্কৃত কেতাব,
তবু "স্মৃতি-শিরোমণি" খেতাব,
কিন্তু, কিছু যে জানিনে বলে কোন ভেড়ে,
মুখের এমনি প্রতাপ !
আছে, ব্রতের একটী লিষ্টি,
তারা মায়ের এত কি স্থষ্টি,
আমরা, সব চেয়ে দেখি সোপকরণ
মিষ্টান্নটাই মিষ্টি !

দেখ, রেখে গেছে বাপ দাদা,
ঐ, মন্তর গাদা গাদা,
আরে, যেমন তেমন করে আওড়াও
দক্ষিণাটি ত বাঁধা।

মোদের পসার বিধর্বাদলে,
এই পৈতে-টিকির বলে,
দক্ষিণে, ভোজনে, বেড়ে যুত, আর,
মন্ত্র যা বলি চলে।

মা সকল, বামুন খাইয়ে সুখী,
আর, আমরাই কি ভোজনে চুকি ?
এই, কণ্ঠা অবধি পরস্মৈপদী
লুচি পান্‌তোয়া ঠুকি।

ঐ 'সিন্দুর শোভাকরং'
আর 'কাশ্যপেয় দিবাকরং'
মন্ত্রে, লক্ষ্মীর অঞ্জলি দেওয়ায়ে
বলি 'দক্ষিণাবাক্য করং' !

বড় মজা এ ব্যাবসাটাতে,
কত ফল্ যে মোদের হাতে,
ঐ ফল লাভ আর মন্ত্রের দৈর্ঘ্য
দক্ষিণার অনুপাতে।

সাঁঝে, এক পাড়া থেকে ধরি,
জ্ঞান নাই যে বাঁচি কি মরি,

বাড়ী বাড়ী দুটো ফুল ফেলে দিয়ে,
দুশো কালীপূজো করি।
পূজোর, কলসী না হ'লে মস্ত,
কেমন, হই যে বিকার গ্রস্ত!
পিতৃলোক সহ কর্ত্তাকে করি,
একদম নরকস্থ!
আমরা 'ধর্ম্মদাস দেবশর্ম্ম'
আমরা বিলিয়ে বেড়াই ধর্ম্ম,
কিন্তু, নিজের বেলায় খাঁটি জেনো, নেই,
অকরণীয় কুকর্ম্ম।

(আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই সুর)

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

বুড়ো বুড়ি।

বুড়ো বুড়ি দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাক্‌ত।
বুড়ী ছিল পরম বৈষ্ণব, বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত।
হ'ত যখন ঝগড়া ঝাঁটি, প্রায়ই হ'ত লাঠালাঠি ;
ব্যাপার দেখে ছুটোছুটী, পাড়ার লোকে পুলিশ ডাক্‌তো।
হঠাৎ একদিন 'দুত্তোর' বলে, কোথা বুড়ো গেল চলে,
বুড়ী তখন বুড়োর জন্য কল্লে চক্ষু লবণাক্ত।
শেষে বছর খানেক পরে, বুড়ো ফিরে এল ঘরে,

বুড়ী তখন রেঁধে বেড়ে তাকে ভারি খুসি রাখ্‌ত।
ঝগড়া ঝাঁটী গেল থেমে, মনের মিলে গভীর প্রেমে,
বুড়ী দিত দাঁতে মিশি, বুড়ো গায়ে সাবান মাখ্‌ত।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বৈয়াকরণ-দম্পতির পত্রালাপ।

(পত্র)

কবে হবে তোমাতে আমাতে সন্ধি ;
যাবে বিরহের ভোগ, হবে শুভ-যোগ,
দ্বন্দ্ব-সমাসে হইব বন্দী।
তুমি মূল ধাতু আমি হে প্রত্যয়,
তোমা যোগে আমার সার্থকতা হয়,
কবে 'স্যতি স্যতঃ স্যন্তির' ঘুচে যাবে ভয়,
হব বর্ত্তমানের 'তিপ তস্ অন্তি !'
আমি অবলা-কবিতা, তুমি অলঙ্কার,
তোমা বিনে আমার কিসের অহঙ্কার,
করিছে অনঙ্গ, ছন্দো যতি ভঙ্গ,
এসে সংশোধনের কর হে ফন্দি।

(উত্তর)

প্রিয়ে ! হয়ে আছি বিরহে হসন্ত ;
সুধু আধ খানা, কোনমতে রয়েছি জীবন্ত।

প্রেয়সী প্রকৃতি তুমি, প্রত্যয়ের লীলাভূমি,
তোমা বিনে কে আমারে ব্যাকরণে মান্‌ত।
অধ্যয়ন উঠেছে চাঙ্গে, রেতে যখন নিদ্রাভাঙ্গে,
লুপ্ত 'অ' কারের মত, মরে থাকি জ্যান্ত।
এ যে সন্ধি বিচ্ছেদের রাজ্য কবে হ'ব কর্ত্তৃবাচ্য,
বিরহ অসমাপিকা ক্রিয়া, পাইনে অন্ত।
প্রিয়ে, তুমি আছ কুত্র, খেয়েছি সব মূল সূত্র,
পেয়ে তোমার প্রেম পত্র, কচ্ছি হা হা হন্ত!

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

বদ্‌লে গেল মত্‌টা।

প্রথম যখন ছিলাম কোন ধর্ম্মে অনাসক্ত,
খৃষ্টীয় এক নারীর প্রতি হ'লাম অনুরক্ত,
বিশ্বাস হলো খৃষ্টধর্ম্মে, ভজ্‌তে যাচ্ছি খৃষ্টে,
এমন সময় দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠে;
ছেড়ে দিলাম পথ্‌টা বদ্‌লে গেল মতটা,
(কারণ) অমন অবস্থায় পড়্‌লে সবারই মত বদ্‌লায়।

চেয়ে দেখ্‌লাম নব্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে স্পষ্ট,
চক্ষু বোঁজা ভিন্ন নাইক অন্য কোনই কষ্ট,
কাচিৎ ভগ্নীসহ দীক্ষিত হব উক্ত ধর্ম্মে,

এমন সময় বিয়ে হয়ে গেল হিন্দু form এ ;
ছেড়ে দিলাম পথ্‌টা বদ্‌লে গেল মতটা,
অমন অবস্থায় পড়্‌লে সবারই মত বদ্‌লায়।

নাস্তিকের এক দলের মধ্যে মিশ্‌লাম গিয়ে রঙ্গে,
Hume, Mill ও Herbert Spencer
পড়্‌তে লাগ্‌লাম সঙ্গে ;
ভেসে যাবো যাবো হচ্ছি fowl ও beef এর বন্যায়,
এমন সময় দিলেন ঈশ্বর গুটীকতক কন্যায় ;
ছেড়ে দিলাম পথটা,—বদ্‌লে গেল মতটা,
অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদ্‌লায়।

ছেড়ে দিলাম Herbert Spencer,
Bain ও Mill এর চর্চ্চায়,
ছেলে দিলাম beef ও fowl, অন্ততঃ নিজের খর্চ্চায়,
বুঝ্‌ছি বসুঘোষের কাছে হিন্দুধর্ম্মের অর্থে,—
এমন সময় পড়ে গেলাম Theosophy র গর্ত্তে ;
ছেড়ে দিলাম পথটা—বদ্‌লে গেল মতটা,
অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদ্‌লায়।

সে ধর্ম্মটার ঈশ্বর হচ্ছেন ভূত কি পরব্রহ্ম,

এইটে কর্ব্ব কর্ব্ব রকম কচ্চি বোধগম্য,
মিশিয়ে ও এনেছি প্রায় "আনি" ও বেদাঙ্গ,
এমন সময় হ'য়ে গেল ভবলীলা সাঙ্গ !
ছেড়ে দিলাম পথ্‌টা বদলে গেল মতটা,
অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদ্‌লায়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

WANTED.

বিভাস-মিশ্র—একতালা।

সে দিন নাহিক আর, কালিন্দী-যমুনাধার,
নাপমূলে কানু না বিরাজে ;
এখন নূতন তানে প্রতিদিন ষ্টেটস্‌ম্যানে,
ওয়াণ্টেড্ বংশীধ্বনি বাজে।
সে ধ্বনিতে বঙ্গবাসী সকলেরি মন উদাসী
সঙ্গে লয়ে কাগজ কলম কালী ;
দাসখত লিখিয়ে তায়, বিকাইয়ে রাঙ্গা পায়,
জীবন যৌবন দেয় ডালি।
"ওয়াণ্টেড্ এ টিউটার ভরসা আছে ফিউচার
ছ'মাস পরে হ'তে পারে পাকা,

বি এ, চাই ইংলিশে অনার,
আবেদন তবে গ্রাহ্য তার,
মাসিক বেতন পচিশটী টাকা।

খাটুনি খুব কম আছে
ইস্কুলেতে ঘণ্টা পাঁচে
আর এই টিপিন ঘণ্টায় কাগজ পত্তর লেখা ;

ফিরে এসে ইস্কুল থেকে
সেক্রেটারীর ছেলেটিকে,
সন্ধ্যাবেলায় ঘণ্টা তিনেক দেখা।

Session বড় কাছাকাছি,
অতি শীঘ্র বাছাবাছি,
করতে হবে আর সময় নাই ;

চরিত্রের Certificate
চিটির জবাবের জন্য টিকেট,
দিয়ে শীঘ্র আবেদন করা চাই।

মাসিক পাঁচ টাকায় থাকা,
পছন্দ সই পাবেন বাসণ।
যাইতে হইবে উত্তর বঙ্গে ;

Appointment পেলে পরে
অতি অবিশ্যি মনে করে,
একটি শিশি কুইনাইন নেবেন সঙ্গে।

আমরা পেলাম information
হাজার হাজার application,
পড়েছে এই চাকুরীটির জন্য ;
তবে দেশের দুঃখ কি আর,
অতি নিকট ভারত উদ্ধার,
বাঙ্গালী যুবক ধন্য ধন্য !

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

বর্ষা।

বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্ টাপ্ ;
বাতাসে পাতা করে ঝুপ ঝাপ,
প্রবল ঝড় বহে, আম্র কাঁঠাল সব,
পড়িছে চারিদিকে ধুপ্ ধাপ্।

বজ্র কড় মড় হাঁকে ;
গিন্নী শুয়ে বৌমাকে,
"কাপড় তোল্ বড়িতোল্" ঘন হাঁকে ;
অমনি ছাদের উপর দুপ্‌দাপ্।

আকাশ ঘেরিয়াছে মেঘে,
জোলো হাওয়া বহে বেগে,
ছেলেরা বেরোতে না পেয়ে, রেগে,
ঘর ভিতরে করে হুপ্ হাপ্।

ছুটিল 'একি হোল, ভাবি',
ঊর্দ্ধলাঙ্গুল গাভী,
এ সময় মুড়ি দিয়ে রেকাবী রেকাবী,
ফুলুরি খেতে হয় কুপ্ কাপ্।

নামিল তোড়ে,
রাস্তা কর্দ্দমে পোরে ;
ছত্র মস্তকে রাস্তার মোড়ে,
পিছ্‌লে পড়ে সব ঢুপ্‌ঢাপ্।

ভিজিছে নির্ঝুম শাখী,
শালিক ফিঙ্গে টিয়া পাখী,
আমি কি করি ভেবে না পেয়ে একাকী,
ঘরেতে বোসে আছি চুপ্‌চাপ্।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

মৌতাত।

হরি বল্‌রে মন আমার।
নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
এমন বেয়াড়া মৌতাতের মাত্রা চড়িয়ে দিলে কে ?
এখন দশ বছরের ডেঁপো ছেলে চস্‌মা ধরেছে ;
আর, টেড়ী নইলে চুলের গোঁড়ায় যায় না মলয় হাওয়া,
রমজান চাচার হোটেল ভিন্ন হয় না যাদুর খাওয়া।
হরি বল্‌রে মন আমার ইত্যাদি।

চব্বিশ ঘণ্টা চুরুট ভিন্ন প্রাণ করে আই-ঢাই,
আর, এক পেয়ালা গরম চা তো ভরে উঠেই চাই ;
সাহেবের, ঘুসি ভিন্ন বিফল নাশা, চাকরী ভিন্ন প্রাণ ;
উপহার-শূন্য সাপ্তাহিক, আর প্রচার-শূন্য দান,
হরি বলরে মন আমার ইত্যাদি।

একটু চুট্‌কী ভিন্ন যায় না সময়, মদ নইলে বিরহ ;
Foot-ball ভিন্ন হাড় পাকে না, হয় না কষ্টসহ ;
কালোফিতে নইলে পায় না পোড়ার চোখে কান্না ;
একটু পলাণ্ডুর সদ্‌গন্ধ ভিন্ন হয় না মাংস-রান্না।
হরি বলরে মন আমার ইত্যাদি।

মাসিক-পত্র আর কাটে না ছোট গল্প ছাড়া ;
আর, সপ্তাহিকটা ভাল চলে গা'ল দিলে বেয়াঁড়া ;
সাহেব-ঘেষা না হ'লে আর হয় না পদোন্নতি ;
সত্যাসত্য দেখ্‌লে এখন চলে না ওকালতি।
হরি বল্‌রে মন আমার ইত্যাদি।

আদালতের কার্য্যে কেবল আমলাদের দাও থোঁসা ;
আর, ভাল কাপড় গয়না ভিন্ন, যায় না গিন্নীর গোসা ;
একবার, বিলেত ঘুরে না এলে ভাই ঘোচে না গোজন্ম ;
আর গিন্নার ঝাঁটা নইলে, শক্ত হয় না পৃষ্ঠের চর্ম্ম।
হরি বল্‌রে মন আমার ইত্যাদি।

রহস্য সঙ্গীত।

একটু, এটা, ওটা, সেটা ছাড়া জমে না যে মজা,
একটি সেবাদাসী নৈলে আর তো হয় না কৃষ্ণ-ভজা;
নাটক দেখ্‌তে নিষেধ করলেই বাপটি হয়ে যান বদ্‌,
এখন, জ্বর ছাড়ে না বিনে একটু টাটকা Chicken broth;
হরি বলরে মন আমার ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপনের চটক ভিন্ন ঔষধ কাটে কার?
আর "এণ্ড কোম্পানি" নাম না দিলে, দোকান চলাই ভার!
এখন ফল, ফুল, অলি, চাঁদ, মলয়া ভিন্ন হয় না পদ্য,
দে'খো, কোন ব্যাপারে যশঃ পাবে না, বিনে একটু মদ্য!
হরি বল্‌রে মন আমার ইত্যাদি।

ভাল হে চৈতন্য গোসাঞী, জিজ্ঞাসি এক কথা,
আবার, কৃষ্ণ-অবতারে প্রভু, গরু পাবেন কোথা?
আর গৌর অবতারে গোসাঞী, কিসে ছাইবেন খোল?
মৌতাতী এই কান্তের মনে সেই বেধেছে গোল!
হরি বল্‌রে মন আমার ইত্যাদি।

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

নন্দলাল।

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে যা কোরেই হউক, রাখিবেই সে জীবন।

সকলে বলিল "আহাহা কর কি, কর কি নন্দলাল ?'
নন্দ বলিল 'বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ ?"
তখন সকলে কহিল "বাহবা বাহবা বাহবা বেশ !"

নন্দর ভাই কলেরায় মরে দেখিবে তাহারে কেবা ?
সকলে বলিল 'যাও না নন্দ করনা ভাইয়ের সেবা' ;
নন্দ বলিল 'ভাইয়ের জন্য জাবনটা যদি দিই,
না হয় দিলাম, কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক ;'
তখন সকলে বলিল 'হাঁ হাঁ হাঁ তা বটে তা বটে ঠিক।'

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির,
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির ;
পড়িল ধন্য, দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন,
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ !
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল,
তখন সকলে বলিল 'বাহবা বাহবা নন্দলাল !'

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি ;
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি ;
নন্দ বলিল "আহাহা কর কি কর কি ছাড়না ছাই,
কি হবে দেশের, গলাটিপুনিতে আমি যদি মারা যাই

বল ক বিঘৎ নাকে দিব খৎ, যা বল করিব তাহা ;'
তখন সকলে বলিল 'বাহবা বাহবা বাহবা বাহা !

নন্দ বাড়ীর হ'ত না বাহির কোথা ঘটে কি জানি ;
চড়িত না গাড়ী কি জানি কখন উল্‌টায় গাড়ীখানি,
নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে 'কলিষণ' হয় ;
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ী চাপা পড়া ভয় ,
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল ভ্যালারে নন্দ বেঁচে থাক চিরকাল॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সন্দেশ।

উহু, সন্দেশ বঁদে গজা মতিচুর,
রসকরা সরপুরিয়া ;
উহু গড়েছ কি নিধি, দয়াময় বিধি !
কত না বুদ্ধি করিয়া।
যদি দাও তাহা খালি আঃ,
মদীয় বদনে ঢালিয়া,
উহু কোথায় লাগে বা কোর্ম্মা কাবাব
কোথায় পোলাও কালিয়া ;
উহু খাই তাহা হ'লে চক্ষু মুদিয়া,
চিৎ হইয়া না নড়িয়া।

আহা ক্ষীর হোত যদি ভারত জলধি,
ছানা হ'ত যদি হিমালয়,
আহা পারিতাম পিছু করে নিতে কিছু
সুবিধা হয় ত মহাশয়;
অথবা দেখিয়া শুনিয়া
বেড়াতাম গুণ্ গুনিয়া,
আহা ময়রা দোকানে মাছি হয়ে যদি—
কি মজারি হো'ত দুনিয়া;
আহা বেজায় বেদম বেমালুম তাহা
খাইতাম হয়ে 'মরিয়া'।

ওহো না রাখিত বাঁধি সন্দেশ আদি
সংসারে এই সমুদায়,
ওহো হয়ে মুনি ঋষি, ছু'টে কোন দিশি
যেতাম হয়ত মহাশয়!
পেলাম না শুধু হরিহে!
খাইতে উদর ভরিয়ে,
ওহো না খেতেই যায় ভরিয়া উদর,
সন্দেশ থাকে পড়িয়ে;
মনের বাসনা মনে রয়ে যায়,
চোখে বহে যায় দরিয়া।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

ঔদরিক।

মনোহর সই—গড়-খেম্‌টা।

যদি কুমড়োর মত চালে ধ'রে র'ত,
পান্‌তোয়া শত শত;
আর সরষের মত হ'ত মিহিদানা,
বঁুদিয়া বুটের মত!
(প্রতি বিঘা বিশ মন করে ফল্‌তো গো;)
(আমি তুলে রাখিতাম—বঁুদে মিহিদানা গোলা বেঁধে ;)
(বেচ্‌তাম না হে, গোলায় চাবি দিয়ে, চাবি কাছে রাখিতাম।)
যদি তালের মতন হ'তো ছ্যানা-বড়া,
ধানের মতন চষি;
(আমি বুনে যে দিতাম—ধানের মতন ছড়িয়ে ছড়িয়ে)
(চষি এক কাটা দিলে, দশ মণ হ'তো।)
আর তরমুজ যদি রসগোল্লা হ'ত,
দেখে প্রাণ হ'ত খুসি।
(আমি পাহারা দিতাম, কুঁড়ে বেঁধে,)
(সারা রাত তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম)
(খেক্‌শিয়াল আর চোর তাড়াতাম॥)
যেমন সরোবর মাঝে কমলের বনে,
শত শত পদ্ম-পাতা,
তেমনি ক্ষীর-সরসীতে, শত শত লুচি
যদি রেখে দিত ধাতা!

(আমি নেমে যে যেতাম, ক্ষীর-সরোবর-ঘন-জলে,)
(গাম্‌ছা প'রে নেমে যে যেতাম।)
যদি, বিলিতি কুম্‌ড়ো হতো লেডিকিনি,
পটোলের মত পুলি ;
আর পায়েসের গঙ্গা ব'য়ে যেত, পান
কর্ত্তাম দুহাতে তুলি'।
(আমি ডুবে যে যেতাম, সেই সুধা-তরঙ্গে,)
(আর উঠতাম না হে, গিন্নি ডেকে ডেকে কেঁদে মরতো।)
সকলিত হবে বিজ্ঞানের বলে,
নাহি অসম্ভব কর্ম্ম ;
শুধু, এই খেদ, কান্ত আগে মরে যাবে
আর হবে না মানব জন্ম।
(আর খেতে পাবে না, মানব জন্ম আর হবে না,)
(শেয়াল কি কুক্কুর হবে খেতে পাবে না)
(আর সবাই খাবে গো তাকিয়ে দেখ্‌বে)
(সবাই তাড়া হুড়ো ক'রে খেদিয়ে দেবে গো
খেতে পাবে না)॥

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিবিধ সঙ্গীত।

পিলু-বারোঁয়া—যৎ।

কত যে স্থরস তুমি মধুর সঙ্গীত রে।
মানব-চিত-রঞ্জন পরম রতন রে।
দেবর্ষি নারদ কণ্ঠে বাজি অনুক্ষণ রে,
বিলাইতে দিব্য প্রেম দেব-নিকরে রে।
ছিলে স্বর্গধামে তুমি মোহিতে অমরে রে,
কৃতার্থ করিতে নরে এলে মর্ত্তপুরে রে।
অভাগা মানব হায় আপনার দোষে রে,
তোমা হেন ধন পেয়ে কি দশা করেছে রে।

শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

মিশ্র-বারোঁয়া—মধ্যমান।

শুধু বিষাদ রাগিনী, হৃদে জাগে,
আমি কেমনে গাহিব হরষ গান।
হৃদয়ের মহোৎসবে
কভু এ ক্ষীণ-কণ্ঠ,
আপন উল্লাসে গাহিত গান;
এবে বিষাদের অশ্রু নিয়ে হাসির ভান।

ভৈরবী-মিশ্র—একতালা।

পাখি, এই যে গাহিলি গাছে।
কেন চুপ দিলি, ঝোপে ডুবে গেলি
এসেছি যেমন কাছে।
এখনও ফোটেনি তারা,
এখনও সুধার-ধারা,
ঝরেনিকো পাখি ধরণীর গায় আকাশে ভরা আছে;
ঢেলেছ সমীরে তান,
সুধার কলসে অলসে ভরালি
ভুলি কি গেলিরে গান,
নিশার আবেশে অবশে মাতিয়ে
আঁখি কি মুদিয়া গেছে।

বেহাগ—কাওয়ালী।

নাচে তালে তালে সমীর হিল্লোলে
মনোসুখে তরুশাখে পাখী।
মোহন ঝঙ্কারে গাহিছে পাপিয়া,
মধুর স্বরে থাকি থাকি।
মৃদুল পবন রহিয়া রহিয়া
কুসুম সুবাস দিছে বিলাইয়া,

কি সুখ আবেশে ভুবন ভরিল;
স্বর-তরঙ্গে আপনা ভুলিয়া,
বৃক্ষ বর্ষে ফুল শাখা আন্দোলিয়া,
সুখের পরশে প্রাণ উঠে কাঁপি কাঁপি।

শ্রীপঞ্চানন শর্ম্মা।

ভৈরবী-মিশ্র—আড়াঠেকা।

পাগলকে যে পাগল ভাবে;
সেই পাগল কি ঐ পাগল পাগল,
একদিন সেটা বোঝা যাবে।
নয়কে পাগল ভুবন' পরে,
কেউ বা পাগল মানের তরে,
কেউ বা পাগল রূপের লাগি,
কেউ বা পাগল ধনলোভে।
নিমাই সন্যাসী হ'ল প্রেমে পাগল হ'য়ে শুনি,
জ্ঞানে পাগল্‌ হ'য়ে বুদ্ধ রাজ্য ছেড়ে হ'ল মুনি;
ব্রহ্মা পাগল ধ্যান করি,
পরের জন্য পাগল হরি,
ভাবে পাগল শ্মশানবাসী,
বেড়ায় ভোলা উদাস ভাবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বিভাষ-মিশ্র—খয়রা।

দাদা অভি, কেন যাবি, সে ঘোর শ্মশানে।
সে তো যুদ্ধক্ষেত্র নয়, মৃত্যুর আলয়,
কত হত হয় সেখানে।
স্নেহ-সূত্রে গাঁথা দাদা, তোঁর আমার জীবন,
(সে যে স্বভাব গাঁথা, তুমি আমি কেউ গাঁথি নাই,)
বাঁধা রবে যাবৎ জীবন,
(জীবন অমূল্য ধন, কেন দিবি বিসর্জ্জন,)
এমন সোণার সংসার আনন্দ বাজার,
কত শোভা এই ভুবনে।
খেলা দিয়ে ভুলাইয়ে, আমায় ফেলে যাবি,
(আমি খেল্‌বো না ভাই, সঙ্গী বিনে শূন্যপ্রাণে,)
সেই সব খেলা সাঙ্গ হ'ল,
(এখন কান্‌তে হবে, ওগো দিনে দিনে সবাই যাবে,)
প্রাণ কাঁদে থেকে থেকে তোর মুখ দেখে
যাবি আমায় ফেলে কোন প্রাণে॥
(অভিমন্যু বধ।)

রাজা রামমোহন রায়।

ঝিঁঝিট —আড়াঠেকা।

কোথা আছ দেখ এসে মহামতি রামমোহন।
তোমার জন্মভূমি ভারত ভূমি হয়েছে কি সুশোভন।

যে বৃক্ষ রোপিলে তুমি, ছাইল তাই বঙ্গভূমি
ফল পুষ্প পত্র তার হইয়াছে অগণন।
আশা তব ছিল মাত্র, বুঝিবে লোক সত্য-তত্ত্ব,
কিন্তু কিবা পরিবর্ত্তন হয়েছে এখন ;
তোমায় যারা করিত পীড়ন, তাদের সন্তানগণ,
কৃতজ্ঞতা উপহার তোমায় করিছে অর্পণ।

দীননাথ অধ্যেতা।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

জয়জয়ন্তী—একতালা।

কি লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়।
বহুদর্শী বিজ্ঞ, পুণ্যবান্ প্রাজ্ঞ,
দয়ার সাগর, সাধু দয়াময়।
ব্যুৎপন্ন-কেশরী শাস্ত্র-সংস্কারে,
সর্ব্ব-শাস্ত্র-বেত্তা, সুপারগ বিচারে,
মহাকবি কাব্যে মহোদয়।
অসম্ভব এতগুণ একাধারে,
বুদ্ধিতে বোধ হয় বৃহস্পতি হারে,
প্রাণপণে যত্ন পর-উপকারে,
অতি সাধু সরল হৃদয়।

মহাত্মার যে সব চিহ্ন সুলক্ষণ,
সাগরের শরীরে আছে বিলক্ষণ,
কলঙ্ক-রহিত, পৃথিবী-পূজিত,
প্রশংসাই যাঁর সমুদয়।
সৎপথের-পথিক, সৎকর্ম্মে-রত,
বিদ্যাবীজ-বপনে আছেন অবিরত,
বিধবা-বিবাহে ব্রহ্মাণ্ড-বিখ্যাত,
অনেকে পেয়েছে পরিচয়।
স্বদেশের সদাই উন্নতি-সাধনে,
বসাইবে নরে সুখের সোপানে
এই বাঞ্ছা কেবল করেন মনে মনে,
কিরূপে কি কৌশলে হয়।
ঘুচাইতে দেশের যত কুসংস্কার,
বিপ্লব করাতে কুৎসিত ব্যবহার,
উপদেশচ্ছলে গ্রন্থ সব প্রচার,
করেছেন যা আর হবার নয়।
পুস্তকে মাসিক যে টাকাটা আয়,
দানে অন্নদানে প্রায় সব যায়,
নিজ অশনে বসনে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়,
নিতান্ত যা নইলে নয়।
কত স্থানে কত দরিদ্র সন্তান,
বিদ্যালয়ে থেকে হ'তেছে বিদ্বান,

স্কুলের বেতন করিছেন প্রদান,
আনন্দিত হয়ে অতিশয়।
অসুখের বৃদ্ধি ভেবে পরাধীন,
পূজনীয় পদে দিয়ে রিজাইন,
কালযাপন করিলেন থাকিয়ে স্বাধীন,
হয়েছেন সুখী সুনিশ্চয়।
মুক্তকণ্ঠে প্যারী কবিরত্ন বলে,
বঙ্গবাসিগণের বহুপুণ্য বলে,
যশস্তম্ভ রাখিতে ভূতলে,
বঙ্গাকাশে ঈশ্বর চন্দ্রোদয়।

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে।
মধুহীন বঙ্গভূমি, হইয়াছে এত দিনে।
কুহকী কল্পনা বলে, কে আনিবে রঙ্গস্থলে,
কুমারী কৃষ্ণা কমলে, মোহিতে মনে।
কে অপূর্ব্ব তান লয়ে, বীররসে মাতাইয়ে,
শুনাইবে মেঘনাদে গভীর গর্জ্জনে।
বীর নাদে অম্বুনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিবে প্রমীলাসনে, কেলি বিপিনে।

হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব।

(আমি) সাধে কাঁদি।

হৃদয়-রঞ্জনে, না হেরে নয়নে কেমনে প্রাণ বাঁধি।
বিদায় দি'ছি পাষাণ প্রাণে, চাব কার মুখ পানে,
ফুল্ল ফুলহারে, সাজাইব কারে, পোড়াবিধি হ'ল বাদী।
ভাবে ভোরা মাতোয়ারা দুনয়নে বহে ধারা,
ঢো'লে ঢো'লে নেচে কুতূহলে, এস গুণনিধি সাধি।
চলে গেলে আর এলে না, জীব ত হরিনাম পেলে না,
পার পাবে না ঋণে, দীনহীনে পদে কর অপরাধী।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

শঙ্করা—একতালা।

সুখের কথা বোলো না আর, বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি।
দুঃখে আছি, আছি ভাল, দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা,
সুখ দিয়ে যান চোখের দেখা,
দুদণ্ডের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি।
দয়া করে মোর ঘরে, সুখ পায়ের ধূলা ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে, মুখের হাসি হাস্‌তে হবে;
চোখের বারি দেখ্‌লে পরে,
সুখ চ'লে যান বিরাগ ভরে,
দুঃখ তখন কোলে ধরে, আদর ক'রে মুছায় আঁখি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

ইমনকল্যান—একতালা।

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন-ফুলহার।
তুমি অনন্ত নব-বসন্ত অন্তরে আমার।
নীল অম্বর চুম্বন-নত, চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে শতবার।
ঝলসিছে শত ইন্দু-কিরণ, পুলকিছে ফুল-গন্ধ,
চরণ-ভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ ;
ছিঁড়ি মর্ম্মের শত বন্ধন, তোমা পানে ধায় যত ক্রন্দন,
লও হৃদয়ের ফুল চন্দন বন্দন উপহার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিশ্র—কাওয়ালী।

জাগো পুরবাসি! ভগবত-প্রেমপিয়াসি!
আজি এ শুভদিনে,
কিবা বহিছে করুণা-রস-মধু-ধারা,—
শীতল বিমল ভগবত-করুণা-রস-মধু-ধারা।
শূন্য হৃদয় ল'য়ে নিরাশার পথ চেয়ে,
বরষ কাহার কাটিয়াছে,
এস গো কাঙ্গাল জন, আজি তব নিমন্ত্রণ,
জগতের জননীর কাছে।

কার অতি দীনহীন বিরস বদন ?
ওগো ধুলায় ধূসর মলিন বসন, ?
দুঃখী কেবা আছ, শুনগো বারতা,
ডেকেছেন তোমারে জগতের মাতা ॥
শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

মঙ্গল বিভাস—একতালা।

নাথ রাম কি বস্তু সাধারণ।
ভূভার হরিতে অবনীতে অবতীর্ণ সে ভবতারণ।
তার সনে কি তোমার রণ সাজে,
ছি ছি রণে সাজ কি কারণ।

যে রামপদ, পূজেন ব্রহ্মা তুলসীতে,
আনলে তাঁর সীতে বংশ বিনাশিতে,
কাট্‌লে সুখের তরু স্বীয় কর্ম্মাসিতে,
না শুনে কা'র বারণ।

একবার নয়ন মুদে দেখ্‌লে নাহে চিতে,
তোমার কোপিতে, শ্রীরাম জগৎ পিতে,
জগন্মাতা সীতে, কপিতে, সেইকরে,
কোপিতে মান হরণ।

দাশরথি রায়।

আলেয়া—একতালা।

রামের তুল্য পুত্র কেবা পায়।
এ সব অনিত্য কুপুত্র, অন্তে কে হয় মিত্র,
বিচিত্র দশরথের পুত্র, যার গুণ শ্রবণ মাত্র,
ত্রিনেত্র রবি-পুত্র দূরে যায়।
ধন্য দশরথ শ্রীরাম-ধনে ধনী,
রত্নগর্ভা রাণী সে কৌশল্যা ধনী,
এমন পুত্র গর্ভে ধরেন ধনী,
জন্মেন সুরধুনী যাঁর পায়।

দাশরথি রায়।

ভৈরবী—একতালা।

দিন গত কিন্তু নয় হে রাম, তোমার চরণে এ দীন গত।
আমার গত অপরাধ কত, প্রাণ নির্গত সময়ে দেওহে চরণ
হ'লাম চরণে শরণাগত।
সৎসঙ্গে হয়ে স্বতন্তর করি অসৎ ক্রিয়া সতত,
তোমায় শত শত মন্দ, বল্লাম যে রামচন্দ্র,
না ভাবিয়ে ভবিষ্যত।
ওহে গুণধাম স্বগুণ প্রকাশো, গুণহীন জ্ঞানহীন দোষ নাশ,
স্বগুণে তারিলে কি পৌরুষ, সেতো স্বগুণে পাবে সুপথ,
জননী জঠরে কঠোর যন্ত্রণা, আর দিবে হে রাম কত;
ওহে দশরথাত্মজ দাশরথি, ঘুচাও দাশরথির গতায়াত।

দাশরথি রায়।

উদ্বাহ বিষয়ক।

বাহার—ঝাঁপতাল।

মগন সবে প্রেমমধু পানে হে—আজি কি আনন্দ প্রাণে।
ছুটে হরষ-তরঙ্গ অনন্তেরি পানে।
মধুর গিরি নির্ঝর, মধু সাগর অম্বর,
মধুর শশী, মধুর নিশি, মাধুরী দুটী প্রাণে।
এক তুমি অমর কবি ঢালিছ মাধুরী;
কিবা বাজে তব বিশ্ব-বেণু মধুর কলতানে।
যাহে কোটী রবি শশী, এক হয় তোমাতে মিশি,
ঘটাও সেই মধুমিলন মঙ্গল বিধানে॥

শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য।

সাহানা—যৎ।

শুভদিনে শুভক্ষণে, পৃথিবী আনন্দ মনে,
দুটি হৃদয়ের ফুল উপহার দিল আজ।
ওই চরণের কাছে, দেখ গো পড়িয়া আছে,
তোমার দক্ষিণ হস্তে তুলে লও রাজ-রাজ।
এক সূত্র দিয়ে দেব গেঁথে রাখ এক সাথে;
টুটেনা ছিঁড়েনা যেন থাকে যেন ওই হাতে।
তোমার শিশির দিয়ে, রাখ তাকে বাঁচাইয়ে,
কি জানি শুকায় পাছে সংসার রৌদ্রের মাঝে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধুন-মিশ্র—কাওয়ালি।

প্রিয়তম, দাও নব প্রীতি ফুলহার।
বাঁধ প্রেম মাল্যে হৃদয় দোঁহার।
নব মন্ত্রে জাগাও প্রাণ, নব ভকতি কর দান,
প্রীতি কানন মাঝে বিরচ নব সংসার।
চির সঙ্গী তুমি প্রভু, থাক চিরদিন সাথে,
রাখো অনিমেষ আঁখি কঠিন জীবন পথে,
হইলে পরিভ্রান্ত প্রাণ, করিয়ো প্রেম-ছায়া দান,
হৃদয়ে ক'রো হে দেব নব শকতি সঞ্চার ॥

শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল।

ইমন্-ভূপালী—কাওয়ালী।

সুখে থাক আর সুখী কর সবে
তোমাদের প্রেম ধন্য হোক্ ভবে
মঙ্গলের পথে থেকো নিরন্তর,
মহত্বের পরে রাখিও নির্ভর,
ধ্রুব সত্য তাঁরে ধ্রুব তারা কর
সংশয় নিশীথে সংসার অর্ণবে।
চির সুধাময় প্রেমের মিলন
মধুর করিয়া রাখুক জীবন,
দুজনার বলে সবল দুজন
জীবনের কাজ সাধিও নীরবে।

কত সুখ আছে, কত অশ্রুজল,
প্রেমবলে তবু থাকিও অটল,
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল
বিপদে সম্পদে শোকে উৎসবে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সিন্ধু—তেওরা।

যে কেহ মোরে দিয়াছে সুখ, দিয়েছে তাঁর পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যে কেহ মোরে দিয়াছে দুঃখ দিয়েছে তাঁর পরিচয়
সবারে আমি নমি।
যে কেহ মোরে রেখেছে ভাল,
জ্বেলেছে ঘরে তাঁহারি আলো,
তাদেরি মাঝে সবারে আজি যেচেছি তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যা কিছু আছে এসেছে কাছে এনেছে তাঁরে প্রাণে,
যা কিছু দূরে গিয়েছে চলি টেনেছে তাঁরি পানে,
সবারে আমি নমি।
জানি বা আমি নাহি বা জানি,
মানি বা আমি নাহি বা মানি,
নয়ন মেলি নিখিলে আমি পেয়েছি তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Printed at the Cotton Press, 57, Harrison Road, Calcutta.